A

HISTORICAL INVESTIGATION

ON

PĀNINI

TOGETHER WITH A BRIEF ACCOUNT OF

KĀTYĀYANA AND PATAÑJALI

BY

RAJANĪKĀNTA GUPTA

Author of Jayadev-Charita

With an Introduction

BY

PROFESSOR D. R. BHANDARKAR M.A, Ph. D.

(Revised Edition)

PUBLISHED BY

THE UNIVERSITY OF CALCUTTA

1928

পাণিনি

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির
আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক
প্রস্তাব

রজনীকান্ত গুপ্ত

প্রণীত।

(সংশোধিত সংস্করণ)

"নন্থ বক্তৃ-বিশেষ-নিস্পৃহা
গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ ॥"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
১৯২৮

পরমারাধ্যা স্নেহময়ী

জননীর চরণযুগলে

এই প্রবন্ধ-কুসুম

সমর্পিত হইল।

INTRODUCTION

Pāṇini occupies a unique position in the history of Sanskrit literature. "In grammar," says F. Max Müller, "I challenge any scholar to produce from any language a more comprehensive collection and classification of all the facts of a language than what we find in Pāṇini's Sūtras." His system of Grammar is a marvel of technical perfection, a monument of encyclopaedic research and originator of the philosophy of linguistics. All the speculations of his predecessors were superseded by his thorough, original and far-reaching work, and he at once became the founder of a School of Grammar which has taken such a complete possession of the field that it seems destined never to escape it. It is thus no wonder that Pāṇini was held in such high esteem that he was elevated to the rank of a Ṛṣi or Seer. And this estimation of his countrymen has been upheld even by the European scholars who freely acknowledge that the modern Science of Comparative Philology is much indebted to the exposition of Grammar by Pāṇini and his School.

To fully appreciate the importance of the contribution made by Pāṇini and his School to the development of Sanskrit Grammar, a critical enquiry into the time when and the place where he, Kātyāyana, and Patañjali flourished, is essential. Scholarly studies in this direction were made from time to time by savants like Goldstücker, R. G. Bhandarkar, Max Müller, Weber, and others. In the present book also, we have before us the results of such a critical study made in an honest and historical spirit by a Bengali scholar as early as 1875.

Rajanikanta Gupta, the author of this book, is already known to us also as the author of a Bengali book on the History of India. This last has indeed been so lucidly and intelligently written that it has for long continued to be one of the text-books prescribed by the University for the Matriculation Examination. But it was never suspected that he was also a Sanskrit scholar endowed with a keen historic sense. This is however proved to the hilt by the present book where he takes note of almost all the contributions made to the study of Pāṇini up to his time by scholars of repute, and in many places forms his own independent and unbiassed judgment for which he invariably gives his reasons in full. His book is not, like some vernacular books of this type, a slavish imitation or an unacknowledged translation of any book written in a European lauguage. He quotes the opinions of other scholars and sets forth his arguments in detail whenever he refutes or accepts them. He is also sometimes found to arrive at independent conclusions, quite different from any arrived at by other scholars. To take only one instance, he with some cogent reasons indentifies the Yavana king, a contemporary of Patañjali, with Demetrius, and not with Menander, as is done by Max Müller, Weber and Goldstücker. He also devotes some portion of his book to the discussion of the geographical information that can be gleaned from the Sūtras of Pāṇini. Even now it cannot fail to be a profitable reading to a student of the ancient history of India. Of course, he has not dealt in a separate section, with the social, religious and political condition of India in the time of Pāṇini. But much useful information with regard to this point is found interspersed with other matters in the book. Thus the discussion whether the art of writing was known to India in the

time of Pāṇini, whether he flourished before or after Buddha, and the discussion of the meaning of terms like *Āraṇyaka*, *Nirvāṇa*, etc., in the time of Pāṇini throw much welcome light on the state of society in the time of this Grammarian. The chapters on Kātyāyana and Patañjali also have been conceived in an equally historical spirit, and will be read with extreme interest. Thus the book, though it was written half a century ago, can not be considered to be out of date and must prove to be of importance to scholars even now, especially as the book of Goldstücker is out of print and not easily available.

D. R. BHANDARKAR.

বিজ্ঞপ্তি

নানাবিধ দুর্ঘটনা-নিবন্ধন "জয়দেব-চরিত" প্রকাশের পর এ পর্য্যন্ত সহৃদয় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারি নাই। অদ্য 'পাণিনি' হস্তে করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছি।

'বান্ধব' নামক মাসিক পত্রের সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে প্রথমে পাণিনির বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হই। লিখিত বিষয়ের কিয়দংশ বান্ধবে প্রকাশিত হয়। এইক্ষণে সেই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ ও তাহার সহিত কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলির বিষয় সংযোজিত করিয়া এই পুস্তক প্রচারিত করিলাম।

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর গোলড্ষ্টুকর-প্রণীত 'পাণিনি-বিচার' এই পুস্তকের 'পাণিনি'-শীর্ষক প্রস্তাবের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সমুদয় বিষয়েই গোলড্ষ্টুকরের মতানুসরণ করি নাই। স্থলবিশেষে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষও সমর্থিত হইয়াছে। ফলে অভিনিবেশ-সহকারে এতদ্বিষয়-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া যেরূপ ধারণা জন্মিয়াছে, তদনুসারেই পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। গোলড্ষ্টুকর ব্যতীত অধ্যাপক মোক্ষমুলর, বোত্‌লিঙ্ক বেবের, লাসেন, মণিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর প্রভৃতি প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গের মত যথাস্থলে সমালোচিত হইয়াছে।

অন্ধকারময় প্রাচীন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান যে কত দূর ক্লেশসাধ্য তাহা সহৃদয়গণের অবিদিত নাই। এরূপ অনুসন্ধানে পদে পদে দিশাহারা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। 'পাণিনি' যে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হইয়াছে, এরূপ মনে করা নিরবচ্ছিন্ন

অহম্মুখতার পরিচায়ক। ইহাতে অনেক ভ্রম লক্ষিত হইতে পারে। আশা করি, সামাজিকগণ তৎসমুদয় সংশোধন করিয়া আমায় সৎপথ প্রদর্শন করিবেন।

এই পুস্তক-প্রণয়নে যথাসাধ্য পরিশ্রম বিহিত হইয়াছে। প্রস্তাব-প্রতিপাদ্য-প্রমাণাদির সংগ্রহে কোনও প্রকার ত্রুটী হয় নাই। ঈদৃশ যত্ন-সেবিত বৃক্ষ এক্ষণে ফলাবনত হইলেই চরিতার্থ হইব। ইত্যলং পল্লবিতেন।

কলিকাতা, হিন্দু হোষ্টেল।
১৮ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৩৩।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্তস্য।

সূচী

পাণিনি

ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রত্ন-প্রসবিত্রী ভারতভূমি পূর্ব্বতন সময়ে কোন বিষয়েই উপেক্ষণীয় বা অশ্রদ্ধেয় ছিল না। প্রাচীন ভারত, দেশোজ্জ্বল-কর রত্নসমূহ প্রসব করিয়া, যথার্থই স্বীয় রত্ন-প্রসবিত্রী নামের অন্বর্থতা সম্পাদন করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তানগণ, একদা অসাধারণ তর্কশক্তি, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অসাধারণ বুদ্ধিমহিমা বিকাশ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে অধঃকৃত করিয়াছিলেন। যে সময়ে ইউরোপ-ভূখণ্ডের সভ্যতার উপদেষ্টা রোমরাজ্য মাতৃগর্ভে ছিল, সে সময়েও ভারতে বিদ্যা ও সভ্যতার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যগণের উদ্ভাবিত কোন শাস্ত্রই অপরের অনুকরণ-স্পৃহায় সমুত্থিত হয় নাই। তাঁহারা যখন স্বীয় অসামান্য চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, তখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জাতিই অনাগত কাল-গর্ভে নিহিত ছিল। পঞ্চনদের পবিত্র-সলিল-কণ-বাহি-সিন্ধু-তীর-বাসী মহর্ষি-গণের যে বেদগানে আর্য্যাবর্ত্ত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরসে পরিপ্লুত হইয়াছিল, সেই ঋগ্বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলের কোন স্থানে

পরিদৃষ্ট হয় না [১]। গ্রীকজাতি স্বদেশীয় হোমর ও হিসিয়দ-[২]

---

[১] শাস্ত্রদর্শী ভট্ট মোক্ষমূলর সমস্ত বৈদিক গ্রন্থকে ছন্দঃ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছন্দোভাগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদসংহিতা এই ভাগের অন্তর্গত। মোক্ষমূলর খ্রীঃ পূঃ ১২০০ বৎসর হইতে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই বিভাগের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। *Vide* Max Müller's 'History of Ancient Sanskrit Literature,' pp. 70, 572.

পণ্ডিতবর কোলব্রুক্ জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে প্রাচীনতম বেদসংহিতার কাল খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর নিরূপণ করিয়াছেন। *Vide* Colebrook's "Miscellaneous Essays," vol. i (Ed. by E. B. Cowell) p. 99, or As. Res. vol. viii, p. 493.

শাস্ত্রে প্রবীণ উইলসন ও লাসেন কোলব্রুকের এই গণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। Wilson's 'Introduction to the Rigveda,' p. XLVIII, and Lassen's 'Indische Alterthumskunde,' vol. i, p. 747.

আচার্য্য গোল্ড্‌ষ্টূকর বেদসংহিতার কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে কোলব্রুকের মতানুসারী হইয়া ভট্ট মোক্ষমূলর ও অধ্যাপক বেবের (Weber) সাহেবের মত খণ্ডন করিয়াছেন। Goldstücker's 'Panini: His place in Sanskrit Literature,' pp. 72-77 ff.

অধ্যাপক মূলর স্বপ্রকাশিত ঋগ্বেদের ভূমিকায় কোলব্রুক্ প্রভৃতির প্রাচীন বেদসংহিতার কাল-নির্ণায়ক মতের খণ্ডন করিয়া স্বমত দৃঢ়তর করিয়াছেন।

মোক্ষমূলর-প্রকাশিত ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৪র্থ খণ্ড।
ভূমিকার ৫-৭২ পৃষ্ঠা দেখ।

[২] হোমর গ্রীস দেশের অতি প্রাচীন কবি। কথিত আছে তিনি খ্রীঃ পূঃ দশম ও নবম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রণীত যে প্রাচীন গ্রন্থাবলির এত গৌরব করিয়া থাকেন, ঋগ্বেদের সমক্ষে তৎসমুদয়কেও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অধিক কি, পারসীকগণের বরণীয় জোরোস্তার প্রণীত অবস্তা [৩] গ্রন্থও ঋগ্বেদের পারসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে [৪]। যে ব্যাকরণশাস্ত্র ভাষাশিক্ষার অদ্বিতীয় সাধন,

---

হিসিয়দও হোমরের ন্যায় গ্রীস-দেশ-বাসী কবি। কেহ কেহ তাঁহাকে হোমরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কেহ কেহ পরবর্ত্তী বলিয়া থাকেন।

[৩] সচরাচর এই গ্রন্থ "জেন্দাবস্তা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরন্তু পহ্লবী ভাষায় ইহার নাম "অবস্তাজেন্দ" উক্ত হইয়াছে। আধুনিক পারসীক যাজক-সম্প্রদায়ের মতে অবস্তার অর্থে পবিত্র গ্রন্থের মূলভাগ, এবং জেন্দ শব্দে অবস্তার পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত অংশ বুঝাইয়া থাকে। শ্রীযুত মার্টিন হগ সাহেবের মতে "জেন্দ" শব্দ অনুবাদ বা ভাষ্য মাত্রেরই প্রতিপাদক। এই অনুবাদের সঙ্গে টিপ্পনী-স্বরূপ যে সমস্ত বাক্য আছে, তৎসমুদয় "পাজেন্দ" নামে উক্ত হইয়া থাকে। *Vide* 'Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the Parsees' by Martin Haug, Dr. Phil., pp. 120, 121; and "American Oriental Society's Journal," vol. v, pp. 348-358.

[৪] 'জেন্দাবস্তা' কোন্ সময়ে প্রচারিত হয়, তাহা অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। গ্রন্থ-প্রণেতা জোরোস্তারের * আবির্ভাব-কাল-

---

* অবস্তার যশ্নভাগে ইঁহার নাম "জোরথুস্ত্র স্পিতম" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীকগণ এই শব্দের অপভ্রংশে ইঁহাকে "জরাস্ত্রেদেস" বা "জরোয়স্ত্রেস্" এবং রোমকেরা "জোরোস্তার" বলিয়া থাকেন। অবস্তাপ্রণেতা এই শেষোক্ত নামেই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। পারসীকগণ এই নামের পরিবর্ত্তে ইঁহাকে "জারদোস্ত" নামে অভিহিত করেন।

সেই শাস্ত্র প্রণয়নেও আর্য্যগণ-অপেক্ষা পৃথিবীর কোন জাতিই অধিক নৈপুণ্য ও প্রাবীণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পৃথিবীর মধ্যে কেবল দুই জাতি অন্যোন্য-

---

সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতবৈষম্য আছে। † প্লিনি, জোরোস্তার ও মোজেসের তুলনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জোরোস্তার মোজেসের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন (Historia Naturalis, XXX. 2). লিদিয়া দেশবাসী জানথস্ (Xanthus, 470 B. C.) নামক জনৈক প্রাচীন গ্রীক্ লেখকের মতে জোরোস্তার সুবিশ্রুত ত্রোজান যুদ্ধের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে (প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ অব্দে) জন্ম পরিগ্রহ করেন। উদোক্সস্ (Eudoxus) জোরোস্তারকে প্লেতোর ৬০০ বৎসর পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিরোসস্ (Berosus নামক বাবিলন দেশীয় ইতিহাস-লেখক, তাঁহাকে বাবিলনের রাজা ও রাজবংশ-সংস্থাপয়িতা বলিয়া উল্লেখপূর্ব্বক খ্রীঃ পূঃ ২২০০ ও খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ের অংশ তদীয় রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অপরাপর লেখকগণ জোরেস্তারকে ত্রোজান যুদ্ধের ৫০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। (*Vide* Pliny, Historia Naturalis, XXX, 1-3.) পারসীকগণের বিশ্বাস যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক দরায়ূসের পিতা হিস্তাস্পেসের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা এই হিস্তাস্পেস্ ও জেন্দাবস্তা লিখিত কববিস্তাস্প্‌কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখপূর্ব্বক খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দ

---

† সমস্ত জেন্দাবস্তা গ্রন্থকে গ্রীক, রোমক ও পারসীকেরা জোরেস্তার প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু ইদানীন্তন শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের মতে উহা এক জনের প্রণীত নয়। শ্রীযুত হগ সাহেব অনুমান করেন, জোরোস্তার প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্ম-গ্রন্থের শেষ ভাগ খ্রীঃ পূঃ ৪০০ অব্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এবং সমস্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে অন্যূন সহস্র বৎসর লাগিয়াছে

সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দুই জাতি আদিতে এক স্থানে বাস করিতেন ও এক মূল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। চতুর্ধা বিভক্ত পৃথিবীর যে অগ্রগণ্য ভূখণ্ড মানবজাতির আদিনিবাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যস্থলই উল্লিখিত জাতিদ্বয়ের আদিপুরুষগণের সূতিগৃহ [৫]। কাল-প্রভাবে এই একান্নভুক্ত আদিপুরুষ-

---

তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীযুত হগ সাহেব পারসীকদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। কববিস্তাস্পের নাম সাহনামা গ্রন্থে "কেইগুস্তাস্প্" লিখিত আছে। দরায়ূসের পিতা হিস্তাস্পেস্ এবং জেন্দাবস্তোক্ত কববিস্তাস্প্ (সাহনামার কেইগুস্তাস্প্) উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক শ্রীযুক্ত হগ সাহেব এই সমস্ত মতের উল্লেখ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিয়াছেন যে, জোরোস্তার কখনই খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের পরে বর্ত্তমান ছিলেন না। *Vide* Haug's "Essays on the Sacred, &c. &c.," pp. 129-130 and pp. 252-255. Also "Calcutta Review," vol. LIX. No. CXVIII, pp. 242-243.

[৫] আর্য্য হিন্দুগণ দক্ষিণাভিমুখ হইয়া হিমালয়ের তুষারাবৃত প্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্তসিন্ধুর (সিন্ধুনদী, তাহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী) নিকটে আসিয়া সমুপস্থিত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা, গ্রীক্, জরমান্, ইতালিয়ান্ প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত একত্র হইয়া, ভারতবর্ষের বহু উত্তরদিক্‌বর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। Max Müller's 'Last results of Sanskrit Researches' in Bunsen's Out. of Phil. of Un. Hist., vol. I, pp. 129-131, 'Ancient Sanskrit Literature,' p. 13, and 'Chips from a German Workshop,' vol. I, pp. 63-65.

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-দিক্‌বর্ত্তী মধ্য-আসিয়ার জনপদ-বিশেষ প্রাচীনতম আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। পরে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন

দিগের সন্ততিবর্গ, পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও বহুদলে বিভক্ত হইয়া,

হইয়া পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে গমনপূর্ব্বক উপনিবিষ্ট হয়েন। Muir's 'Sanskrit Texts,' second edition, vol. II, p. 278 ff.

মধ্য-আসিয়া আর্য্য জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের বসতি-স্থান। উহার উচ্চতর ভূমিভাগই মানবজাতির বাল্যলীলাক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। Weber's 'Modern Investigations on Ancient India,' p. 10.

পূর্ব্বতন আর্য্য-বসতির মধ্যস্থল বাক্ত্রিয়া (বাহ্লীকদেশ, আধুনিক বাল্খ)। পরে তাঁহারা হিন্দুকুশ, বেলুর্তাগ্, অক্সস্ ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যাইয়া বাস করেন। M. Pictet's 'Les Origines Indo Europeennes,' vol. I, p. 51.

হিন্দু, গ্রীক্, রোমান প্রভৃতি এক মূল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই আদিম আর্য্যজাতি কাস্পিয়ান্ সাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অধিবাস করিতেন। A. W. Von Schlegel's '*De L'Origine des Hindous*,' in 'Essis Litteraires et Historiques,' pp. 514-517.

হিন্দুগণ আদিম আর্য্য জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। Lassen's 'Indian Antiquities,' Second Edition, p. 613.

তিন সহস্র বৎসর গত হইল, হিন্দুগণ মধ্য-আসিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হয়েন। কেলটিক্ বংশীয়গণেরও মধ্য-আসিয়ায় আদি নিবাস ছিল। ইঁহারা সংস্কৃত ও জেন্দ্ ভাষার ন্যায় আর্য্যভাষাভাষী ছিলেন। Huxley's "Forefathers of the English People," published in "Nature," 17th March, 1870.

বেদসংহিতাতে উত্তর দিকের অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে শীত-প্রধান দেশে কালাতিপাত-বিষয়ের উল্লেখ

দেশবিশেষে গমনপূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করেন। তন্মধ্যে

আছে *। ইহাতে বোধ হয় আর্য্যগণ একদা হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী শীত-প্রধান স্থলে বাস করিতেন। Comp. Wilson's Introduction to Rigveda,' Vol. I, p. xlii.

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উত্তর দিক্ ভাষাশিক্ষা ও বাক্যের দিক্ বলিয়া কথিত হইয়াছে †। যদিও টীকাকার বিনায়ক ভট্ট 'উদীচী' শব্দ কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রম-প্রতিপাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ‡ তথাপি উহা হিমালয়ের উত্তর দেশ-বাচক হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

---

* চর্ক্ত্যং মরুতঃ পৃৎসু দুষ্টরং দ্যুমন্তং শুষ্মং মঘবৎসু ধত্তন।
ধনস্পৃতমুকথ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ॥
১।৬৪।১৪।

তদ্বো যামি দ্রবিণং সদ্যউতয়ো যেনা স্বর্ণ ততনাম নঁ রভি।
ইদং সু মে মরুতো হর্য্যতা বচো যস্য তরেম তরসা শতং হিমাঃ॥
৫।৫৪।১৫।

নূনো অগ্নেঽবৃকেভিঃ স্বস্তি বেষি রায়ঃ পথিভিঃ পর্ষ্যংহঃ।
তা সূরিভ্যো গৃণতে রাসি সুম্নং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥
৬।৪।৮।

† "পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাদ্ বাগ্ বৈ পথ্যাস্বস্তিস্তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।" কৌষীতকীব্রাহ্মণ।৭।৬

‡ "প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ শ্রূয়তে, বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতীপ্রসাদার্থমুদঞ্চ এব যন্তি। যো বা প্রসাদং লব্ধা তত আগচ্ছতি। স্মাহ প্রসিদ্ধমাহস্ম সর্ব্বলোকঃ।"

এক দল ইউরোপস্থ গ্রীস দেশে গমন করিয়া গ্রীক, এবং অন্যতর

যাস্ক ঋষি স্বপ্রণীত নিরুক্তের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "শবতির্গতি-কর্ম্মা কম্বোজেম্বেব ভাষ্যতে" (৩ অ। ২।) "অর্থাৎ কম্বোজ দেশে শবতি-ধাতু গত্যর্থে প্রচলিত আছে।" পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ এই কম্বোজ দেশ বোখারার সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করেন। ইহাতেই বোধ হইতেছে, হিমালয়ের উত্তরেও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। অথর্ব্ব বেদে হিমালয়ের উত্তর দিক্-সঞ্জাত কুষ্ঠ নামক এক প্রকার উদ্ভিদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত বেদের মন্ত্রে লিখিত আছে এই উদ্ভিদ্ হিমালয়ের উত্তর দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে আনীত হইত ¶। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, এই মন্ত্রের রচয়িতা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিক্‌বর্ত্তী প্রদেশের বিষয় অবগত ছিলেন।

সংস্কৃত গ্রন্থে উত্তর-কুরু জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে §। মিশর দেশীয় প্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা টলেমী এই উত্তর-কুরুর বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি উত্তর কোরা (Ottorokorra) নামে একটী পর্ব্বত, একটী জাতি ও একটী নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক লাসেনের মতে টলেমীর এই Ottorokorra (সংস্কৃত উত্তর-কুরু) বর্ত্তমান

¶ "উদঙ্ জাতো হিমবতঃ প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্।" অথর্ব্ববেদ।৫।৪।৮।

§ "তস্মাদ্ এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্।

"উত্তরৈঃ কুরুভিঃ সার্দ্ধং দক্ষিণাঃ কুরব স্তথা।
বিস্পর্দ্ধমানা ব্যহরংস্তথা দেবর্ষি-চারণৈঃ॥

মহাভারতম্

"তান্ গচ্ছত হরিশ্রেষ্ঠা বিশালানুত্তরান্ কুরূন্।
দানশীলান্ মহাভাগান্ নিত্যতুষ্টান্ গতজ্বরান্॥
ন তত্র শীতমুষ্ণং বা ন জরা নাময়স্তথা।
ন শোকো ন ভয়ং বাপি ন বর্ষং নাপি ভাস্করঃ॥

রামায়ণম্

দল ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হইয়া 'হিন্দু' আখ্যা লাভ করেন [১]। যদিও সেমিতিক জাতির মধ্যে আরব্য ও

কাসগারের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ছিল। হিমালয়ের উত্তরে যে আর্য্যগণের বসতি ছিল, ইহাও তাহার একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ। See Muir's 'Sanskrit Texts', 1st Edition, Part II. pp. 336-337, and Note G. P. 478.

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে, প্লবঙ্গরাজ সুগ্রীব সীতান্বেষণ-নিয়োজিত বানরবর্গের সমক্ষে উত্তর দিকের পথ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া হিমালয়, কৈলাস (কিউন্‌লন?) প্রভৃতি পর্ব্বতের পর উত্তরকুরু জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই জনপদ বিবিধ ভোগ্য-বস্তু-সমন্বিত বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতীত হইতেছে, হিমালয়ের উত্তরে আর্য্যগণের অধিবাস ছিল।

বাল্মীকি-রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।
ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় দেখ।

পারসীকদিগের অবস্তা গ্রন্থের বেন্দিদাদ্ নামক পরিচ্ছেদে অহুরমজ্‌দ জরথুস্ত্রকে বলিতেছেন:—"আমি একটী সুখ-জনক দেশ সৃষ্টি করিয়াছি। এই দেশসৃষ্টির পূর্ব্বে কোন স্থানই বাসোপযোগী হয় নাই। যদি আমি এই দেশ সৃষ্টি না করিতাম তাহা হইলে সমুদয় প্রাণিগণকে ঐর্য্যনবএজো স্থানে যাইতে হইত।"

এ বিষয়ে অধ্যাপক হগ সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐর্য্যনবএজো প্রদেশেই আদৌ মানব জাতির বসতি ছিল। ইহার পূর্ব্বে আর কোন স্থানই মনুষ্য কর্ত্তৃক কর্ষিত ও অধ্যুষিত হয় নাই। শ্রীযুত স্পিগেল সাহেবের মতে অবস্তা লিখিত ঐর্য্যনবএজো প্রদেশ অক্সস্ ও জক্সারতেস্ নামক নদীদ্বয়ের উদ্ভব-ক্ষেত্র ইরাণ দেশীয় বিস্তৃত অধিত্যকা ভূমির পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ছিল।

[১] হিন্দু ও গ্রীকগণ যে একটী মূলজাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন,

ইহুদিগণ স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় ব্যাকরণসূত্রপ্রণালীর সমুৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ব্যাকরণবিজ্ঞানের নিদান-ভূত পদসাধন-বিষয়ে গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য আরিস্ত-তলের [৭] নিকট ঋণ-পাশে আবদ্ধ আছেন [৮]। ফলে হিন্দু ও গ্রীকজাতিই পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতির ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপদেষ্টা। ভাষাবিজ্ঞানের এই অংশ গ্রীস দেশ হইতেই ইউ-রোপের অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে। যে গ্রীক জাতি সমস্ত ইউরোপকে ব্যাকরণের উপদেশ দিয়াছেন, সেই গ্রীকগণকেই ভারতবর্ষীয় ব্যাকরণের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে স্বীয় আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে বেদ গান করিতেন। এই

পরস্পরের ভাষা-সাদৃশ্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুতূহলপর পাঠকগণ Bopp's 'Comparative Grammar,' Max Müller's 'Lectures on the Science of Languages' 1st and 2nd Series, 'History of Ancient Sanskrit Literature,' 'Chips from a German Workshop,' Vol. I. Prichard's 'Researches into Physical History of Mankind,' Muir's 'Sankrit Texts' Vol. II., Lassen's 'Indian Antiquities,' Schlegel's 'Origin of the Hindus.' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহার বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

[৭] আরিস্ততল, স্তেগ্রিয়া (Stagrya, others, Stageria,) নগরে খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। *Vide* 'Encyclopædia Britannica' Vol. II. pp. 286-287, and 'Penny Cyclopædia' Vol. II. pp. 332-336.

[৮] Müller's 'An. San. Literature'. p. 158.

উপগীয়মান বেদের স্বরগ্রামের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অবিশুদ্ধ স্বর-সংযোগ ও উচ্চারণ-বৈষম্য সঙ্ঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রনষ্টশক্তি মনে করিতেন [৯]। এই কল্পিত আশঙ্কা জাগরূক থাকাতে আর্য্যগণ বেদের উচ্চারণ-বিশুদ্ধতা রক্ষার্থ নিরতিশয় যত্নপর হইয়া ব্যাকরণ-জ্ঞানের তত্ত্ব উদ্ভাবনে প্রয়াসবান্ হয়েন [১০]। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের অনেক স্থলে, অক্ষর, পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ-প্রযুক্ত সংজ্ঞার উল্লেখ থাকাতে ইহার আভাস উপলক্ষিত হয় [১১]। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ী শাখার শতপথব্রাহ্মণে এক বচন, বহুবচন ও ছান্দোগ্যোপনিষদে স্বর, উষ্ম, স্পর্শ প্রভৃতি বর্ণবিভাজক সংজ্ঞার উল্লেখ আছে [১২]। পরন্তু সামবেদ

---

[৯] পলিনেসিয়াবাসীদিগের মধ্যেও ঠিক এইরূপ আত্ম-প্রত্যয় আছে। *Vide* Sir G. Grey's 'Polynesian Mythology.' p. 32.

[১০] কালক্রমে বেদসংহিতার বিভিন্ন শাখাস্থ স্বরগ্রামে উচ্চারণ-পদ্ধতি-জ্ঞাপক সূত্রসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রাতিশাখ্য নামে অভিহিত হয়। ইহা প্রস্তাবের স্থানান্তরে পরিব্যক্ত হইবে।

[১১] Weber's 'Indische Studien.' IV. p. 76.

[১২] "মা নো মিত্রো বরুণো অর্য্যমায়ুরিত্যেতৎ সূক্তমধ্রিগাবাবপতি চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোরিত্যুহৈকেহত্রতাং বঙ্ক্রীণাং পুরস্তাদ্দধতি নেদনায়তনে প্রণবং দধানেত্যথো নেদেকবচনেন বহুবচনং ব্যবায়ামেতি ন তথা কুর্য্যাৎ সার্দ্ধমেষ সূক্তমাবপেদুপ প্রাগাচ্ছসনং বাজ্যর্ব্বাপ প্রাগাৎ পরমং যৎ স ধস্থমিতি"। ১৮। ১৩। [৫। ১] শতপথ ব্রাহ্মণম্। White

সংহিতার মন্ত্রে মহর্ষিগণ ব্যাকরণ-নির্দ্দিষ্ট পদচতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়া আরাধ্য দেবতার স্তুতি করিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই [১৩]।

এইরূপে বেদ-বিহিত স্বরগ্রামের উচ্চারণ-প্রসঙ্গে ব্যাকরণের অনুশীলন আরম্ভ হইল। প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে ব্যাকরণ যখন বাল্যলীলা-তরঙ্গে দোলায়মান হইতে ছিল, তখন আর্য্যগণের মধ্যে উহা কিশোরভাব অতিক্রম করিয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ

Yajurveda, Vol, II. p. 990. Ed. by Dr. Albrecht Weber, Berlin.

[১৩] "সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব্ব উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্র ঁ্ যরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতি বক্ষতীত্যেনং ব্রূয়াৎ।" ৩।

"অথ যত্তেনমুষ্মস্বূপালভেত প্রজাপতি ঁ্ শরণং প্রপনোঽভূবং স ত্বা প্রতি বেক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াদথ যত্তেন ঁ্ স্পর্শেষূপালভেত মৃত্যু ঁ্ শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতি বক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ।" ৪।

"সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যা ইন্দ্রে বলং দদানীতি সর্ব্ব উষ্মাণোঽগ্রস্তা নিরস্তা বিবৃত্তা বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি সর্ব্বে স্পর্শা লেশেনাভিনিহিতা বক্তব্যা মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি।" ৫। ছান্দোগ্যোপনিষৎ। দ্বিতীয় প্রপাটক। ২২ খণ্ড।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২

[১৩] পাহি, নো অগ্ন! একয়া পাহ্যূ৩ত দ্বিতীয়য়া।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পাহি, গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জ্জাম্পতে! পাহি, চতসৃভির্বসো!॥

২। ৩৬।

শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়িভট্টাচার্য্য প্রকাশিত সামবেদসংহিতার কৌথুমী শাখার ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

করে। গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেতো [১৪] কেবল বাক্য সংযোজক নাম (সংজ্ঞা) ও ক্রিয়ার বিষয় অবগত ছিলেন। তৎশিষ্য আরিস্ততলের দর্শনশাস্ত্রোপযোগিনী ব্যাকরণ-বিজ্ঞতাও এই সংজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্রানুশীলনপ্রসঙ্গে তিনি আর কয়েকটী সংজ্ঞা ব্যাকরণে প্রবেশিত করেন। জিনোদোতসের [১৫] (Zenodotos) পূর্ব্বে সর্ব্বনামের অস্তিত্ব ছিল না, এবং আরিস্তারকসের [১৬] (Aristarchos) পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই উপসর্গের বিষয় পরিজ্ঞাত হয়েন নাই [১৭]।

এইরূপে ব্যাকরণজ্ঞানের অনতিপরিস্ফুটক্ষীণালোক যখন গ্রীসদেশে শনৈঃ শনৈঃ প্রসৃত হইতেছিল, তখন উহা আর্য্যাবর্ত্তবাসী মহর্ষিগণের নির্ম্মল প্রতিভাফলকে সংহত হইয়া পূর্ণাবস্থা পরিগ্রহ করে। প্লেতোর পূর্ব্ববর্ত্তী আপিশলি, গার্গ্য প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ ব্যাকরণে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা প্রদর্শন

---

[১৪] প্লেতো খ্রীঃ পূঃ ৪২৯ অব্দে মে মাসে জন্ম পরিগ্রহ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৪৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। Penny Cyclopædia Vol., XVIII. pp. 233-241.

[১৫] গ্রীক-ব্যাকরণবেত্তা জিনোদোতস্ খ্রীঃ পূঃ ২৮০ অব্দে টলেমীর রাজত্বসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। Penny Cyclopædia, Vol. XVII. p. 772.

[১৬] আরিস্তারকস্ খ্রীঃ পূঃ ১৫৮ অব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন। P. C., Vol. II. p. 332.

[১৭] Max Müller's 'History of Ancient Sanskrit Literature', p. 161.

করিয়াছেন। আপিশলিপ্রমুখ পণ্ডিতগণের পরবর্ত্তী মহর্ষি পাণিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি-সহকারে ব্যাকরণ-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন [১৮]। এই সময়ে জিনোদোতস্ প্রভৃতি ইউরোপের ব্যাকরণোপদেষ্টা পণ্ডিতগণ ভবিষ্যকাল-গর্ভে নিহিত ছিলেন। আরিস্ততল বচনের বিভিন্নতা গ্রীসদেশে প্রথমে প্রচার করেন, কিন্তু আমরা আরিস্ততলের পৌর্ব্বসাময়িক বেদের ব্রাহ্মণভাগে এবিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দেখিতে পাই। আরিস্ততল কারকের বিষয় অবগত ছিলেন না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সংস্কৃত ব্যাকরণে ষট্‌কারকের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছিল। যে আরিস্তারকস্ (Aristarchos) গ্রীসরাজ্যে উপসর্গের স্রষ্টা, সেই আরিস্তারকসের পূর্ব্বে মহর্ষি কাত্যায়ন স্বপ্রণীত প্রাতিশাখ্যে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ প্রভৃতি পদনির্দ্দেশক সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন [১৯]।

---

[১৮] আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মণ, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক এবং স্ফোটায়ন, এই কয়েকজন বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বসময়বর্ত্তী। ডাক্তর বোত্‌লিঙ্ক্‌ স্বপ্রকাশিত পাণিনি ব্যাকরণে ইঁহাদিগের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। *Vide* Dr. Otto Boehtlingk's Pāṇini, Vol. II. p. iii-v.

[১৯] "নামাখ্যাতমুপসর্গো নিপাতশ্চত্বার্যাহুঃ পদজাতানি শাব্দাঃ।
তন্নাম যেনাভিদধাতি সত্ত্বং তদাখ্যাতং যেন ভাবং স ধাতুঃ॥
প্রাভ্যা পরা নির্দুরনু ব্যপাপ সং পরি প্রতি ন্যত্যধি স্বদবাপি।
উপসর্গা বিংশতিরর্থবাচকাঃ সহেতরাভ্যামিতরে নিপাতাঃ॥
ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতমুপসর্গো বিশেষকৃৎ।
সত্ত্বাভিধায়কং নাম নিপাতঃ পাদপূরণঃ॥"
কাত্যায়ন—প্রাতিশাখ্য।

এইরূপে ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের যে অংশেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই অংশেই গ্রীকজাতি-অপেক্ষা হিন্দুজাতির প্রাচীনত্ব ও প্রাবীণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শাব্দিকশ্রেষ্ঠ মোক্ষমূলর গ্রীক-দার্শনিক স্বনামবিখ্যাত প্রোতাগোরাসকে[২০] (Protagoras) ব্যাকরণের লিঙ্গ-বিনির্ণয় বিষয়ে হিন্দুগণ-অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২১]। তাঁহার মতে প্রোতাগোরাসের পরবর্ত্তী পাণিনি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে ব্যাকরণসম্মত লিঙ্গনির্ণায়ক সূত্রসমূহ প্রচার করেন[২২]। আমরা এস্থলে প্রস্তাবিত বিষয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলাম। প্রোতাগোরাস পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী কি পারসাময়িক, যথাসময়ে তাহা উপন্যস্ত হইবে।

আমরা অতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের ব্যাকরণ জ্ঞানের প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিলাম। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি পাণিনিই আর্য্য বৈয়াকরণসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে পূজনীয় ও বরেণ্য। আপিশলি-প্রমুখ যে কতিপয় ব্যাকরণবেত্তা পাণিনির পূর্ব্বসময়বর্ত্তী ছিলেন, তাঁহারা কেহই পাণিনির ন্যায় প্রাধান্য প্রদর্শনে সমর্থ হয়েন নাই। ফলে ঋষিশ্রেষ্ঠ পাণিনিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া

---

[২০] প্রোতাগোরাসের আবির্ভাব-সময়-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে খ্রীঃ পূঃ ৪৭০ অব্দের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। Penny Cyclopædia, Vol. XIX. p. 55.

আবার কেহ কেহ বলেন, প্রোতাগোরাস্ খ্রীঃ পূঃ ৪০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। *Vide* Encyclopædia Britannica, Vol. XV. pp. 605-606.

[২১] Müller's 'Ancient Sanskrit Literature,' p. 163.

[২২] *Ibid.* p. 163.

নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। এই মহামনস্বী কোন্ সময়ে কোন্ দেশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে কোন পুস্তক বা প্রস্তরফলক-বিশেষে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এতদ্বিষয়ক সমুদয় সত্যই ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ঈদৃশ অনিশ্চিত বিষয়ের সত্যবিনির্ণয়, কালান্তরাগত ঘটনাপুঞ্জের বিচার-সাপেক্ষ। সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত-দিগের অনেকেই কেবল স্বকপোলকল্পিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাণিনির সময় নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ কেহ বা দুরবগাহ কূট-তর্ক-জালে স্ববক্তব্য বিষয় এমনই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহা হইতে প্রকৃত ঘটনার উন্নয়ন একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের একখানিও প্রকৃত ইতিহাস বিদ্যমান নাই। একজন হিরোদোতস বা জিনোফন ভারতের হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। ভারতের নিমিত্ত অতীত-সাক্ষিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ একটী এক্সোডাসও বিরচিত হইয়া ভবিষ্যবংশীয়গণের অন্ধতমসাচ্ছন্ন তর্কপথের আলোকবর্ত্তি হয় নাই। অতুল ভারতী কীর্ত্তি ভারতের সন্তান-গণের হস্তে পড়িয়া কেবল কল্পনাসুলভ অপ্রাকৃত বর্ণনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালের কি অচিন্তনীয় প্রভাব! নিয়তি-নেমির কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন! যে প্রাচীন ভারতবর্ষের মহিমা-প্রভাবে ইউরোপের এতাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সেই ভারতবর্ষ এক্ষণে জ্ঞানের জন্য লালায়িত হইয়া ইউরোপের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়া অমৃতলাভ-আশায় ভারত-মহিমার নিদান-ভূত সংস্কৃতশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতেছেন, ভারত নিশ্চেষ্টভাবে তাহা চাহিয়া দেখিতেছে। ভারতের শক্তি নাই, চেষ্টা নাই, জাতীয় জীবনের কোন চিহ্ন শরীরে বর্ত্তমান নাই।

অদ্য ভারত প্রমাদ-শয্যা-শায়িত হইয়া যোগনিদ্রাভিভূত অনন্তশায়ী ভগবান্ ভূতভাবনের ন্যায় মোহনিদ্রা অনুভব করিতেছে। স্বীয় অক্ষয়-ভাণ্ডার পরকরতলগত দেখিয়াও ইহার স্নিগ্ধ শোণিত ধমনীমধ্যে মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতেছে। বস্তুতঃই অদ্যতন ভারত সূত্রসঞ্চালিত ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জড়ভাবাপন্ন।

কিন্তু শাস্ত্রদর্শী ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে শত ধন্যবাদ। আমরা কেবল তাঁহাদিগের যুক্তি ও বিচারশক্তি-প্রভাবেই ভারতের অনেক অপরিজ্ঞেয়কল্প বিষয় জানিতে সমর্থ হইতেছি। এই শাস্ত্রবিশারদগণের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে এক্ষণে প্রাচীন ভারতে জীবনীশক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় পাণিনির কালনির্ণয় করিতে যাইয়া যদিও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্খলিতপদ হইয়াছেন, তথাপি কেহ কেহ সত্যপরায়ণতায় প্রণোদিত হইয়া স্বীয় অনন্যসাধারণ বিচারশক্তি-প্রভাবে এবিষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা যথাক্রমে যুক্তি ও প্রমাণ-সহকারে, এই পণ্ডিতগণের হেতুবাদের বৈধাবৈধতা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্তাবিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পাণিনি

তদীয় কাল-বিনির্ণয়

সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রেরমধ্যে মহর্ষি পাণিনি-প্রণীত গ্রন্থই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। যথানিয়মে এই গ্রন্থের আলোচনা করিলে পূর্ব্বতন সাহিত্য-সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও বৈষয়িক জ্ঞান প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ববিনির্ণয় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের উপর সম্যক্ নির্ভর করিতেছে। যে শব্দ-শাস্ত্রের মধ্যে পাণিনির এতদূর মর্য্যাদা, সেই সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র-কারগণই সূক্ষ্মরূপে পাণিনির কাল-বিনির্ণয় করিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলির ব্যাকরণ বিষয়ক অলৌকিক জ্ঞান অথবা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের দর্শনশাস্ত্র-প্রসারিণী অমানুষী বুদ্ধি প্রস্তাবিত বিষয়ে সমাকৃষ্ট হয় নাই। এরূপে হিন্দুজাতির গৌরবকর জ্যোতিষ্মৎরত্নের উদ্ভব ও বিলাস-ক্ষেত্রের পরীক্ষায় হিন্দুগণ বহুকাল হইতে নিরস্ত ছিলেন। ইহা অনল্পক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই।

ঋষি-প্রধান পাণিনির আবির্ভাবকাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে ইদানীন্তন শাস্ত্র-প্রবীণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতদ্বৈধ আছে। অধ্যাপক লাসেন ও বেবেরের মতে পাণিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধের

পরসময়বর্ত্তী [২৩]। বেবের আবার সমধিক পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন করিতে যাইয়া চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙ্গের মতানুসারে পাণিনির দুটী অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাণিনির শেষ আবির্ভাবের সময় খ্রীষ্টীয় ১৪০ অব্দ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে [২৪]। আমরা বেবেরের এই মতকে শতহস্ত দূর হইতে প্রণাম করিয়া মতান্তরের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শাব্দিক-শ্রেষ্ঠ মোক্ষমূলর প্রস্তাবিত বিষয়প্রসঙ্গে বিভিন্নস্থলে বিভিন্নমত বিন্যস্ত করিয়াছেন। বিষয়ান্তরাগত অবান্তর ঘটনা-পরম্পরায় তাঁহার উদ্দিষ্ট বিষয় এমনই সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, তৎসমুদয়কে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্তক্ষেত্রে উপনীত হইতে হইলে নিশ্চয়ই স্খলিতপদ হইতে হয়। মোক্ষমূলর-প্রদর্শিত মতসমূহের সার নিষ্কর্ষ করিলে আমাদিগের ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, সূত্রকার পাণিনি বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সমসাময়িক। মোক্ষমূলর খ্রীঃ পূঃ সার্দ্ধ ত্রিশত অব্দ কাত্যায়ন-বররুচির আবির্ভাব-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি আমরা তৎপ্রদর্শিত মতের মর্ম্মগ্রাহী হইয়া থাকি, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার মতে মহর্ষি পাণিনিও ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন [২৫]। মোক্ষমূলর, কাশ্মীর-

---

[২৩] Lassen's 'Indische Alterthumskunde,' Vol. I. Second Edition. p. 864.

Weber's 'Indische Studien,' V, 136 ff.

[২৪] Müller's 'An. San. Literature,' p. 305.

[২৫] মোক্ষমূলরের চরমসিদ্ধান্ত কি, তাহা আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থির করিতে পারিলাম না। এতন্নিবন্ধন বাধ্য হইয়া সহৃদয়গণের

নিবাসী সোমদেব ভট্ট-সংগৃহীত বৃহৎকথানুসারে প্রস্তাবিত বিষয়ের সময়-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথিত আছে, পূর্ব্বে

বিবেচনার্থ প্রস্তাবিত বিষয়-সংক্রান্ত বাক্যগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন, "কাত্যায়ন, পাণিনির সমালোচক ও সমকালীন ব্যক্তি।" (An. San. Lit., p. 138.) "যদি পাণিনি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে * বর্ত্তমান থাকেন।" (Ibid. p. 245.) "প্রাচীন কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির সমকালীন ব্যক্তি।" (Ibid. p. 303.) "পাণিনির মূল ও কাত্যায়ন-প্রণীত অতিরিক্ত সূত্র খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে আমরা অধিক ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইব না।" (Ibid. p. 244.) "যদি কাত্যায়ন ও পাণিনির আবির্ভাবের সময় এক না হয়" ইত্যাদি (Ibid. p. 184.) এস্থলে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মোক্ষমূলর পাণিনি ও কাত্যায়নকে এক সময়ের লোক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। "যদি অশ্বলায়ন পাণিনির সমকালীন অথবা অন্ততঃ অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমিত হইতে পারেন" ইত্যাদি (Ibid. pp. 44, 45.) "আমাদিগকে অবশ্য এই পাঁচ জন শিক্ষক ও ছাত্রের পারম্পর্য্য স্বীকার করিতে হইবে, যথা—প্রথম শৌনক, দ্বিতীয় অশ্বলায়ন, তৃতীয় কাত্যায়ন, চতুর্থ পতঞ্জলি, ও পঞ্চম বেদব্যাস।" (Ibid. p. 239.) "এই সকল লক্ষণানুসারে সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, শৌনক ও কাত্যায়নের পারম্পর্য্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠ এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী।" (Ibid. p. 230.) এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মোক্ষমূলর-প্রণীত পুস্তকের ৪৫ ও ২৩৯ পৃষ্ঠানুসারে যদি অশ্বলায়ন, পাণিনি ও

---

* মোক্ষমূলর ইহাই কাত্যায়নের আবির্ভাব-সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *Vide* An. San. Lit., pp. 242, 243.

কাত্যায়ন মুনি বৃহৎকথা নামে একখানি সপ্তলক্ষশ্লোকাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া কাণভূতিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন[২৬]। পরে সোমদেব ভট্ট খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অনন্ত-পত্নী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদনার্থ উহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া কথাসরিৎসাগর নামক আখ্যায়িকা প্রচারিত করেন[২৭]। এই কথাসরিৎসাগরের

শৌনকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হয়েন, তবে পাণিনি ও শৌনক অবশ্যই সমসাময়িক বলিয়া পরিগণিত হইবেন; এবং যদি ২৩০ পৃষ্ঠানুসারে শৌনক কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়েন, তবে পাণিনিও অবশ্যই কাত্যায়নের পৌর্ব্ব-সাময়িক হইবেন। মোক্ষমূলরের বাক্য এইরূপ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-বিরুদ্ধ হওয়াতে আমরা তাঁহার বৃহৎ-কথানুসারী প্রথমোক্ত মতকেই (অর্থাৎ কাত্যায়ন, পাণিনির সমসাময়িক) সিদ্ধান্ত-স্বরূপ স্থির করিয়া লইলাম। Comp: Goldstücker's Pānini, pp. 80, 81.

[২৬] অনেকে আবার গুণাঢ্যকে বৃহৎকথার রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যথা—

"বৃহৎকথা ভূতভাষাখ্যো গ্রন্থভেদঃ। গুণাঢ্যস্তৎকর্ত্তা।
ভূতভাষাপ্রণেতাসৌ গুণাঢ্যঃ কবিরুচ্যতে।"
(বাসবদত্তাটীকায় নরসিংহবৈদ্যধৃত বাক্য।)
"ভূতভাষাকবিবুধো গুণাঢ্যশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ।"
উত্তর তন্ত্র।

(হল্ সাহেব-প্রকাশিত বাসবদত্তা-ভূমিকার ২২ পৃষ্ঠা দেখ।)

উপন্যাস অনুসারে মলয়বান্ নামক পুষ্পদন্তের জনৈক বন্ধু ও পুষ্পদন্তের ন্যায় শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, এবং প্রতিষ্ঠান নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া গুণাঢ্যনামে অভিহিত হয়েন। See Wilson's 'Essays on Sanskrit Literature,' Vol. I, p. 162.

[২৭] অধ্যাপক উইলসনের মতে কথাসরিৎসাগর খ্রীষ্টীয় ১০৮৮ অব্দে সোমদেব-কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। (Wilson's 'Essays on San. Lit.'

একস্থলে লিখিত আছে, পুষ্পদন্তনামক মহাদেবের জনৈক অনুচর গৌরীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক কাত্যায়ন বররুচি নামে বৎস-রাজধানী কৌশাম্বী নগরীতে সোমদত্তনামা ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরে এই আকাশবাণী হয় যে, "এই বালক শ্রুতিধর হইবে, এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে সমস্ত বিদ্যালাভ করিবে। ব্যাকরণশাস্ত্রে ইহার আত্যন্তিক ব্যুৎপত্তি জন্মিবে, এবং সমুদয় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্মিবে বলিয়া বররুচিনামে অভিহিত হইবে [২৮]।" মোক্ষমূলরের উদ্ধৃত কিম্বদন্তী অনুসারে বাল্যকালাবধি এই কাত্যায়নের অসীম বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল। একদা তিনি কোন নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মাতৃসমীপে সেই নাটক আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং উপনয়নের

Vol. II, p. 112.) কিন্তু অন্য স্থলে তিনি আবুল ফাজেলের নির্দ্দেশানুসারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কথাসরিৎসাগর খ্রীষ্টীয় ১০৫৯ ও ১০৭১ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অথবা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। (Wilson's 'Essays on San. Lit.' Vol. I, p. 159) ডাক্তার ব্রোখস্ স্বপ্রকাশিত কথাসরিৎসাগরের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, সোমদেব ভট্ট খ্রীষ্টীয় ১১২৫ অব্দের কিছু পরে বর্ত্তমান ছিলেন। Dr. Hermann Brockhaus's 'Katha Sarit Sagara,' Vol. I. Preface, p. VIII.

[২৮] "একশ্রুতিধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদপাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥
নাম্না বররুচির্লোকে যত্তদস্মৈ হি রোচতে।
যদ্ যদ্ বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগুপারমৎ॥"

পূর্ব্বে ব্যাড়িপ্রমুখাৎ প্রাতিশাখ্য-বিশেষ শ্রবণ করিয়া তাহা সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন অবশেষে বর্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক নানাশাস্ত্রে প্রাবীণ্য লাভ করিয়া বৈয়াকরণিক তর্কে পাণিনিকে পরাভূত করেন। পরিশেষে মহাদেবের বিশিষ্ট অনুগ্রহে বিজয়লক্ষ্মী পাণিনির অঙ্কশায়িনী হয়েন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত পাণিনি-প্রণীত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও সংশোধিত করেন। এই কাত্যায়ন অবশেষে মগধরাজ নন্দের মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

মোক্ষমূলর এই আখ্যায়িকার সারাংশ উপন্যস্ত করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদিও সোমদেবের উপকথামূলক গ্রন্থ-ব্যবস্থাপিত ঐতিহাসিক ও সময়নিরূপণ-সম্বন্ধীয় সত্য যাথার্থ্য-প্রতিপাদক নহে, তথাপি ইতিহাস-ক্ষেত্র-পরিচিত মগধাধিপ নন্দের নাম কাত্যায়নের উপাখ্যান-সংসৃষ্ট হওয়াতে আমরা অনায়াসে তদীয় আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারি। নন্দ, সুবিশ্রুতনামা চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে মগধরাজ্যের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে সোম-দেবের নির্দ্দেশানুসারে কাত্যায়ন, খ্রীঃ পূঃ সার্দ্ধ ত্রিশত অব্দের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর ব্রাহ্মণ-বর্ণিত কিম্বদন্তী যখন বিখ্যাত বৈয়াকরণ কাত্যায়ন ও পাণিনিকে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সহিত সন্নিবদ্ধ করিয়াছে, তখন ইউরোপীয় মতানুসারে আমরা ইহা অবশ্যই খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরার্দ্ধে নিবেশিত করিতে পারি[২১]।

[২১] An. San. Lit., pp. 242-243.

মোক্ষমূলরের প্রদর্শিত যুক্তির বলাবল পরীক্ষার অগ্রে আমরা তদুদ্ধৃত আখ্যায়িকার সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মোক্ষমূলর সোমদেবের এই আখ্যায়িকা অনেকাংশে রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগরের চতুর্থ অধ্যায়ে এই গল্পটী অন্য প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই স্থলে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কাত্যায়ন বররুচি কাণভূতির নিকট উপকোশার সহিত আপনার বিবাহের পরবর্ত্তী ঘটনা এইরূপ বিবৃত করিতেছেন,—"বর্ষের (উপবর্ষ) ছাত্রগণের মধ্যে পাণিনি নামে একজন অতি স্থূলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বালক ছিল। এই বালক বিদ্যাভ্যাসে অপারগ হওয়াতে স্বশ্রেণী হইতে তাড়িত হয়। এতন্নিবন্ধন পাণিনি আপনাকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া হিমাদ্রিতে গমনপূর্ব্বক বিদ্যালাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে। মহাদেব এই দুশ্চর তপে সন্তুষ্ট হইয়া পাণিনিকে সমস্ত বিদ্যার নিধি স্বরূপ একখানি ব্যাকরণ অর্পণ করেন। পাণিনি, এইরূপে সফল-মনোরথ হইয়া প্রকাশ্য বিচারে আমাদিগকে আহ্বান করে। সপ্তাহ কালপর্য্যন্ত আমাদিগের এই বিচার হয়। অষ্টম দিবসে একটী ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইয়া আমাকে এবং আমার সহযোগিবর্গকে হতবুদ্ধি ও বিচার্য্য বিষয়ে দিশাহারা করিয়া ফেলে। সুতরাং বিজয়শ্রী পাণিনির পক্ষ আশ্রয় করেন। এই সময় হইতে পাণিনির ব্যাকরণ, আমার ও ইন্দ্রদত্ত প্রভৃতির ব্যাকরণের গুণাতিক্রম করে, এবং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া পাণিনির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয় [৩০]।"

---

৩০ Wilson's 'Essays on Sanskrit Literature,' Vol. I, pp. 169-170.

প্রস্তাবিত বিষয়-সম্বন্ধে অধ্যাপক বোত্‌লিঙ্কের গবেষণা-প্রসারিণী অভিজ্ঞতাও এই সোমদেব ভট্টের আখ্যায়িকার উপর ব্যবস্থাপিত। বোত্‌লিঙ্ক্‌ এতদনুসারে খ্রীঃ পূঃ সার্দ্ধ ত্রিশত অব্দ, পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাবকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে যুক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চরম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, মোক্ষমূলর তাহার অনুসরণ করেন নাই। বোত্‌লিঙ্ক ইউরোপীয় গবেষণাসুলভ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যে অদ্ভুত যুক্তি ও বিচারশক্তিদ্বারা স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন তাহার সারাংশ এই ঃ—"রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীর দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, চন্দ্র এবং অন্যান্য ব্যাকরণ-প্রণেতৃগণকে অভিমন্যু পতঞ্জলির মহাভাষ্য স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে আদেশ করেন। এই অভিমন্যু (যাঁহার রাজত্বকালে চন্দ্র প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ বর্ত্তমান ছিলেন) খ্রীষ্টের শত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে চন্দ্র কর্ত্তৃক পতঞ্জলির মহাভাষ্য কাশ্মীর দেশে প্রচারিত হয়। সুতরাং সমীচীনতা-সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, ইহার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৫০ অব্দে পাণিনি-সূত্রের এই মহাভাষ্য বিরচিত হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা পতঞ্জলি ও পাণিনির মধ্যবর্ত্তী তিন জন ব্যাকরণ-রচয়িতার নাম (কাত্যায়ন, পরিভাষাকার, ও কারিকারচয়িতা) দেখিতে পাইতেছি। খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে উপনীত হইবার জন্য ইঁহাদিগের প্রত্যেক দ্বিতীয়ের মধ্যে পঞ্চাশৎবৎসর ধরা উচিত।

ইহার সহিত আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর-নির্দ্দিষ্ট আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য আছে। Vide Goldstücker's Pāṇini, P. 84-85.

এরূপ হইলেই আমরা কথাসরিৎসাগর-নির্দ্দিষ্ট পাণিনির সময় (খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ অব্দ) অবধারণ করিতে পারি।”৩১

আমরা এই কচ্ছ-নিঃসার পাণ্ডিত্যে সম্পূর্ণ অনাদর প্রদর্শন করিতেছি। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর জনৈক ভারতবর্ষীয়ের উপন্যস্ত কিংবদন্তীতে ইদানীন্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যালোক-সম্পন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে এইরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে দেখিয়া সকলেই অনল্প বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। বিধাতা যদি সোমদেবকে সাধারণ মর্ত্ত্যগণ অপেক্ষা বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে তিনি অদ্য ইউরোপীয় মতানুসারে স্বীয় উপন্যাসকে ঐতিহাসিক নিদর্শনের সম্মানিত পদে সমাসীন দেখিয়া অবশ্যই এই বিস্ময়ের অংশভাগী হইতেন। যে কোন কারণেই হউক, ইউরোপীয় সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণকে একজন বিগতকাল-গর্ভশায়ী ভারতবর্ষীয়ের প্রতি এইরূপ আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে দেখিলে আমাদিগের হৃদয়ে যুগপৎ অভিমান ও আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে এই অন্ধভক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইতেছে। ইউরোপীয় মতানুসারে যাহা প্রামাণিক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, একজন ক্ষুদ্রমতি ভারতবর্ষীয়ের—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর মতানুসারে তাহা কিরূপ প্রতিপন্ন হয়, তদ্বিষয়ের বিচারভার সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণকে গ্রহণ করিতে বিনয়সহকারে অনুরোধ করিতেছি।

বঙ্গ-প্রসূত লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ পাণিনির কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে চপলতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

---

৩১ Vide Otto Boehtlingk's Pāṇini, P. XIV-XVIII.

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতে, ব্যাড়ি (ব্যালি), পাণিনি ও কাত্যায়ন এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।[৩২] তদীয় মত-পরিপোষণী যুক্তি মোক্ষমূলরের ন্যায় সোমদেবের উপকথার অনুসারিণী। সুতরাং তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রদর্শিত মতের স্বতন্ত্র বিচারের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে না। কোন লেখক স্বীয় পুচ্ছগ্রাহিতাদোষপরিহার-ব্যপদেশে সমধিক প্রাবীণ্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।[৩৩] ইহার কোনটীই প্রমাণ ও যুক্তি-দ্বারা দৃঢ়তর করা হয় নাই। আমাদিগের হৃদয় এইরূপ পাণ্ডিত্যের সারগর্ভতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং আমরা এবিষয়ে লেখনীর ব্যায়ামক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া বোত্‌লিঙ্ক্‌ ও মোক্ষমূলর-প্রদর্শিত যুক্তির বৈধাবৈধতা বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মোক্ষমূলর বোত্‌লিঙ্কের সহিত ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোত্‌লিঙ্ক্‌ স্বমত নিরবলম্বনে না রাখিয়া যে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও যথাস্থলে উপন্যস্ত হইয়াছে। এই যুক্তি-সম্মত প্রমাণ যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক তাহা মোক্ষমূলরই স্বয়ং প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বোত্‌লিঙ্ক্‌ কাশ্মীর-রাজ অভিমন্যুর যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতদ্বৈধ আছে। বোত্‌লিঙ্কের মতে অভিমন্যু খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রদর্শী লাসেন্

---

[৩২] শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতিপ্রকাশিত সিদ্ধান্তকৌমুদীর "পাণিনীয়াগমকালাদিনির্ণয়" প্রস্তাব দেখুন।

[৩৩] আর্য্যদর্শন। প্রথম খণ্ড। দশম সংখ্যা।

প্রাচীনতম মুদ্রাসমূহ পরীক্ষা করিয়া খ্রীষ্টীয় ৪০ ও ৬৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময় অভিমন্যুর রাজত্বকাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[৩৪] আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর ও অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতে ইহাই যাথার্থ্য-প্রতিপাদক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।[৩৫] সুতরাং বোত্‌-লিঙ্কের কষ্ট-কল্পনামূলক প্রমাণ যে সমীচীন নহে তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে। মোক্ষমূলর বোত্‌লিঙ্ক-প্রদর্শিত প্রমাণ খণ্ডন করিয়াও স্বমত-সমর্থন জন্য লিখিয়াছেন, "খ্রীষ্টীয় প্রথমশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য এতদূর প্রচরদ্রূপ হইয়া উঠে যে, উহা রাজকীয় আদেশানুসারে কাশ্মীরদেশে নীত হয়, তখন পাণিনি-প্রণীত মূলসূত্র ও কাত্যায়ন-প্রণীত তাহার বার্ত্তিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় আমরা অধিক ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইব না।"[৩৬]

কাত্যায়ন; অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের বার্ত্তিক প্রণয়ন কালে, অনেক স্থলে পাণিনির ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তৎসমুদয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে সংশোধিত করিয়াছেন। মোক্ষমূলরের উদ্ধৃত সোমদেবের কথার সহিত ইহার বিশিষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। এই কাত্যায়ন আবার মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্যের প্রণেতা। এদিকে ব্যাড়িও (ব্যালি) একজন বৈয়াকরণ। পাণিনির সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধও নিবদ্ধ আছে। সোমদেব-সংগৃহীত উপকথা, যখন পরস্পর সম্বন্ধ-নিবদ্ধ এই বৈয়াকরণ-ত্রিতয়কে মগধরাজ সুপ্রসিদ্ধ নন্দের

---

৩৪ Indian Antiquities, Vol. II. P. 413.

৩৫ Goldstücker's Pāṇini. P. 85-86, Müller's 'An. San. Lit,' P. 243.

৩৬ Müller's 'An. San. Lit..,' P. 243-244.

সহিত এক সময়ে সন্নিবেশিত করিয়াছে, তখন মোক্ষমূলর ইতস্ততঃ না করিয়া তিন জনকেই সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ প্রমাদ তাঁহার একদেশ-দর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

মোক্ষমূলর স্থান-বিশেষে কাত্যায়নকে পাণিনির সম্পাদক ও সমালোচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৩৭] তাঁহার মতে কাত্যায়ন-প্রণীত বার্ত্তিক পাণিনির অতিরিক্ত সূত্রসংগ্রহ মাত্র। পাণিনি-প্রণীত গ্রন্থ অপেক্ষাও এই অতিরিক্ত সূত্রে সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞতার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩৮] যাহা হউক, কাত্যায়নের বার্ত্তিক বস্তুতঃ পাণিনি-সূত্রের সমালোচনা মাত্র। নাগোজী ভট্ট বার্ত্তিকের সংজ্ঞানির্দ্দেশ স্থলে বলিয়াছেন, পাণিনির সূত্রের অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়ের সহজবোধসম্পাদনার্থ সমালোচনকে বার্ত্তিক কহে।[৩৯] কাত্যায়ন পাণিনীয় সূত্রের সমর্থন বা পোষকতার জন্য স্ববার্ত্তিক প্রণয়ন করেন নাই। প্রত্যুত দোষোদ্ঘাটন করিয়া পাণিনিকে সাধারণ্যে নিন্দনীয় ও অপদস্থ করিবার জন্যই তাঁহার বার্ত্তিক প্রণীত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ যতক্ষণ না কাত্যায়নের মন পরিতৃপ্ত হইয়াছে, ততক্ষণ তিনি পাণিনির দোষ-প্রদর্শনে বিরত হয়েন নাই। তিনি কোন কোন স্থলে পাণিনিকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়াও স্বীয় জিগীষা ও কলহলিপ্সার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[৪০] সুতরাং

---

৩৭ 'An. San. Lit.,' P. 138, 353.

৩৮ Ibid P. 241.

৩৯ "বার্ত্তিকমিতি। সূত্রেঽনুক্ত-দুরুক্ত-চিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বম্।" নাগোজী-ভট্ট-কৃত কৈয়ট-টীকা।

৪০ এবিষয়ে একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, পাণিনি ৪।৩। ১১৬ সংখ্যক সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের কৃত

কাত্যায়ন যে পাণিনির একজন মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী, তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। পাণিনির দোষ-প্রদর্শনার্থ কাত্যায়নকে যে প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাত্যায়ন পাণিনি-প্রণীত ৩৯৯২ কিংবা ৩৯৯৩ সূত্রের মধ্যে সার্দ্ধেক-

---

গ্রন্থ বুঝাইতে সেই ব্যক্তির উত্তর অণ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা; 'বররুচিনা কৃতো বাররুচো গ্রন্থঃ।' বররুচি প্রণীত গ্রন্থ বাররুচ। কাত্যায়ন এস্থলে মাক্ষিক (মক্ষিকাভিঃ কৃতং মাক্ষিকং মধু, মক্ষিকাকৃত মধু) শব্দ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, অগ্রন্থার্থেও অণ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং পাণিনির উক্ত সূত্রটী অব্যাপ্তি-দোষাঘ্রাত হইয়াছে। কিন্তু পাণিনি পরবর্ত্তী সূত্রে যে মাক্ষিক, ক্ষৌদ্র, সারঘ, পৌত্তিক প্রভৃতি পদের সাধন-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, * কাত্যায়ন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। বোধ হয় তিনি "কৃতে গ্রন্থে সংজ্ঞায়াম্" এক সূত্র মনে করিয়াই পাণিনিকে এইরূপ আক্রমণ করিয়াছেন। পতঞ্জলি কাত্যায়নের এই একদেশদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া "কৃতে গ্রন্থে" ও "সংজ্ঞায়াম্" এই সূত্রদ্বয়ের পার্থক্য স্বীকারপূর্ব্বক বিশিষ্ট ধীরতা-সহকারে পাণিনির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।†

---

* ৪।৩।১১৭ সংজ্ঞায়াম্। সিদ্ধান্তকৌমুদী :—তেনেত্যেব। অগ্রন্থার্থমিদম্। মক্ষিকাভিঃ কৃতম্ মাক্ষিকম্ মধু।

† ৪।৩।১৬ কৃতে গ্রন্থে। বার্ত্তিক :—কৃতে গ্রন্থে মক্ষিকাদিভ্যোঽকৃতগ্রন্থ ইত্যত্র মক্ষিকাদিভ্যোঽণ্ বক্তব্যঃ। মক্ষিকাভিঃ কৃতং মাক্ষিকং। তদ্বিশেষেভ্যশ্চ।

ভাষ্যঃ :—তদ্বিশেষেভ্যশ্চাণ্ বক্তব্যঃ। সরঘাভিঃ কৃতং সারঘং। গার্মুতং। পৌত্তিকং। স তর্হি বক্তব্যঃ। ন বক্তব্যঃ। যোগবিভাগাৎ সিদ্ধম্। যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। কৃতে গ্রন্থে। ততঃ সংজ্ঞায়াম্। সংজ্ঞায়াঞ্চৈতেন কৃত ইত্যেতস্মিন্নর্থে যথাবিহিতং প্রত্যয়ো ভবতি। সরঘাভিঃ কৃতং সারঘম্। পৌত্তিকম্। ততঃ কুলালাদিভ্যো বুঙ্ সংজ্ঞায়ামিত্যেব।

সহস্র অপেক্ষাও অধিক সূত্রে ভ্রম প্রদর্শন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন চারি সহস্র বার্ত্তিক বিরচিত হইয়াছে। এই চারি সহস্র বার্ত্তিকের মধ্যে আবার ন্যূনতঃ দশ সহস্র বিশেষ স্থল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে গ্রন্থ এরূপ দোষ-দুষ্ট, যাহাতে দশ সহস্র পরিমিত ভ্রম বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে গ্রন্থ কি প্রকারে এত সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া উঠিল? যদি এক জন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি কখনই পূজ্যপাদ আচার্য্য বলিয়া সাধারণ্যে সম্মানিত হইতে পারেন না। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, পাণিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অনেক স্থলে অনেক প্রচলিত শব্দের অপ্রচলিত অর্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাত্যায়ন অঙ্গুলিক্ষেপপূর্ব্বক তৎসমুদয় প্রদর্শন করিয়া প্রচলিত অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি শব্দের অর্থ-পরিগ্রহে সমর্থ নহেন, তিনি কখনই শব্দশাস্ত্রের অঙ্গবিশেষ-প্রণয়নে সাহসী হইতে পারেন না। এরূপ হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অপদস্থ ও হতমান হইতে হয়। পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক হইলে লোকে কখনও পাণিনির নামোচ্চারণ করিতে চলজ্জিহ্ব হইত না। প্রত্যুত সমুচিত ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক কাত্যায়নকেই অনন্যসাধারণ-জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া সম্মান করিত। মনে করুন, ডিত্থ ও ডবিত্থ নামে দুই জন ব্যক্তি এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন। উভয়েই এক শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিয়া সেই শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হইয়া উঠেন। অবলম্বিত শাস্ত্রে উভয়েরই ব্যুৎপত্তি জন্মে। তন্মধ্যে ডিত্থ আপনাকে জনসমাজে সম্মানিত করিবার জন্য অধীত-শাস্ত্র-সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারিত করেন। ডবিত্থ দেখিলেন ডিত্থ-প্রণীত গ্রন্থ সম্পূর্ণ

ও প্রমাদ-শূন্য হয় নাই। উহাতে অনেক বিষয়ের অনুল্লেখ আছে। যে যে শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাও অনেক স্থলে অপ্রযুক্ততা ও নিহতার্থতা প্রভৃতি দোষে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এতন্নিবন্ধন তিনি ডিত্থ-প্রণীত গ্রন্থের দোষসংশোধন ও শব্দসমূহের প্রচলিত অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এরূপ স্থলে ভবিষ্যবংশীয়ের নিকট কে অধিক শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন বলিয়া পরিগৃহীত হইবেন? ডিত্থ যখন ডবিত্থের সমসাময়িক হইয়াও স্বপ্রয়োজিত শব্দসমূহের যথার্থ অর্থ পরিগ্রহে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি অবশ্যই ডবিত্থ অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ও নিম্ন পদের লোক বলিয়া সাধারণ্যে স্বীকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কাত্যায়ন ও পাণিনির সম্বন্ধে এবিষয়ে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। যদিও কোন স্থলে ইদানীন্তন মতের সহিত কাত্যায়ন-কৃত পাণিনি-সমালোচনের ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি কেহই মহর্ষি পাণিনির প্রাধান্য ও প্রাবীণ্যের অপহ্নবে সম্মত নহেন। পাণিনি যে সকল সূত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র পৃথিবী অদ্যাপি বিস্ময়মিশ্র ভক্তি-সহকারে তাহার গুণগান করিতেছে। অদ্যাপি নির্জ্জীব ভারত পাণিনির নিমিত্ত সমুদয় সভ্য জাতির সমীপে অতুল কীর্ত্তিক্ষেত্র বলিয়া সম্মান ও আদর-সহকারে পরিগৃহীত হইতেছে। এইরূপ বিশ্বজনীন সম্ভ্রম এবং গৌরবের আস্পদ হওয়া অল্প শক্তি ও অল্প গুণের পরিচায়ক নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে মহামহোপাধ্যায় পাণিনির এই উচ্ছ্রিত গৌরব-স্তম্ভ অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। বার্ত্তিককারের পুনঃ পুনঃ ভীষণ আক্রমণেও বিগতকাল-প্রসূত বিপ্লব-পরম্পরায় ইহা অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই এবং উৎপৎস্যমান গ্রন্থের অট্টহাস্যেও ইহার প্রাধান্য কখন অপহ্নুত হইবে না।

কেবল ইদানীন্তন অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ই যে পাণিনিকে সমধিক শ্রদ্ধা ও আদর-সহকারে গ্রহণ করিতেছেন, তাহা নহে; বিগত-কাল-গর্ভ-নিহিত ভারত-প্রসূত বৈয়াকরণ-ব্যূহের মধ্যেও অনেকে ঋষিপুঙ্গব পাণিনির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কেহ পাণিনিকে আচার্য্য, কেহ বেদপুরুষ, কেহ বা ভূতভাবন ভবানীপতির অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই[৪১]। সূক্ষ্ম-দর্শী পণ্ডিতগণ যখন তার স্বরে পাণিনির এইরূপ গুণগান করিয়া গিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহাকে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ ও অসাধারণ ব্যাকরণবেত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পাণিনি যদি স্বপ্রণীত গ্রন্থে স্থূল-দর্শিতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই এইরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়া সাধারণ্যে পূজিত হইতে পারিতেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে, পাণিনি ও কাত্যায়ন এক সময়ে বিশ্ব-সংসারে অবতীর্ণ হয়েন নাই। উভয়েই এরূপ বিভিন্ন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন যে, উভয়ের আবির্ভাব-কাল-গত প্রচলিত শব্দসমূহ বিভিন্নার্থদ্যোতক হইয়া উঠে। এরূপ না

---

৪১ "পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাকারস্থস্যাতো লোপো ভবতীতি।"

"পশ্যতি ত্বাচার্য্যো ন ব্যঞ্জনস্য গুণো ভবতীতি।"

"পশ্যতি ত্বাচার্য্যঃ স্থানিবদাদেশো ভবতীতি।"

ডাক্তার বালাণ্টাইন-মুদ্রিত পাতঞ্জল-মহাভাষ্যের ১৪৫, ২৪৬ ও ৬১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

"সূত্রকারো মহেশ্বরঃ। বেদপুরুষো বা।"

"শিবো বেদপুরুষো বাত্রাচার্য্যঃ।"

নাগোজী ভট্ট।

হইলে উভয়ের নির্দ্দিষ্ট অর্থসমূহের এত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইত না।

আচার্য্য গোল্ড্ষ্টুকর পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাব-সময়ের বিভিন্নতা সমর্থন করিতে যাইয়া কয়েকটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহাদের সারবত্তায় বিমোহিত হইয়া এইস্থলেই সেই সকল যথাযথ উপন্যস্ত করিলাম ঃ—

১ম। পাণিনির সময়ে যে সমস্ত ব্যাকরণের নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত অথবা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

২য়। কাত্যায়নের সময়ে শব্দসমূহ যে যে অর্থদ্যোতক ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

৩য়। পাণিনি-প্রযুক্ত শব্দার্থসমূহ কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ছিল।

৪র্থ। কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না।

গোল্ড্ষ্টুকর তর্ক-শাস্ত্রানুমোদিত পথের অনুসরণপূর্ব্বক একটী মূল যুক্তিকেই চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার এই যুক্তি-চতুষ্টয়ের সার নিষ্কর্ষ করিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, পাণিনি ও কাত্যায়ন এরূপ বিভিন্ন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন যে, শব্দশাস্ত্রের যে যে অংশ পাণিনির সময়ে প্রচরদ্রূপ ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত এবং যাহা পাণিনির সময়ে অপরিজ্ঞাত তাহা কাত্যায়-নের সময়ে প্রচলিত হইয়া উঠে। এই যুক্তিটী সান্দ্রতিমির-গর্ভগৃহে অনতিপরিস্ফুট দীপ-শিখার ন্যায় কথঞ্চিৎ অনুসন্ধেয় পদার্থ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইতেছে; এবং যন্নিবন্ধন পাণিনির উচ্ছ্রিত

গৌরব-স্তম্ভ অন্তঃশত্রুর ভীষণ আক্রমণেও বিচলিত না হইয়া অদ্যাপি অপ্রতিহত ও অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান রহিয়াছে, এই যুক্তি তাহাও সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছে। পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক হইলে কখনও এরূপ বৈসাদৃশ্য সঙ্ঘটিত হইত না, এবং পাণিনিও কখনও সামাজিক-সমাজে ঈশ্বরানুগৃহীত ঋষি বলিয়া পরিগৃহীত ও পূজিত হইতেন না।

গোল্‌ড্‌ষ্টুকর যে যুক্তিচতুষ্টয়ের আশ্রয়গ্রাহী হইয়া তর্ক-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার দৃঢ়তাপ্রতিপাদক অনেক উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রস্তাবের অনুচিত পল্লবিতত্ব-দোষ-পরিহারার্থ কতিপয় স্থূলদৃষ্টান্ত-সহ উহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১ম। পাণিনির সময়ে যে সমস্ত ব্যাকরণের নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত অথবা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

পাণিনি, সপ্তম অধ্যায়স্থ প্রথম পাদের পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ডতর ও ডতম-প্রত্যয়ান্ত, এবং অন্য, অন্যতর ও ইতর এই পঞ্চ সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে অদ্‌ হইবে। যথা,—কতরদ্‌, কতমদ্‌, অন্যদ্‌ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি আবার ইহার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী একটী বিশেষসূত্রে এই বিধান করিয়াছেন যে, কেবল বৈদিক প্রক্রিয়া স্থলেই উল্লিখিত দুই বিভক্তিতে ইতর শব্দের ক্লীবলিঙ্গে "ইতরদ্‌" পদের পরিবর্ত্তে "ইতরম্‌" পদ নিষ্পন্ন হইবে। পাণিনি যেমন বেদোক্ত "ইতরম্‌" পদ সাধনার্থ একটী বিশেষ বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, ডতর প্রত্যয়ান্ত "একতর" শব্দের স্থলে সেরূপ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার মতে (৭। ১। ২৫ সূত্রানুসারে) "অন্যদ্‌" প্রভৃতির ন্যায় "একতরদ্‌" পদও বিশুদ্ধ ও প্রচরদ্রূপ

বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কাত্যায়ন, পাণিনির এই শেষোক্ত বিশেষ-বিধির বার্ত্তিকে ইহার সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, কি বৈদিক প্রক্রিয়া কি সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষা সর্ব্বত্রই "একতরম্" পদ প্রচলিত হইবে[৪২]।

পাণিনীয় ৮। ৪। ৪৫ সংখ্যক সূত্রে লিখিত আছে, অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ক, ট, ত, প স্থানে বিকল্পে অনুনাসিক বর্ণ হয়। অর্থাৎ পদান্তস্থ উক্ত বর্ণচতুষ্টয়, যথাক্রমে গ, ড, দ, ব-তেও পরিণত হইয়া থাকে। যথা,—এতন্মুরারি, এতদ্মুরারি ইত্যাদি। পাণিনি যখন এই সূত্রের বিকল্পত্ব স্বীকার করিয়াই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে অনুনাসিক বর্ণাদি প্রত্যয় পরে থাকিলেও ক, ট, ত, প স্থানে গ, ড, দ, ব হইতে পারে। কিন্তু কাত্যায়ন ইহার প্রতিষেধ করিয়া, অনুনাসিক প্রত্যয় স্থলে এই সূত্রের বিকল্পের পরিবর্ত্তে নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অনুনাসিক প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রচলিত ভাষায় সর্ব্বদাই ক, ট, ত, প স্থানে অনুনাসিক বর্ণ হইয়া থাকে। যথা,—বাঙ্ময়, ত্বঙ্ময় ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিষয়ে ভাষ্যকার পতঞ্জলি বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছেন[৪৩]।

---

[৪২] ৭। ১। ২৫ : অদ্ড্ডতরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ।
৭। ১। ২৬ : নেতরাচ্ছন্দসি।
বার্ত্তিক :—ইতরাচ্ছন্দসি প্রতিষেধ একতরাৎ সর্ব্বত্র।

[৪৩] ৮।৪।৪৫ : যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা।
বার্ত্তিক :—যরোঽনুনাসিকে প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যবচনম্।
ভাষ্য :—যরোঽনুনাসিকে প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যমিতি বক্তব্যম্। বাঙ্ময়ং, ত্বঙ্ময়ম্।

পাণিনি ১।২।৮ সংখ্যক সূত্রে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, লিটে ইন্ধ্‌ ও ভূ ধাতুর কিৎ সংজ্ঞা হইবে। ৬।৪।২৪ সূত্রানুসারে লিটের প্রথম পুরুষের একবচনে এই ইন্ধ্‌ ধাতু হইতে 'ঈধে' পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু পাণিনি অন্যান্য স্থলে যেরূপ করিয়া থাকেন, এস্থলে বৈদিক ক্রিয়ার সহিত প্রস্তাবিত সূত্রের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করেন নাই। কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে এই ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক ইন্ধ্‌ ধাতুর ছন্দোবিষয়ত্ব ও ভূ ধাতুর বুকের নিত্যত্ব [৪৪] উল্লেখ করিয়া পাণিনির এই সূত্রের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পতঞ্জলি এস্থলেও বিশিষ্ট ধীরতা-সহকারে কাত্যায়নের অনুসৃত পথ অবলম্বন করিয়াছেন [৪৫]।

উপরে দৃষ্টান্তস্বরূপ যে কএকটী সূত্র উল্লিখিত হইল, তাহারা ইদানীন্তন ব্যাকরণের নিয়মের সম্যক্‌ বিরোধী। ইহাতে আদৌ প্রতীত হইবে, পাণিনি সাধারণরূপে ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া এই সূত্রগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদিগের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কতিপয় মাস মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করে, পাণিনির ব্যাকরণ-বিজ্ঞতাও তদপেক্ষা উচ্চ-

---

[৪৪] ৩।৪।১১৭ : ছন্দস্যুভয়থা।

৬।৪।৮৮ : ভুবো বুগ্‌লুঙ্‌লিটোঃ।

[৪৫] ১।২।৬ : ইন্ধিভবতিভ্যাং চ।

বার্ত্তিক :—ইন্ধেশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদ্ভুবো বুকো নিত্যত্বাত্তাভ্যাং কিদ্বচনানর্থক্যম্‌।

ভাষ্য :—ইন্ধেশ্ছন্দোবিষয়ো লিট্‌। ন হ্যন্তরেণ ছন্দ ইন্ধেরনন্তরো লিড্‌ লভ্যঃ। আমা ভাষায়াং ভবিতব্যম্‌। ভুবো বুকো নিত্যত্বাত্তবতেরপি নিত্যো বুক্‌, কৃতেঽপি প্রাপ্নোতি অকৃতেঽপি তাভ্যাং কিদ্বচনানর্থক্যম্‌। তাভ্যামিন্ধিভবতিভ্যাং কিদ্বচনানর্থক্যম্‌।

বিষয়াশ্রয়িণী নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, আমরা পাণিনিকে কি এই প্রকার বালকের ন্যায় এতই অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী বলিয়া স্থির করিব যে, তিনি 'ঈধে' ক্রিয়াপদের ব্যবহারপ্রদর্শনে, 'একতর' শব্দের ক্লীবলিঙ্গ-সম্মত পদনির্দ্ধারণে, এবং 'বাক্' ও 'ময়' এই দুই শব্দের সন্ধিসংযোজনে অসমর্থ; না ইহাই সিদ্ধান্ত করিব যে, পাণিনির সময়ে সাধারণ ভাষায় 'ঈধে' [৪৬] 'একতরদ্' প্রভৃতি ব্যাকরণের পদ প্রচরদ্রূপ ছিল, পরে কাত্যায়নের বার্ত্তিকপ্রণয়নকালে তাহা অপ্রচলিত হইয়া উঠে, এবং ইদানীন্তন সময়-সম্মত 'বাঙ্ময়' প্রভৃতি পদের ন্যায় পাণিনির সময়ে 'বাগ্ময়' 'তগ্ময়' পদও বিশুদ্ধ ও প্রচলিত ছিল? যদি পাণিনির প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই শেষোক্ত সিদ্ধান্তকে যুক্তি ও প্রমাণ-সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

২য়। কাত্যায়নের সময়ে শব্দসমূহ যে যে অর্থ-দ্যোতক ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

---

[৪৬] ঈধে পদটী বৈদিক গ্রন্থ-বিহিত। বৈদিক গ্রন্থব্যতিরিক্ত অন্য কোন স্থলে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত ভাষায় লিটে ইন্ধ ধাতুর উত্তর 'আম্' হইয়া 'ইন্ধাঞ্চক্রে' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পাণিনির সূত্রে যদিও এই 'আম্' ও তদুত্তর ভূ, কৃ, অস্ ধাতু প্রয়োগের বিধান আছে, * তথাপি তিনি যখন 'ইন্ধ্' ধাতুর ছন্দোবিষয়ত্বের প্রাপ্তিতেও অতিরিক্ত ১।২।৬ সংখ্যক সূত্র প্রণয়ন করিয়া 'কিৎ' সংজ্ঞার বিধান করিয়াছেন, তখন বোধ হয়, তদানীন্তন সময়ে 'ইন্ধাঞ্চক্রে' পদের ন্যায় 'ঈধে' পদও প্রচলিত ভাষায় ব্যবহৃত হইত।

---

* ৩।১।৩৬ : ইজাদেশ্চ গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ।
৩।১।৪০ : কৃঞ্চানুপ্রযুজ্যতে লিটি।

যখন যিনি শব্দশাস্ত্রে সহজ-বোধ-সম্পাদনার্থ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন তাঁহার বিশিষ্ট সূক্ষ্মতা সহকারে সেই শাস্ত্রাধিকৃত শব্দসমূহের অর্থ বিনির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তিনি যদি প্রচলিত শব্দসমূহের অপ্রচলিত অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে তৎপ্রণীত গ্রন্থ কখনই সাহিত্যসমাজে আদৃত হইতে পারে না। তবে গ্রন্থকার যদি অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়েন, তাহা হইলে ইহাই স্থির করিতে হইবে যে, পরিবর্ত্তন-শীল সময়ের লহরী-লীলার সহিত গ্রন্থ-প্রযুক্ত অর্থ-সমূহও পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। পাণিনির সূত্রসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তেরই সারবত্তা লক্ষিত হইতেছে।

পাণিনি, ৬।১।১৪৭ সংখ্যক সূত্রে "আশ্চর্য্য" শব্দের "অনিত্য" (যাহা সচরাচর সংঘটিত হয় না, কাদাচিৎক) অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এদিকে কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে "আশ্চর্য্য" শব্দ "অদ্ভুত" অর্থ প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পতঞ্জলি এরূপ স্থলেও পাণিনির পক্ষ সমর্থন করিতে ক্রুটী করেন নাই। তিনি স্বীয় ভাষ্যে বার্ত্তিককার কাত্যায়নের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাদাচিৎক দ্রব্যমাত্রেই অদ্ভুতার্থদ্যোতক হইয়া থাকে। ইহার সমর্থনার্থ এই দৃষ্টান্ত গুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা;—বৃক্ষের কি আশ্চর্য্য উচ্চতা, আকাশের কি আশ্চর্য্য নীলিমা, আশ্চর্য্য! অন্তরীক্ষে নক্ষত্র-সমূহ অবদ্ধভাবে রহিয়াছে, তথাপি উহা পতিত হইতেছে না। এস্থলে, বৃক্ষের উচ্চতা, আকাশের নীলিমা ও অন্তরীক্ষ হইতে নক্ষত্রসমূহের অপতন কাদাচিৎক, সুতরাং ইহা অদ্ভুতত্বের পরিচায়ক হইতেছে [৪৭]। পতঞ্জলি পাণিনির পক্ষ সমর্থন করিতে

---

[৪৭] ৬।১।১৪৭; আশ্চর্য্যমনিত্যে।

যাইয়া যেরূপ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক অনিত্যতা হইতে "অদ্ভুত" অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কোনও সামাজিকের হৃদয়গ্রাহী হইবে না। কূট তার্কিক নৈয়ায়িকগণও বোধ হয় এই অপসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দানে বদ্ধপরিকর হইবেন না। সমুদয় অনিত্য পদার্থ আশ্চর্য্যজনক বটে, কিন্তু সমুদয় আশ্চর্য্যজনক পদার্থ অনিত্য নহে। পতঞ্জলিপ্রদর্শিত তৃতীয় উদাহরণে এই ন্যায়শাস্ত্র-সিদ্ধ সূত্রের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইবে। অন্তরীক্ষে নক্ষত্র-সমূহ অবদ্ধভাবে রহিয়াছে, তথাপি উহা পতিত হইতেছে না, এস্থলে বন্ধন-শূন্য নক্ষত্র সমূহের অপতন, কাদাচিৎক নহে, তথাপি উহা আশ্চর্য্যদ্যোতক হইতেছে।

পাণিনি, ৭।৩।৬৯ সংখ্যক সূত্রে "ভোজ্য" শব্দ ভক্ষ্যার্থবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে পাণিনির এই অসম্যক্ প্রযুক্ত অর্থের সংশোধন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'ভোজ্য' শব্দ 'অভ্যবহার্য্য' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে [৪৮]।

বার্ত্তিক :—আশ্চর্য্যমস্থুতে।

ভাষ্য : —ইহাপি যথা স্যাৎ। আশ্চর্য্যমুচ্চতা বৃক্ষস্য। আশ্চর্য্যং নীলা দ্যৌঃ। আশ্চর্য্যমন্তরিক্ষেঽবন্ধনানি নক্ষত্রাণি ন পতন্তীতি। তত্তর্হি বক্তব্যং। ন বক্তব্যম্। অনিত্য ইত্যেব সিদ্ধম্। ইহ তাবদাশ্চর্য্যমুচ্চতা বৃক্ষস্যেতি। আশ্চর্য্যগ্রহণেন ন বৃক্ষোঽভিসম্বধ্যতে কিং তর্হ্যুচ্চতা সা চানিত্যা। আশ্চর্য্যং নীলা দ্যৌরিতি নাশ্চর্য্যগ্রহণেন দ্যৌরভিসম্বধ্যতে কিং তর্হি নীলতা সা চানিত্যা। আশ্চর্য্যমন্তরিক্ষেঽবন্ধনানি নক্ষত্রাণি ন পতন্তীতি নাশ্চর্য্যগ্রহণেন নক্ষত্রাণ্যভিসম্বধ্যন্তে কিং তর্হি পতনক্রিয়া সা চানিত্যা। তত্রানিত্য ইত্যেব সিদ্ধম্।

৪৮ ৭।৩।৬৯ ; ভোজ্যং ভক্ষ্যে।

বার্ত্তিক :—ভোজ্যমভ্যবহার্য্যমিতি বক্তব্যম্।

এক্ষণে যদি 'ভোজ্য' ও 'ভক্ষ্য' এই উভয় শব্দের প্রয়োগের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের অর্থ-গত পার্থক্য বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া উঠে। শব্দশাস্ত্রের প্রয়োগানুসারে 'ভোজ্য' ও 'অভ্যবহার্য্য' শব্দ ভোগোপযোগী পদার্থের দ্যোতক। ইহা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি তরল ও সঙ্ঘাত-কঠিন উভয়বিধ দ্রব্যই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে 'ভক্ষ্য' শব্দ কেবল কঠিন খাদ্যের নির্দ্দেশক। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, পাণিনি 'ভোজ্য' শব্দের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ইদানীন্তন মতের ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে না। পাণিনি কি এত অনভিজ্ঞ ছিলেন যে, একজন সামান্য লোক যে শব্দ যথাবৎ অর্থে প্রয়োগ করিতে পারে, তিনি তাহারই অপপ্রয়োগ-দ্বারা স্বীয় গ্রন্থ দোষাঘ্রাত করিয়া গিয়াছেন? যিনি ব্যাকরণ-বিজ্ঞতা-প্রভাবে বিশ্ব-জনীন খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কি এইরূপ অনভিজ্ঞতাজনিত প্রমাদ সম্ভাবিত হইতে পারে? অন্যান্য স্থলে যেরূপ হইয়া থাকে, পতঞ্জলি এস্থলেও পাণিনির পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কাত্যায়নকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি "অব্ভক্ষ" ও "বায়ুভক্ষ" এই দুটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, 'ভক্ষ্য' শব্দ 'অভ্যবহার্য্য' তরল পদার্থ প্রতিপাদকও হইয়া থাকে। কিন্তু পতঞ্জলি-প্রদর্শিত এই শব্দদ্বয় বৈদিক গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বেদ-বিহিত অনশনের

ভাষ্য ঃ—ইহাপি যথা স্যাৎ। ভোজ্যঃ সূপঃ। ভোজ্যা যবাগূরিতি। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি। ভক্ষিরয়ং খরবিশদে (কঠিনখাদ্যে) বর্ত্ততে তেন দ্রবে ন প্রাপ্নোতি। নাবশ্যং ভক্ষিঃ খরবিশদে এব বর্ত্ততে কিং তর্হ্যন্যত্রাপি বর্ত্ততে। তদ্‌যথা। অব্ভক্ষো বায়ুভক্ষ ইতি।

প্রকারভেদ মাত্র [৪৯]। পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যাবতরণিকার এক স্থলে পয়ঃ প্রভৃতি তরল পদার্থকে যে "অভ্যবহার্য্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত [৫০]।

যাহা হউক, উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়-দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে "আশ্চর্য্য" ও 'ভোজ্য' শব্দ যথা-ক্রমে 'অনিত্য' ও 'ভক্ষ্যার্থ' প্রতিপাদক ছিল, পরে কাত্যায়নের সময়ে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া 'অদ্ভুত' এবং 'অভ্যবহার্য্য' অর্থ-দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

৩য়। পাণিনি-প্রযুক্ত শব্দার্থসমূহ কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ছিল।

কাত্যায়ন শব্দসমূহের যে যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সহিত শব্দশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অর্থের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। এই সমস্ত অর্থ অবগত হইতে হইলে

---

[৪৯] "এতেনৈবাতিকৃচ্ছ্রো ব্যাখ্যাতো যাবৎ সকৃদাদদীত তাবদশ্নীয়াৎ। অব্ভক্ষ স্তৃতীয়ঃ স কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ।"

"এই কৃচ্ছ্রব্রত বর্ণনেই অতি কৃচ্ছ্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে একমাত্র ভোজন বিষয়ে বিশেষ নিয়ম এই, যত পরিমাণে অন্ন এক বারে গ্রহণ করিবে, তাহাই আহার করিবে। তৃতীয়টী অব্ভক্ষ। জল মাত্র পান করিয়া সম্পাদন করিতে হয়। এই তৃতীয়টী কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র নামে প্রসিদ্ধ।"

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমি-প্রকাশিত সামবিধান ব্রাহ্মণের ১৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

[৫০] 'বেদে খল্বপি পয়োব্রতো ব্রাহ্মণঃ। যবাগূব্রতো রাজন্যঃ। আমিক্ষাব্রতো বৈশ্য ইত্যুচ্যতে। ব্রতংচ নামাভ্যবহারার্থমুপাদীয়তে।'

কৈয়ট :—'পয় এব ব্রতয়তি।'

কোন বিশেষ-বিধিপরিজ্ঞানের আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না। কিন্তু পাণিনির অর্থ ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত। পাণিনি স্বীয় সূত্রে অধিকাংশ শব্দের যে যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন সাহিত্য গ্রন্থে প্রায় সেই শব্দ ও শব্দার্থসমূহের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। উদাহরণ স্থলে প্রত্যবসান (১।৪।৫২ ; ৩।৪।৭৬, ভোজন), উপসংবাদ (৩। ।৮, পণবন্ধ, শপথকরণ), ঋষি (৪।৪।৯৬, বেদ), উৎসঞ্জন (১।৩।৩৬, ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ), স্বকরণ (১।৩।৫৬, স্বীকার, বিবাহ), হোত্রা (৫।১।১৩৫ ঋত্বিক), উপাজেকৃ অন্বাজেকৃ (১।৩।৭৩, বলাধান), নিবেচনেকৃ, (১।৪।৭৬ বচনাভাব, মৌন), কণেহন এবং মনোহন, (১।৪।৬৬, শ্রদ্ধা-প্রতিঘাত, অর্থাৎ আত্যন্তিক বাসনার তৃপ্তি), প্রভৃতি শব্দ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই শব্দার্থসমূহ ইদানীন্তন সাহিত্য-গ্রন্থে প্রায়ই প্রচলিত নাই [৫১]।

৪র্থ। কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না।

যিনি যে সম্প্রদায়-মান্য শাস্ত্রসমূহে প্রীবাণ্য লাভ করিয়া কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তৎপ্রণীত গ্রন্থে সেই সম্প্রদায়গত

নাগোজীভট্ট :—'ব্রতয়তীতি। অভ্যবহার্য্যত্বেনোপাদত্ত ইত্যর্থঃ।'

গোল্‌ড্‌ষ্টুকর প্রকাশিত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৩১০ ও ৩১১ পৃষ্ঠা দেখ।

[৫১] বাহুল্যবোধে সূত্রগুলি উল্লিখিত হইল না। সহৃদয় পাঠকবর্গ নির্দ্দেশানুসারে তৎসমুদয় দেখিয়া লইবেন। পরন্ত এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সংস্কৃত কোষ ও ভট্টিকাব্যে ইহার অধিকাংশ শব্দের নির্দ্দেশ আছে। কোষকারগণ অবশ্যই পাণিনি প্রভৃতি হইতে এই শব্দগুলির সঙ্কলন ও অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল বৈয়াকরণ-প্রয়োগের বৈচিত্র্য-

শাস্ত্র-সমূহেরই অধিক বিবরণ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যদি প্রয়োগস্থলেও স্বসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় কোন শাস্ত্রের উল্লেখ না করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে হয় অনভিজ্ঞ, নয় সেই শাস্ত্রের পৌর্ব্বসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পাণিনি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থকার। পুরাণ-প্রোক্ত ঋষিগণ যেরূপ এই সম্প্রদায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধাস্পদ, পাণিনিও সেইরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ কেবল কতকগুলি বৈয়াকরণ পদ-নির্ণায়ক সূত্রসংগ্রহ নহে। ইহাতে প্রসঙ্গ-সঙ্গতিক্রমে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়গত অনেক বিষয় সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আমরা পাণিনি হইতে ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদায়ের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। পাণিনি যদি স্বসম্প্রদায়মান্য কোন বিষয়ের অনুল্লেখ করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পাণিনির সময়ে সেই বিষয়ের অস্তিত্ব ছিল না। পাণিনি যেরূপ প্রাবীণ্য-সহকারে বৈয়াকরণ সূত্রসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে স্বসময়াধিকৃত শব্দশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

আমরা এবিষয়ের উদাহরণ-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে "আরণ্যক" শব্দের উল্লেখ করিতেছি। পাণিনি, ৪।২।১২৯ সংখ্যক সূত্রে "আরণ্যক" শব্দ অরণ্যবাসি-মনুষ্য-প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "আরণ্যক" শব্দ যে এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য[৫২]। কেবল

প্রদর্শনার্থই ভট্টিকাব্য বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং উহাতে যে পাণিনি-প্রযুক্ত শব্দার্থের নির্দ্দেশ থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

[৫২] প্রচলিত সাহিত্যগ্রন্থে ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। যথা,—রঘুবংশে :—

অরণ্যবাসী মনুষ্য নয়, অরণ্যচর হস্তী, অরণ্য-প্রসৃত পথ প্রভৃতি অর্থেও আরণ্যক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল অপেক্ষাও ইহার অন্য একটী গুরুতর অর্থ আছে। সচরাচর পণ্ডিত-সমাজে অরণ্য-গীত বেদসংহিতার অধ্যায় বিশেষ "আরণ্যক" অর্থে অভিহিত হইয়া থাকে[৫৩]। কোন অভিজ্ঞ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট "বাইবেল" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কখনও অগ্রে উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উল্লেখ করিবেন না। "বাইবেল" শব্দ উচ্চারণ করিলেই প্রথমে স্বজাতির সম্মানিত ধর্ম্ম-গ্রন্থের নির্দ্দেশ করিয়া পরে শব্দের ব্যুৎপত্তির অনুসরণ পূর্ব্বক "পুস্তকের" উল্লেখ করিবেন। এইরূপ কোন শাস্ত্রাভিজ্ঞ হিন্দুকে আরণ্যক শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অবশ্যই প্রথমে স্বসম্প্রদায়-মান্য পবিত্র বেদাধ্যায়ের উল্লেখ করিয়া পরে অরণ্যবাসী মনুষ্য প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু পাণিনি একজন বেদমান্য ঋষি ও প্রগাঢ় শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত হইয়াও আরণ্যক শব্দে কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্যের উল্লেখ করিয়াই তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া-

---

"আরণ্যকোপাত্ত-ফল-প্রসূতিঃ।"

[৫৩] "শাস্ত্রে চারণ্যকে গুরুঃ।"

মহাভারত। উদ্যোগ পর্ব্ব। ১৭৪ অ।

"অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে। অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেবং বাক্যং প্রচক্ষ্যতে॥"

"এতদারণ্যকং সর্ব্বং নাব্রতী শ্রোতুমর্হতি।"

সায়নাচার্য্য।

"সামধনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥"

মনুসংহিতা।৪।১২৩

ছেন। কাত্যায়ন আরণ্যক শব্দের বেদাধ্যায়-বাচক অর্থ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি যে স্ববার্ত্তিকে পাণিনীয় সূত্রের সংশোধন করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পতঞ্জলিও কাত্যায়নের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। যাহা হউক, এতদ্দারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে? পাণিনি একজন প্রগাঢ় শাস্ত্রদর্শী হইয়াও যখন 'আরণ্যক' অর্থে কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তদানীন্তন সময়ে বেদের অধ্যায়-বিশেষ আরণ্যক অর্থে অভিহিত হইত না, তাহাই কি সম্ভাবিত নয়? যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে পাণিনির সময়ে 'আরণ্যক' অধ্যায় প্রণীত ও গীত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে প্রমিত হইতে পারে, এবং পাণিনি ও কাত্যায়নই বা কিরূপে সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন[৫৪]?

পাণিনির ২।৪।৪, ৬।১।১১৭, ৭।৪। ৩৮ প্রভৃতি সূত্রে প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি যজুর্ব্বেদের বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা কি শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা যে তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল, এই সমুদয় সূত্রে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। ৪।৩।১০২ সংখ্যক সূত্রে তিত্তির শব্দোদ্ভূত 'তৈত্তিরীয়' পদ-সাধন-প্রণালীর স্পষ্ট উল্লেখ থাকাতে

---

[৫৪] ৪।২।১২৯ঃ অরণ্যান্মনুষ্যে।

পতঞ্জলি ঃ—অত্যল্পমিদমুচ্যতে মনুষ্যইতি।

কাত্যায়ন ঃ—পথ্যধ্যায়ন্যায়-বিহার-মনুষ্য-হস্তিষ্বিতি বাচ্যম্।

পতঞ্জলি ঃ—আরণ্যকঃ পন্থাঃ। আরণ্যকোঽধ্যায়ঃ। আরণ্যকো ন্যায়ঃ। আরণ্যকো বিহারঃ। আরণ্যকো মনুষ্যঃ। আরণ্যকো হস্তী।

কাত্যায়নঃ—বা গোময়েষ্বিতি বক্তব্যম্। আরণ্যকা গোময়াঃ। আরণ্যা গোময়াঃ।

বোধ হইতেছে, পাণিনি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ অবগত ছিলেন। শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ঔখ্যা প্রভৃতি শাখা শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী, জাবালী প্রভৃতি শাখা [৫৫] অপেক্ষা প্রাচীন [৫৬]। এক্ষণে পাণিনি এই শেষোক্ত বেদসংহিতার বিষয় অবগত ছিলেন কি না তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। পাণিনি ও কাত্যায়নের সময়-নিরূপণ, এই মীমাংসার উপর সম্যক্ নির্ভর করিতেছে।

---

[৫৫] ঔখ্যা, আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যষাঢ়ী, হিরণ্যকেশী, ঔঘেয়া (বা ঔধেয়া) এই ছয়শাখা তৈত্তিরীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

জাবালী, কাণ্বী, মাধ্যন্দিনী, শাপীয়া, তাপনীয়া, কাপালী, পৌণ্ড্র-বৎসী, আবটিকী, পামাবটিকী, (বা পরমাবটিকী) পারাশরীয়া, বৈধেয়া, বৈনেয়া, উঘেয়া, গালবী, বৈজবী, ও কাত্যায়নীয়া এই ষোড়শ শাখা বাজসনেয়ী সংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমি-প্রকাশিত শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা। ১ম খণ্ড। ভূমিকার ৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

টীকাকারদিগের মতে, হোতৃ ও অধ্বর্যুর মন্ত্র প্রভৃতির পরস্পর মিশ্রণহেতু দুর্ব্বোধ্যতা-জন্য প্রথমোক্তকে কৃষ্ণ-যজুঃ (কৃষ্ণ অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্বরূপবোধ-ব্যাপার-শূন্য) এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অমিশ্রণ হেতু সুবোধতা-জন্য দ্বিতীয়োক্তকে শুক্ল-যজুঃ (শুক্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ, স্বরূপবোধ-ব্যাপার-বিশিষ্ট) যথা,—"বিদ্যারণ্য শ্রীপাদৈর্ব্যাখ্যাতত্বেনাধ্বর্যবং ক্বচিদ্ধোত্রং ক্বচিদিত্যব্যবস্থয়া বুদ্ধিমালিন্য-হেতুত্বাত্তদ্ যজুঃ কৃষ্ণমীর্য্যতে।" রামকৃষ্ণ।

'শুক্লানি যজূংষীতি। শুদ্ধানি যদ্বা ব্রাহ্মণেনামিশ্রিত-মন্ত্রাত্মকানি॥' দ্বিবেদগঙ্গ।

[৫৬] Müller's Hist. An. San. Lit. pp. 174, note 1, 334.

পাণিনির ৪।৩।১০৬ সংখ্যক সূত্রোক্ত শৌনকাদিগণের মধ্যে বাজসনেয়ের নির্দ্দেশ আছে [৫৭]। কিন্তু কোনও মূল সূত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ যে পুরাণ-প্রাজ্ঞ ঋষিকে শাস্ত্রকারগণ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের সংগ্রহ-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই যাজ্ঞবল্ক্যের নামও পাণিনীয় সূত্রে দৃষ্ট হয় না [৫৮]। যাজ্ঞবল্ক্য, পূর্ব্বোক্ত বাজসনেয়ের স্থায় ৪।১।১০৫ ও ৪।২।১১১ সংখ্যক সূত্রে গর্গাদি-গণের মধ্যে উক্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ৪।৩।১০২ সংখ্যক সূত্রে তৈত্তিরীয় পদ-সাধনের উপায় স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

[৫৭] অধ্যাপক বেবেরের মতে এই সকল গণ-বিহিত নাম নির্দ্দেশ পাণিনি-কৃত নহে। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী বিভিন্ন সময়ে এই সকল গণ সঙ্কলিত হইয়াছে। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। *Vide* Goldstücker's Páṇini, p. 131, note 154.

[৫৮] প্রথিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তাঁহা হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন :—"শুক্লানি যজূংষি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো যতঃ প্রাপ তং বিবস্বন্তম্।" কাত্যায়ন-অনুক্রমণী।

"আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যে-নাখ্যায়ন্তে।"—শতপথ ব্রাহ্মণ।

এতদ্বিষয়ক কিংবদন্তীটি এই :—ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদি শিষ্যগণকে যজুর্ব্বেদের শিক্ষা দেন। একদা বৈশম্পায়ন মহর্ষিগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে পদাঘাতে বিনষ্ট করেন, এবং এই ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-জন্য ব্রতানুষ্ঠান করিতে শিষ্যদিগকে আদেশ দেন। গুরুর এই আদেশে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "ভগবন্! এই সকল ব্রাহ্মণ তাদৃশ তেজস্বী নহেন, ইহাদিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার আবশ্যকতা নাই। আমিই একাকী এই ব্রতাচরণ করিব।" বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের এই আস্পর্দ্ধা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "ব্রাহ্মণাবমান-

ইহাতে পাণিনির বাজসনেয়ী সংহিতার পরিজ্ঞান-বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দিহান হইতে হয়।

পাণিনির বাজসনেয়ী-সংহিতা-জ্ঞান-বিষয়ক বিচার, প্রকারান্তরে তাঁহার শতপথ-ব্রাহ্মণ-পরিজ্ঞান-বিষয়ক বিচারের সহিত তুল্যাবয়বী হইতেছে। এক্ষণে যদি এই শতপথ ব্রাহ্মণের দিকে মনোযোগ বিধান করা যায়, তাহা হইলে উহাও পূর্ব্বোক্ত

নাকারিন্! আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, সমুদয় পরিত্যাগ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যোগসামর্থ্যে অধীতবিদ্যাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া বমন করিলেন।

তদনন্তর বৈশম্পায়ন অন্য শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য যে যজুঃ বমন করিয়াছেন, তাহা তোমরা গ্রহণ কর। শিষ্যগণ গুরুর আদেশে তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই বান্ত যজুঃ ভোজন করিলেন, এই জন্য এই বেদ-শাখা 'তৈত্তিরীয়' নামে বিখ্যাত হইল। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য যজুঃ বমন করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পরিশেষে তাহা হইতে যজুর্ব্বেদ লাভ করিলেন। তথাহি,

"স্বস্রীয়ং বালকং সোহথ পদাস্পৃষ্টমঘাতয়ৎ॥
শিষ্যানাহ চ ভোঃ শিষ্যাঃ! ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতম্।
চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে ন বিচার্য্যমিদং তথা॥
অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেভির্ভগবন্! দ্বিজৈঃ।
ক্লেশিতৈরল্পতেজোভিশ্চরিষ্যেঽহমিদং ব্রতম্॥
ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ।
মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্তক!॥
*　*　*　*　*
ইত্যুক্ত্বা রুধিরাক্তানি সরূপাণি যজূংষি সঃ।
ছর্দ্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ॥

বাজসনেয় ও যাজ্ঞবল্ক্যের দশানুসারী হইয়া উঠে। পাণিনির ৫।৩।১০০ সংখ্যক সূত্রোক্ত দেবপথাদিগণের মধ্যে শতপথের নাম নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে কোনও মূল সূত্রে উহার উল্লেখ নাই।

পাণিনীয় ৪।৩।১০৫ সংখ্যক সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন ঋষিগণ-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পশাস্ত্র বুঝাইতে সেই ঋষিগণের উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয়; যথা—শাট্যায়ন-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ শাট্যায়নী, ভল্লু-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ভাল্লবী, পিঙ্গ-প্রোক্ত কল্প পৈঙ্গী ইত্যাদি [৫৯]। কাত্যায়ন এই সূত্রের বার্ত্তিক-স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যাদির

যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাম্।
জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ॥
* * * *
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি মৈত্রেয়! প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
তুষ্টাব প্রযতঃ সূর্য্যং যজূংষ্যভিলষংস্ততঃ।
* * * *
এবমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্গুরুঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ। তৃতীয়াংশঃ। ৫ম অধ্যায়ঃ।

Compare Muller's An. San. Lit. P. 174, note, and As. Res. Vol. VIII, or Colebrooke's Misc. Essays. Vol. I. PP. 13-14 (Cowell's Edition).

[৫৯] বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্তগুলি সিদ্ধান্তকৌমুদী হইতে আহৃত। পাণিনির সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। পরন্তু সংস্কৃতে এগুলি সর্ব্বদাই বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—শাট্যায়নিনঃ, ভাল্লবিনঃ ইত্যাদি।

উত্তর এই ণিনি প্রত্যয়ের প্রতিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তুল্যকালত্ব-হেতু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির উত্তর উক্ত প্রত্যয় হইবে না; যথা—'যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি' (যাজ্ঞবল্ক-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য)। এস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ অর্থে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর ণিনি না হইয়া অণ্ প্রত্যয় হইল। পতঞ্জলিও এই মতানুসারী হইয়া কাত্যায়নের পোষকতা করিয়াছেন [৬০]। এক্ষণে এই যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ, কোন্ ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ-বাচী এবং কাত্যায়ন-নির্দ্দিষ্ট সমকালত্ব কোন্ কালাশ্রয়ী, তাহার সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে অভীষ্ট পথাবলম্বন-বিষয়ে আমাদিগের নেতা হইতেছে।

অধ্যাপক বেবের, স্বপ্রণীত 'ভারতবর্ষীয় পাঠ' নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন, কাত্যায়ন-নির্দ্দিষ্ট যাজ্ঞবল্ক [৬১] (যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ) সম্ভবতঃ শতপথ ব্রাহ্মণেরই দ্যোতক [৬২]।

---

[৬০] ৪।৩।১০৫ ঃ পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণ-কল্পেষু।

বার্ত্তিক ঃ—পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ।

ভাষ্য ঃ—পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষ্বিত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। সৌলভানীতি। কিং কারণম্। তুল্যকালত্বাৎ এতান্যপি তুল্যকালানীতি।

কৈয়ট (কৈয্যট) ঃ—তুল্যকালত্বাদিতি। শাট্যায়নাদিপ্রোক্তৈ-র্ব্রাহ্মণৈরেককালত্বাদিত্যর্থঃ।

[৬১] অধ্যাপক বেবের এস্থলে "যাজ্ঞবল্ক্য" লিখিয়াছেন। এটী তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম। "যাজ্ঞবল্ক"ইতি শুদ্ধ পদ। ৬।৪।১৪১ সূত্রানুসারে হলের পরস্থ যকারের লোপ হইবে।

[৬২] "Indische Studien. Vol. I. P. 57, note.

কিন্তু এই আত্ম-প্রত্যয় তাঁহাকে নিঃসন্দিগ্ধ করিতে পারে নাই। পুস্তকের অন্যস্থলে প্রস্তাবিত বিষয়-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, 'যাজ্ঞবল্ক' কেবল যাজ্ঞবল্ক্য-বিরচিত ব্রাহ্মণ বাচক নহে, যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত আরণ্যকাদিরও [৬৩] দ্যোতক [৬৪]। বেবেরের এই লিখন-ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে, তাঁহার সিদ্ধান্ত সংশয়-দোলায় অধিরূঢ় হইয়া পর্য্যায়ক্রমে পক্ষদ্বিতয়াবলম্বী হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, আমরা এই অমূলক সন্দেহে আস্থাবান্ না হইয়া, বেবেরের প্রথম পক্ষেরই সমর্থন করিতেছি। কোন বিষয়ে একটী বিশেষ বিধি প্রদত্ত হইলে সেই বিধিটী তদ্বিষয়াশ্রয়ীই হইয়া থাকে। তাহা আর বিষয়ান্তরে উপগত হয় না। যদি দর্শন-শাস্ত্র-সংক্রান্ত কোন সূত্রে একটী বিশেষ বিধি করা যায়, তাহা হইলে তাহা সেই দর্শনশাস্ত্রগত বিষয়কেই শৃঙ্খলাকৃষ্ট করিবে; দর্শন ব্যতিরিক্ত গণিতশাস্ত্রাদিতে তাহার কার্য্য হইবে না। এইরূপ কাত্যায়ন যখন কেবল বেদসংহিতার ব্রাহ্মণ অর্থে বিশেষ সূত্র করিয়া গিয়াছেন, তখন উহা কেবল ব্রাহ্মণ ভাগেরই নির্দ্দেশ করিতেছে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত মন্ত্র কিম্বা আরণ্যকাদির প্রদর্শক হইতেছে না। সুতরাং স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণেরই নির্দ্দেশ-বাচক, অন্য কোন বিষয়ের দ্যোতক নহে।

এক্ষণে কাত্যায়ন-নির্দ্দিষ্ট সমকালত্ব কোন্ সময়ের প্রতিপাদক, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ভট্ট

---

[৬৩] শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ অধ্যায়স্থ বৃহদারণ্যকের অংশ-বিশেষ "যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ। Müller's An. San. Lit. P. 354.

[৬৪] Indische Studien. Vol. II. P. 393.

মোক্ষমূলরের মতে ইহা কাত্যায়নের আবির্ভাব-সময়ের নির্দ্দেশক। অর্থাৎ কাত্যায়নের সহিত এককালত্ব-প্রযুক্ত যাজ্ঞবল্ক্যাদির উত্তর ণিনি প্রত্যয়ের প্রতিষেধ হইয়াছে। মোক্ষমূলর স্বপ্রণীত 'প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্রের ইতিহাস' নামক পুস্তকে কাত্যায়ন-নির্দ্দিষ্ট 'সমকালত্ব' শব্দটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—যাজ্ঞবল্ক্যাদি এত আধুনিক যে তাঁহারা প্রায় কাত্যায়নের সমকালবর্ত্তী [৬৫]। আমরা মোক্ষমূলরের এই বাক্যের সারবত্তা অবধারণে অসমর্থ হইতেছি। কোন্ যুক্তি-বলে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মস্তিষ্কে নীত হইতেছে না। মোক্ষমূলরের এই মত প্রকারান্তরে কাত্যায়নকে ব্যাকরণ-শাস্ত্রানভিজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে [৬৬]।

কোন নিয়মানুসারে যদি কোন বিশেষ বিষয়ের অন্যথাভূত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই সেই স্থলে এক একটী বিশেষ বিধি পরিকল্পিত হইয়া থাকে। নিয়মের এই বিশেষ বিষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে কখনও প্রতিষেধ বিহিত হয় না। আমরা যে সূত্রটী উপন্যস্ত করিলাম, একটী স্থূল দৃষ্টান্তে তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি। দেবদত্ত যজ্ঞ-দত্তকে আদেশ করিলেন, 'গৃহস্থিত সমুদয় দ্রব্য স্থানান্তরিত কর। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকগুলি আমার এই আদেশের লক্ষ্য নহে।' এস্থলে যজ্ঞদত্ত দেবদত্তের প্রথম বাক্যানুসারে পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি

---

[৬৫] An. San. Lit. P. 363.

[৬৬] স্মৃতি যদি আমাদিগকে প্রতারণা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা দৃঢ়তা-সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মোক্ষমূলর পাণিনি ও কাত্যায়নকে একসময়বর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গৃহস্থিত সমুদয় পদার্থই স্থানান্তরিত করিতে পারেন। দেবদত্ত পাঠ্যপুস্তকগুলির স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া পরবর্ত্তী বিশেষ বিধান দ্বারা তাহার প্রতিষেধ করিলেন। পাণিনির 'পুরাণ-প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু' এই সূত্রে কাত্যায়নকৃত বিশেষ বিধিও উল্লিখিত যজ্ঞদত্ত-কৃত বিশেষ আদেশের অনুরূপ অর্থ বহন করিতেছে। শাট্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যাদির সমাবেশ দেখিয়াই কাত্যায়ন একটী বিশেষ বিধি দ্বারা উক্ত সূত্র-বিহিত প্রত্যয়ের প্রতিষেধ করিয়াছেন। যদি যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়নের সমসাময়িক হইতেন, তাহা হইলে কাত্যায়ন কখনও এই বিশেষ বিধি প্রণয়ন করিতেন না। কারণ, সমকালত্ব-হেতু কাত্যায়ন অবশ্যই যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে আধুনিক বিবেচনা করিতেন, সুতরাং পাণিনি-কৃত সূত্রানুসারেই তাঁহাদিগের স্বতঃ প্রতিষেধ হইত। তজ্জন্য একটী বিশেষ বিধির প্রণয়নের আবশ্যকতা উপস্থিত হইত না। পাণিনি যখন প্রাচীন ঋষিগণ-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পার্থে ণিনি প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন, তখন তাহা আধুনিক ঋষিগণ-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পার্থে কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে স্বসময় অপেক্ষা বহু প্রাচীন মনে করিয়াই যে বিশেষ বিধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদিগের উদাহৃত দেবদত্ত-কৃত আদেশই তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিতেছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যাজ্ঞবল্ক্য শাট্যায়ন প্রভৃতির ন্যায় কাত্যায়নের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। এই জন্যই কৈয়ট (কৈয্যট) স্বপ্রণীত পাতঞ্জল মহাভাষ্যের টীকায় যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে শাট্যায়ন প্রভৃতির সমকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন [৬১]।

---

[৬১] কাশিকা-বৃত্তি কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই স্বকপোল-কল্পিত মতানুসারে যাজ্ঞবল্ক্যকে আধুনিক বলিয়া

আমাদিগের যুক্তি যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে শাট্যায়ন প্রভৃতির ন্যায় কাত্যায়ন অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। কিন্তু এই শাট্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী কি পারসাময়িক এতদ্দ্বারা তাহার কোন মীমাংসা হইল না। যে কূট তর্কাবর্ত্তে পতিত হইয়া এতক্ষণ আমরা ঘূর্ণ্যমান হইতেছিলাম, তাহা হইতে একরূপ মুক্তিলাভ-পূর্ব্বক এই শোযোক্ত অভীষ্ট বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীও এই পুচ্ছগ্রাহিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে *। জয়াদিত্য ও ভট্টোজি দীক্ষিত কাত্যায়ন-কৃত বার্ত্তিকের বিষয় বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই যে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, অধ্যাপক বেবের যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে পাণিনির সমকালবর্ত্তী কি কিছু পূর্ব্বসময়বর্ত্তী বলিয়াছেন †। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যে শাট্যায়নাদির সমসাময়িক তাহা কৈয়ট-কৃত টীকাতেই

---

* কাশিকা :—প্রত্যয়ার্থ-বিশেষণমেতৎ। তৃতীয়াসমর্থাৎ প্রোক্তে ণিনি-প্রত্যয়ো ভবতি। যত্তৎপ্রোক্তং পুরাণপ্রোক্তম্। ব্রাহ্মণকল্পাস্তে ভবন্তি। পুরাণেন চিরন্তনেনর্ষিণা প্রোক্তং পুরাণপ্রোক্তম্। ব্রাহ্মণেষু তাবৎ। ভাল্লবিনঃ। শাট্যায়নিনঃ। ঐতরেয়িণঃ। কল্পেষু। পৈঙ্গী কল্পঃ। আরুণপরাজী (আরুণপরাশরী?)। পুরাণপ্রোক্তেম্বিতি কিম্। যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। আশ্মরথঃ কল্পঃ। যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো হি ন চিরকালা ইত্যাখ্যানেষু বার্ত্তা॥"

সিদ্ধান্তকৌমুদী :—পুরাণেতি কিম্। যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। আশ্মরথঃ কল্পঃ॥

† Weber's Akademische Vorlesungen. PP. 125, 126.

ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, কাত্যায়ন যেমন ৪।৩।১০৫ সংখ্যক সূত্রে একটী বিশেষ নিয়মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাণিনি সেরূপ কোন বিধি প্রণয়ন করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যদি পাণিনির পৌর্ব্বসাময়িক হইতেন, তাহা হইলে পাণিনি অবশ্যই তাঁহাদিগকে প্রাচীন জ্ঞান করিয়া কাত্যায়নের ন্যায় বিশেষ বিধির নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন। পাণিনি 'শতপথ' ব্রাহ্মণ সদৃশ একটী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের বিষয় বিস্মৃত হইয়া যে স্বীয় সূত্রকে অসম্পূর্ণতা ও যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ-বাচক পদকে চ্যুতসংস্কৃতি-দোষে দুষ্ট করিবার উপায় করিয়া যাইবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি পাণিনির সমকালবর্ত্তী হইলেও তৎপ্রণীত সূত্রে

প্রকাশ পাইতেছে (পাতঞ্জল ভাষ্যের কৈয়টকৃত টীকা দেখুন)। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে যে, এই শাট্যায়ন প্রভৃতি পাণিনির পরবর্ত্তী।

পতঞ্জলি সুলভ-প্রোক্ত ব্রাহ্মণকে সৌলভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যাজ্ঞবল্ক' যেরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, 'সৌলভ'ও সেইরূপ মীমাংসিত হইতে পারে।

শাস্ত্র-প্রবীণ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত স্বপ্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" নামক পুস্তকে মোক্ষমূলরের মতানুসারে কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্যকে একসময়বর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রাদায়ক, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকার ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।) কিন্তু তিনি এবিষয়ের প্রমাণ-স্থলে আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর-প্রণীত পাণিনি বিচারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি। আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় গোল্‌ডষ্টুকর কখনও মোক্ষমূলরের মতের অনুমোদন করেন নাই। Vide Goldstücker's Pāṇini PP. 136-140.

দেবপথের ন্যায় শতপথের নির্দ্দেশ থাকিত। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আরণ্যকের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। অর্থাৎ পাণিনি কাত্যায়নের এত পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন যে, কাত্যায়ন যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাণিনির সময়ে তাহার অস্তিত্বই ছিল না।

আমরা গোল্ডষ্টুকরের মতানুসারে 'আরণ্যক' অধ্যায় ও যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পাণিনির অপরিজ্ঞাত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম। এক্ষণে তাঁহারই মতানুসারে পূর্ব্বানুরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উপনিষদ্, অথর্ব্ববেদ, ন্যায় এবং দর্শনশাস্ত্রও পাণিনির সময়ের পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণ করা যাইতেছে।

পাণিনি ১।৪।৭৯ সংখ্যক সূত্রে একবার মাত্র 'উপনিষদ্' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন [৬৮]। কিন্তু এই 'উপনিষদ্' পবিত্র বেদাংশ-বাচক নয়। ৪।৩।৭৩ ও ৪।৪।১২ সংখ্যক সূত্রে ঋগয়ন ও বেতনাদিগণের মধ্যে উপনিষদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এতদ্দারা পাণিনির উপনিষদ্-বিজ্ঞতা প্রতিপন্ন হইতেছে না। পাণিনি যখন একটী নির্দ্দিষ্ট সূত্রে 'উপনিষদ্' শব্দের উল্লেখ করিয়াও তাহা বেদাংশ ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন, তখন তদানীন্তন সময়ে বৈদিক সাহিত্যের এই অংশ যে প্রচররূপ ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না [৬৯]।

কেবল কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা পাণিনির পরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি ঋক্ ও সামবেদের বিষয়ও যে অবগত ছিলেন,

---

৬৮ ১।৪।৭৯ : জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে।

৬৯ Müller's 'An. San. Lit.,' P. 340.

তাহা তদীয় কতিপয় সূত্র-দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে [১০]। কিন্তু অথর্ব্ববেদের সম্বন্ধে ঈদৃশ কোন নিদর্শন লক্ষিত হয় না। এতন্নিবন্ধন এই শেষোক্ত চতুর্থ বেদ পাণিনির আবির্ভাব-সময়ের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। 'অথর্ব্বন্' শব্দ পূর্ব্বোল্লিখিত 'শতপথ' ও 'উপনিষদ্' প্রভৃতির ন্যায় ৪।২।৩৮ ও ৪।২।৬৩ সংখ্যক সূত্রে ভিক্ষা এবং বসন্তাদিগণের মধ্যে উক্ত হইয়াছে। পাণিনীয় ৪।৩।১১৩ ও ৬।৪।১৭৪ সংখ্যক সূত্রে 'আথর্ব্বনিক' শব্দ বিনি-বিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু চতুর্থ বেদপ্রতিপাদক 'অথর্ব্বন্' শব্দ কোন স্থলে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই। সবার্ত্তিক সূত্রের ভাষ্যকার পতঞ্জলি এই 'আথর্ব্বনিক' শব্দ ঋত্বিক্ বিশেষের ধর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২।৪।৬৫ সংখ্যক সূত্রে অথর্ব্ববেদোক্ত অঙ্গিরস্ ঋষির নাম আছে বটে, কিন্তু প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে 'অথর্ব্বাঙ্গিরস্' শব্দের উল্লেখ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত কারণে অথর্ব্ববেদ পাণিনির পারসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষতঃ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ অপেক্ষা অথর্ব্ববেদ আধুনিক। শাস্ত্রকারগণের মতে প্রাগুক্ত তিন বেদ যজ্ঞকার্য্য-নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজিত হয় বলিয়া 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অথর্ব্ববেদ যজ্ঞ-কার্য্যের অনুপযোগী, সুতরাং

---

[১০] ঋগ্বেদ-পরিজ্ঞান-নির্ণায়ক সূত্র :—

৬।৩।৫৫ : ঋচঃ শে।

৬।৩।১৩৩ : ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাম্।

৭।৪।৩৯ : কব্যধ্বরপৃতনস্যর্চি লোপঃ। ইত্যাদি।

সামবেদ-পরিজ্ঞান-নির্ণায়ক সূত্র :—

১।২।৩৪ : যজ্ঞকর্ম্মণ্যজপন্যূঙ্খসামসু।

৪।২।৭ : দৃষ্টং সাম। ইত্যাদি।

ইহা ত্রয়ীর অন্তর্ভূক্ত নহে। মারণোচ্চাটনাদি অভিচার কার্য্যেই এই চতুর্থ বেদ প্রয়োজিত হইয়া থাকে[১১]। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, এই বেদ কেবল ম্লেচ্ছদিগের নিমিত্ত প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই কৌতুকাবহ জনপ্রবাদও অথর্ব্ববেদের আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। ঈদৃশ আধুনিক গ্রন্থ যে প্রাচীনতম বৈদিক ঋষি পাণিনির সময়ে বর্ত্তমান ছিল, এরূপ অনুমান করা সর্ব্বথা অসঙ্গত[১২]।

পাণিনির সময়ে যে ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা তৎপ্রণীত সূত্রের কোনও স্থলে উল্লিখিত হয় নাই। ৩।৩।১২২ সংখ্যক সূত্রে 'ন্যায়' শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা কেবল শব্দগত ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শনার্থই উক্ত হইয়াছে[১৩]। ৩।৩।৩৭ সংখ্যক সূত্রে এই ব্যুৎপত্তিলব্ধ 'ন্যায়' শব্দ 'উচিত' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে[১৪]। কিন্তু ইহা কোন স্থলে স্বনাম-প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-বিশেষের দ্যোতকরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। পাণিনি

---

[১১] "অথর্ব্ববেদস্য * * * চতুর্থ-বেদত্বেপি প্রায়েণাভিচারার্থত্বাৎ যজ্ঞবিদ্যায়ামনুপযোগাচ্চানির্দ্দেশঃ। তথাহি ঋগ্বেদেনৈব হৌত্রং কুর্ব্বন্ যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যবং সামবেদেনোদ্গাত্রং যদেব ত্রয্যৈ বিদ্যায়ৈ শুক্লস্তেন ব্রহ্মত্বমিতি শ্রুতেস্ত্রয়ীসম্পাদ্যত্বং যজ্ঞানাং জ্ঞায়তে।"

মনুসংহিতা। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের কুল্লূকভট্ট-কৃত টীকা দেখুন।

[১২] Goldstücker's Pāṇini, P. 142-143.

[১৩] ৩।৩।১২২ : অধ্যায়-ন্যায়োদ্যাব-সংহারাশ্চ।

সিদ্ধান্তকৌমুদী :—অধীয়তেঽস্মিন্ • অধ্যায়ঃ। নিয়ন্তি উদ্যুবন্তি সংহরন্ত্যনেনেতি বিগ্রহঃ।

কাশিকা :—নীয়তে (নি+ইয়তে) অনেনেতি ন্যায়ঃ।

[১৪] ৩।৩।৩৭ : পরিন্যোর্নীণোর্দ্যূতাভ্রেষয়োঃ।

একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াও যখন 'ন্যায়' শব্দ, প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; তখন তদীয় সময়ে যে এই শাস্ত্র ভবিষ্য কালগর্ভে নিহিত ছিল, ইহাই অধিকতর সত্য বলিয়া বোধ হয়।

পাণিনীয় ৪।২।৬০ সংখ্যক সূত্রে উক্‌থাদিগণের মধ্যে 'ন্যায়' শব্দের নির্দ্দেশ আছে। এই ন্যায় শব্দ হইতেই উক্ত সূত্রানুসারে 'নৈয়ায়িক' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ গণ যে পাণিনির স্বরচিত নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। কালান্তরাগত বৈয়াকরণ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই এই গণোক্ত শব্দসমূহ নির্দ্ধারিত ও নিবেশিত হইয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্রকার গোতম স্বপ্রণীত সূত্রে ব্যাকরণ-গত শব্দ প্রভৃতির নিত্যত্ব-বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। এই গোতমও ব্যাকরণ-সূত্রকার পাণিনির পারসাময়িক। গোতম জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তির সমবায়কে 'পদার্থ' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ পদার্থ নির্ণয় করিতে হইলেই তাহার জাতি, অবয়বসংস্থান ও বিশেষ মূর্ত্তি স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে[৭৫]। এই সংজ্ঞাবাচক জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তির মধ্যে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয়টী পাণিনীয় সূত্রে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু গোতম যে অর্থে এই সংজ্ঞাদ্বয় প্রযুক্ত করিয়াছেন, পাণিনি তদ্রূপ অর্থে উহার প্রয়োগ করেন নাই। পাণিনি ১।২।৫২ সংখ্যক সূত্রে যে জাতি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহার উদাহরণ-স্থলে

---

[৭৫] 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়স্তু পদার্থঃ'। ব্যক্তির্গুণবিশেষাশ্রয়ো মূর্ত্তিঃ। আকৃতির্জাতি-লিঙ্গাখ্যা। 'সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ'।

ন্যায়-সূত্র।

বৃক্ষ-বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন[১৬]। এতদ্ভিন্ন এই শব্দ ৫।২।১৩৩ সংখ্যক সূত্রে হস্তিবাচক, ৫।৪।৩৭ সংখ্যক সূত্রে ওষধিবাচক, ৫।৪।৯৪ সংখ্যক সূত্রে শকট, প্রস্তর, লৌহ ও

---

[১৬] ১।২।৫২—বিশেষাণাং চাজাতেঃ।

কাশিকাবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত-কৌমুদীকার 'চাজাতেঃ' পদের সন্ধি বিশ্লেষপূর্ব্বক 'চ অজাতেঃ' এই দুইটী পৃথক্ পদ নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি 'অজাতেঃ' স্থলে 'আ জাতেঃ' পদ স্বীকার করিয়াছেন। বিশিষ্ট ধীরতা-সহকারে বিবেচনা করিলে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির পক্ষই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। পাঠকবর্গের বিবেচনার নিমিত্ত এই স্থলে পতঞ্জলির বিচার উদ্ধৃত হইল :—

পতঞ্জলি :—'কথমিদং বিজ্ঞায়তে। জাতির্যদ্বিশেষণমিতি। আহোস্বিজ্জাতে র্যানি বিশেষণানীতি। কিং চাতঃ। যদি বিজ্ঞায়তে জাতি র্যদ্বিশেষণমিতি সিদ্ধং পঞ্চালা জনপদ ইতি। সুভিক্ষঃ সম্পন্নপানীয়ঃ বহুমাল্যফল ইতি ন সিধ্যতি। অথ বিজ্ঞায়তে। জাতে র্যানি বিশেষণানীতি। সিদ্ধং সুভিক্ষঃ সম্পন্নপানীয়ঃ বহুমাল্যফল ইতি। পঞ্চালা জনপদ ইতি ন সিধ্যতি। এবং তর্হি নৈবং বিজ্ঞায়তে জাতির্যদ্বিশেষণমিতি নাপি জাতে র্যানি বিশেষণানীতি। কথং তর্হি বিশেষণানাং যুক্তবদ্ভাবো ভবতি।' বার্ত্তিক :—'আ জাতেঃ।' পতঞ্জলি :—'আ জাতিপ্রয়োগাৎ। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে।' বার্ত্তিক :—'বিশেষণানাং বচনং জাতিনিবৃত্ত্যর্থম্।' পতঞ্জলি :—'জাতিনিবৃত্ত্যর্থোঽয়মারম্ভঃ। কিমুচ্যতে জাতিনিবৃত্ত্যর্থ ইতি ন পুনর্বিশেষণানামপি যুক্তবদ্ভাবো যথা স্যাদিতি।' বার্ত্তিক :—'সমানাধিকরণত্বাৎ সিদ্ধম্।' পতঞ্জলি :—'সমানাধিকরণত্বাদ্বিশেষণানাং যুক্তবদ্ভাবো ভবিষ্যতি।, 'যদ্যেবং নার্থোঽনেন লুপ্তোঽন্যত্রাপি জাতেযুর্ক্তবদ্ভাবো ন ভবতি। কান্যত্র। • বদরী সূক্ষ্মকণ্টকা মধুরা বৃক্ষ ইতি।' কৈয়ট (কৈয্যট) :—অজাতেরিত্যসমর্থসমাসঃ। ভবতি নানঞঃ সম্বন্ধাৎ। উভয়থা চাব্যাপ্তিপ্রতিষেধস্যেতি প্রশ্নঃ আ জাতিপ্রয়োগাদিতি সূত্র আঙঃ প্রশ্লেষঃ ন তু নঞঃ।'

সরোবরবাচক, ৬।২।১৪৩ সংখ্যক সূত্রে ফলবাচক, ৬।৩।১০৩ সংখ্যক সূত্রে তৃণবাচক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যে উদাহরণগুলি উপন্যস্ত হইল, তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে, পাণিনি যাহা জাতি-বাচক বলিয়া অবগত ছিলেন, গোতম তাহাই আকৃতি-বাচক বলিয়া জানিতেন[১১]। সুতরাং দৃঢ়তা-সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, গোতম ন্যায়সূত্র-সিদ্ধ অর্থানুসারে যে জাতি-সংজ্ঞায় পদার্থসমূহ বিশেষিত করিয়াছেন, পাণিনির সময়ে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না।

পাণিনি ১।২।৫১ সংখ্যক সূত্রে একবার মাত্র ব্যক্তি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, এই 'ব্যক্তি' শব্দ ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ লিঙ্গার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা কোন স্থলে ন্যায়-সূত্রানুসারে গণাশ্রয়িণী বিশেষ-মূর্ত্তিবাচক অর্থে উক্ত হয় নাই। ২।৪।১৩, ২।৪।১৫, ও ৫।৩।৪৩ সংখ্যক সূত্রে 'অধিকরণ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। টীকাকারগণ এই 'অধিকরণ' শব্দ দ্রব্যার্থ-বাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার সহিত অনায়াসে 'বিশেষ্য' শব্দ তুলনীয় হইতে পারে। কিন্তু এই বিশেষ্য বিশেষণের (গুণের) আধারস্থানীয়। ইহা জাতি-দ্যোতক নহে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ন্যায়সূত্র-প্রণেতা গোতম যে অর্থে 'জাতি' ও 'ব্যক্তি' সংজ্ঞা প্রযুক্ত করিয়াছেন, পাণিনি তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য অর্থে উক্ত সংজ্ঞাদ্বয় স্বপ্রণীত বৈয়াকরণ সূত্রে নিবেশিত করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনি গোতমের

---

[১১] ৪।১।৬৩ সংখ্যক সূত্রের কারিকায় ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যথা :—

'আকৃতি-গ্রহণা জাতি র্লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্ ।
সকৃদাখ্যাত-নির্গ্রাহ্যা গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ ॥'

পৌর্ব্ব-সাময়িক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছেন। সমকালীন অথবা পারসাময়িক হইলে তিনি অবশ্যই গোতম-নির্দ্দিষ্ট অর্থের উল্লেখ করিয়া যাইতেন [১৮]।

মীমাংসা শব্দের সহিত বৈয়াকরণ সূত্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে। পাণিনি এতন্নিবন্ধন ১।৩।৬২ ও ৩।১।১০২ সংখ্যক সূত্রানুসারে এই শব্দটীর সাধন-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু 'মীমাংসা' নামক প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্র পাণিনির পারসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। এই শাস্ত্র-প্রতিপাদক 'মীমাংসা' ও তৎশাস্ত্রজ্ঞ-দ্যোতক 'মীমাংসক' শব্দ পাণিনীয় সূত্রের কোনও স্থলে উক্ত হয় নাই। অধিক কি, এই শাস্ত্র-প্রণেতা জৈমিনির নামও পাণিনির সূত্রে দৃষ্ট হয় না [১৯]। পাণিনির

---

[১৮] কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি গোতম-প্রণীত সূত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। কাত্যায়ন ১।৪।১ সংখ্যক সূত্রের বার্ত্তিকে লিখিয়াছেন, 'অসর্ব্বলিঙ্গা জাতিঃ।' ৭।১।৭৪ সংখ্যক সূত্রে আকৃতি-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 'ন বা সমানায়ামাকৃতৌ ভাষিতপুংস্ক-বিজ্ঞানাৎ'; ইহাতে বোধ হয় গোতম-নির্দ্দিষ্ট আকৃতি সংজ্ঞা পাণিনির পরিজ্ঞাত ছিল। পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যাবতরণিকায় লিখিয়াছেন, 'কিং পুনরাকৃতিঃ পদার্থ আহোস্বিদ্দ্রব্যম্। উভয়মিত্যাহ। কথং জ্ঞায়তে। উভয়থা হ্যাচার্য্যেণ সূত্রাণি প্রণীতানি। আকৃতিং পদার্থং মত্বা জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহু-বচনমন্যতরস্যামিত্যুচ্যতে। দ্রব্যং পদার্থং মত্বা সরূপাণামেকশেষ আরভ্যতে।' পতঞ্জলির এই বাক্যে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, তিনি গোতম-প্রণীত সূত্র অবগত ছিলেন, অন্যথা কথনও উভয় পক্ষ প্রদর্শিত হইত না। অতএব কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি যে পাণিনির পরবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না।

[১৯] সিদ্ধান্তকৌমুদীস্থ ২।১।৫৩ সূত্রে 'মীমাংসকদুর্দ্দুরুট' ও কাশিকার ২।২।৩৮ সূত্রে 'জৈমিনিকড়ার' অথবা 'কড়ারজৈমিনি' পদের উল্লেখ

সময়ে এই দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত থাকিলে অবশ্যই তদীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত।

মীমাংসার ন্যায় বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনও পাণিনীয় সূত্রের বহিশ্চর হইয়া রহিয়াছে। মীমাংসার ন্যায় বেদান্ত শব্দের সহিত বৈয়াকরণ সূত্রের তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা নাই। এরূপ হইলেও পাণিনি যদি 'বেদান্তিন্' (বেদান্তজ্ঞ) শব্দটী অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কোন বিশেষ সূত্রে ইহার উল্লেখ করিতে ত্রুটী করিতেন না। এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য-প্রতিপাদনে আমাদিগকে অধিক আয়াস-স্বীকার করিতে হইবে না। ৪।২।৬২ সংখ্যক সূত্রই এ বিষয়ের পোষকতা করিতেছে। পাণিনি, 'অনুব্রাহ্মণিন্' (ব্রাহ্মণ-সদৃশ গ্রন্থ, অথবা তদ্গ্রন্থাধ্যায়ী) পদ প্রদর্শনার্থ এই সূত্রটী উপন্যস্ত করিয়াছেন। পাণিনির সময়ে যদি বেদান্তদর্শন পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে সূত্র-প্রণেতা, 'অনুব্রাহ্মণিন্' পদের ন্যায় 'বেদান্তিন্' পদ প্রদর্শনার্থও কোন বিশেষ নিয়মের বিধান করিয়া যাইতেন, সন্দেহ নাই।

'সাংখ্য' একটী বিশেষ-প্রকৃতিক পদ। ইহা 'সংখ্যা' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাণিনির সময়ে এই প্রসিদ্ধ দর্শনের অস্তিত্ব থাকিলে তিনি পুংলিঙ্গান্ত 'সাংখ্য' শব্দ সাংখ্যদর্শন-ব্যবসায়-দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না [৮০]।

আছে। কিন্তু ভাষ্য প্রভৃতিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং উহা যে ভট্টোজি দীক্ষিত ও জয়াদিত্যের স্বকপোল-কল্পিত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

৮০ পুংলিঙ্গান্ত 'সাংখ্য' পদ সাংখ্য-দর্শন-মতাবলম্বীদিগকে বুঝাইয়া থাকে। যথা :—

পাণিনির ১।২।৫৪, ৫৫, ও ৩।৪।২০ প্রভৃতি সূত্রে 'যোগ' শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই 'যোগ' শব্দ স্বনামপ্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদক নহে। ৫।১।১০২ সংখ্যক সূত্রে 'যোগ্য' ও 'যৌগিক' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার সহিত দর্শনশাস্ত্রগত অর্থের কোনও সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না। 'যোগী' পদ সাধনের সূত্র (৩।২।১৪২) নির্দ্দেশ থাকাতে বোধ হয় পাণিনি 'যোগ' শব্দ যতিগণের অবলম্বিত ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। কিন্তু যে শব্দ যতিধর্ম্মাবলম্বিপ্রতিপাদক তাহা কখনও যোগদর্শন-ব্যবসায়ি-দ্যোতক হইতে পারে না। পাণিনি যখন প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রার্থে যোগ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, তখন উহা তাঁহার পারসাময়িক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, পাণিনির সময়ে শুক্ল যজুর্ব্বেদ, আরণ্যক অধ্যায়, উপনিষদ্, অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল না। এই মতানুসারে পাণিনি পুরাণ-প্রোক্ত বৈদিক ঋষিগণের ন্যায় অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। এই প্রাচীনত্ব কতদূর সীমাবদ্ধ তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার অগ্রে কতিপয় আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যাস্ক একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। তৎপ্রণীত 'নিরুক্ত' পবিত্র বেদ-মন্দিরের নিঃশ্রেণী স্বরূপ। শিক্ষাগ্রন্থে এই নিরুক্ত বেদের শ্রোত্ররূপে বর্ণিত হইতেছে [৮১]। এই নিরুক্তকার যাস্ক

'বহুধাত্মসুদেহগতেষু প্রতিশরীরং বাহ্যাভ্যন্তরাবিশেষেণ সংনিহিতেষু মনোবাক্কায়ৈর্ধর্ম্মাধর্ম্ম-লক্ষণমদৃষ্টমুতার্জ্যতে। সাঙ্খ্যানাং তাবত্তৎ।' বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্য।

[৮১] 'জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্ ॥'

পাণিনির পূর্ব্ব কি পরবর্ত্তী তদ্বিষয় লইয়া ভট্ট মোক্ষমূলর ও আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের বিশিষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা এতক্ষণ কেবল গোল্ডষ্টুকরেরই পোষকতা করিয়া আসিতেছিলাম। ফলে গোল্ডষ্টুকরের যুক্তি-বলেই মহাকবি কালিদাসের উদাহৃত বজ্র-সমুৎকীর্ণ মণির অভ্যন্তরে সূত্রের ন্যায় আমাদিগের প্রস্তাব এতদূর লব্ধপ্রসর হইয়াছে। গোল্ডষ্টুকর আমাদিগের এইরূপ পথপ্রদর্শক হইলেও তিনি প্রস্তাবিত বিষয়প্রসঙ্গে মোক্ষমূলরের প্রতি যে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

ভট্ট মোক্ষমূলর স্বপ্রণীত 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের ইতিহাস' নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন, "নিরুক্তের প্রারম্ভে শব্দের ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সংস্কৃতধাতু-পরিজ্ঞানবিষয়ে অতি উপকারজনক। কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, ক্রিয়া, উপসর্গ প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাকরণোক্ত বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু নিরুক্তে কেবল এই বিভাগই পর্য্যাপ্ত বোধ হয় নাই। 'ক্রিয়াই সমুদয় সংজ্ঞার (নামের) উৎপত্তি-ক্ষেত্র কি না', এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া নিরুক্তকার, বৈয়াকরণ বিজ্ঞানের একটী অত্যাবশ্যক সম্পাদ্য সূত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অধিকাংশ শব্দই যে ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এটী কেহই অস্বীকার করিবেন না। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈয়াকরণগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'কর্ত্তা' কৃ ধাতু হইতে এবং 'পাচক' পচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম কি সমুদয় শব্দেই উপগত হইতে পারে? শাকটায়ন নামক একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ ও দার্শনিক সাহস-সহকারে এই প্রশ্নের সম্মতি-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। এই শাকটায়নই নৈরুক্ত সম্প্রদায়ের নেতা।

ইঁহারা সমুদয় শব্দই ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন।" [৮২]

আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর, মোক্ষমূলরের এই লিখন-ভঙ্গীতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিরুক্তকার যখন কাত্যায়ন অপেক্ষা বৈয়াকরণ বিজ্ঞানে সমধিক প্রাবীণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তাঁহার (মোক্ষমূলরের) মতে নিরুক্তকার অবশ্যই প্রাতিশাখ্যকারের পরবর্ত্তী, এবং 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের ইতিহাসে' যখন এই প্রাতিশাখ্যকার কাত্যায়নকে পাণিনির সমালোচক ও সমকালীন ব্যক্তি বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, তখন তদীয় মতানুসারে পাণিনিও নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী [৮৩]। আমরা গোল্ডষ্টুকর-কৃত এই সিদ্ধান্তের সারবত্তাবধারণে অসমর্থ হইলাম। মোক্ষমূলরের উক্ত বাক্যে যাস্ক কখনই পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। মোক্ষমূলর স্পষ্টাক্ষরে যাস্ককে, পাণিনি ও কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের শাকল-প্রাতিশাখ্যে যাস্কের নাম উক্ত হইয়াছে [৮৪]। মোক্ষমূলরের মতানুসারে এই প্রাতিশাখ্য পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তিনি যে যাস্ককে পাণিনির পারসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে [৮৫]। যাস্ক যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, পাণিনীয় সূত্রেই তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। ২।৪।৬৩ সূত্রানুসারে স্পষ্ট

---

৮২ Müller's 'An. San. Lit.' P. 163-164.

৮৩ Goldstücker's Pāṇini P. 221.

৮৪ মোক্ষমূলরই শাকল-প্রাতিশাখ্যে 'ইতি বৈয়াস্কঃ' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ইতি বৈ যাস্কঃ' পাঠ প্রচলিত করেন। Müller's 'An. San. Lit.,' P. 149.

৮৫ Müller's 'An. San. Lit.,' p. 120-123, and Preface to Rigveda, Vol. IV. P. lxxii.

বোধ হয় পাণিনি যাস্কের নাম অবগত ছিলেন, অন্যথা তিনি উক্ত সূত্রে যাস্কাদিগণের আদিতে যাস্কের নাম নিবেশিত করিতেন না[৮৬]। যাস্ক স্বপ্রণীত নিরুক্তে অতি বিশদরূপে উপসর্গের বর্ণনা করিয়াছেন[৮৭]। পাণিনির অনেক সূত্রে উপসর্গের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কোন সূত্রেই উপসর্গের অর্থ নির্দ্ধারিত হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণ যাস্ক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় পাণিনি উক্ত বিষয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। পাণিনি যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তিনি কখনও ব্যাকরণের একটী বিশেষ অঙ্গের বৈকল্য সম্পাদন করিয়া যাইতেন না। ইহাও যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তিতার একটী প্রমাণ[৮৮]।

---

৮৬ ২।৪।৬৩ : যাস্কাদিভ্যো গোত্রে।

৮৭ 'ন নির্ব্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নো নামাখ্যাতয়োস্ত কর্ম্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্ত্যুচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবন্তীতি গার্গ্যস্তদ্য এষু পদার্থঃ প্রাহুরিমে তং নামাখ্যাতয়োরর্থবিকরণম্। আ ইত্যর্বাগর্থে প্র-পরেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যমভীত্যাভিমুখ্যং প্রতীত্যেতস্য প্রাতিলোম্যমতি-সু ইত্যভিপূজিতার্থে নিদুরিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যং ন্যবেতি বিনি-গ্রহার্থীয়া উদিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যং সমিত্যেকীভাবং ব্যপেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যমন্বিতি সাদৃশ্যাপরভাবমপীতি সংসর্গমুপেত্যুপজনঃ পরীতি সর্ব্বতোভাবমধীত্যুপরিভাবমৈশ্বর্য্যং বৈবমুচ্চাবচানর্থান্ প্রাহু স্ত উপেক্ষি-তব্যাঃ।' নিরুক্ত।

৮৮ শ্রীযুত জে মুইর স্বপ্রণীত 'সংস্কৃত মূল' নামক গ্রন্থে প্রস্তাবিত বিষয়সম্বন্ধে গোল্ডষ্টুকরের সিদ্ধান্তটী প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। স্বয়ং কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। গোল্ডষ্টুকর মোক্ষমূলরের বাক্য বুঝিতে না পারিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার সংশোধন না করা নিরতিশয় বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। See Muir's 'Sanskrit Texts', Vol. II. p. 153-154.

এই যাস্কের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-দিগের মধ্যে মত-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ভট্ট মোক্ষমূলরের মতানুসারে যাস্ক খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন [৮৯]। পণ্ডিতবর মনিয়ার্ উইলিয়াম্‌সের মতে যাস্ক সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন [৯০]। আমরা এই মতদ্বয়ের কোনটীতেই আস্থাবান্ হইতে পারিলাম না। আমাদিগের মতে যাস্ক, বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, যাস্ক যখন পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সাধারণ্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তখন পাণিনির সময় নির্ণীত হইলেই যাস্কের আবির্ভাবকাল অবধারিত হইতে পারিবে। আমরা পাণিনির সময় নির্ণয় পর্য্যন্ত এ বিষয়ে পাঠকগণের ধৈর্য্যের আশা করি।

এই পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, ব্যাড়ির (ব্যালি) সহিত পাণিনির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধটী এ পর্য্যন্ত বিশদীকৃত হয় নাই। ব্যাড়ি একজন অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। তৎপ্রণীত লক্ষশ্লোকাত্মক গ্রন্থ 'সংগ্রহ' নামে প্রসিদ্ধ [৯১]। পাণিনির ২।৩।৬৬ সংখ্যক সূত্রে এই সংগ্রহকারের সম্বন্ধে পতঞ্জলি কর্ত্তৃক এই উদাহরণটী প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা; দাক্ষায়াণ-কৃত সংগ্রহ অতি সুন্দর [৯২]।

---

[৮৯] 'Chips from a German Workshop.' Vol. I. P. 74.

[৯০] Monier Williams's 'Indian Wisdom.' P. 167.

[৯১] পতঞ্জলি :—সংগ্রহ এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতম্। কৈয়ট (কৈয্যট):—সংগ্রহ ইতি গ্রন্থবিশেষে। নাগোজী ভট্ট:—সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতো লক্ষশ্লোকসংখ্যো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধিঃ।

[৯২] ২।৩।৬৬ঃ শেষে বিভাষা। পতঞ্জলি :—শোভনা খলু পাণিনেঃ সূত্রস্য কৃতিঃ। শোভনা খলু পাণিনিনা সূত্রস্য কৃতিঃ। শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ। শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্য কৃতিঃ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্যাড়িই 'সংগ্রহ' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণেতা। অতএব পতঞ্জলির উদাহৃত দাক্ষায়ণ ও ব্যাড়ি উভয়েই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। দক্ষের অপত্য দাক্ষি [১৩]। অতএব কেবল দক্ষবংশোদ্ভব ব্যক্তি 'দাক্ষায়ণ' বলিয়া উক্ত হয় না, দাক্ষি-গোত্রজও দাক্ষায়ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাণিনি, প্রপৌত্রাদি অতি দূরতর বংশীয়দিগকে 'যুবন্' সংজ্ঞায় বিশেষিত করিয়াছেন [১৪]। টীকাকারগণ এই 'যুবন্' অর্থে 'দাক্ষি' শব্দ হইতে 'দাক্ষায়ণ' পদ সিদ্ধ করিয়াছেন [১৫]। অতএব দাক্ষায়ণ, দাক্ষির অন্ততঃ প্রপৌত্র, অর্থাৎ দাক্ষির অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন [১৬]।

---

১৩ ৪।১।৯৫ : অত ইঞ্।

বার্ত্তিক :—ইঞো বৃদ্ধাবৃদ্ধাভ্যাং ফিঞ্ফিনৌ বিপ্রতিষেধেন।

ভাষ্য :—ইঞো বৃদ্ধাবৃদ্ধাভ্যাং ফিঞ্ফিনৌ ভবতঃ বিপ্রতিষেধেন। ইঞোঽবকাশঃ। দাক্ষিঃ। কাশিকা :—দক্ষস্যাপত্যং দাক্ষিঃ।

১৪ ৪।১।১৬২ : অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্।

৪।১।১৬৩ : জীবতি তু বংশ্যে যুবা।

৪।১।১৬৪ : ভ্রাতরি চ জ্যায়সি।

৪।১।১৬৫ : বান্যস্মিন্ সপিণ্ডে স্থবিরতরে জীবতি।

১৫ ৪।১।১০১ : যঞিঞোশ্চ। কাশিকা :—যঞন্তাদিঞন্তাচ্চাপত্যে ফক্প্রত্যয়ো ভবতি। গার্গ্যায়ণঃ। বাৎস্যায়নঃ। ইঞন্তাৎ—দাক্ষায়ণঃ।

২।৪।৫৮ : ণ্যক্ষত্রিয়ার্ষঞিতো যূনি লুগ্ণিঞোঃ। কাশিকা :—অণিঞোরিতি কিম্। দাক্ষেরপত্যং যুবা দাক্ষায়ণঃ।

১৬ বঙ্গদর্শনের 'আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর-কৃত পাণিনি-বিচার' লেখক এস্থলে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি কেবল ৪।১।১৬২ (অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্) সূত্রানুসারেই 'যুবন্' শব্দ পৌত্রপ্রপৌত্রাদিদ্যোতক

এদিকে পতঞ্জলির নির্দ্দেশানুসারে পাণিনির মাতার নাম দাক্ষী [১৭]। এই দাক্ষী পূর্ব্বোক্ত দক্ষতনয় দাক্ষির জ্যেষ্ঠা ভগিনী [১৮]। অতএব পাণিনি, ব্যাড়ির পূর্ব্ববর্ত্তী ও অতি নিকট আত্মীয়, এবং ব্যাড়ি অপেক্ষা অন্ততঃ দুই পুরুষ ব্যবহিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পাণিনি প্রপৌত্র অপেক্ষাও অধস্তন পুরুষদিগকে (বৃদ্ধ প্রপৌত্র, অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রপ্রভৃতি) 'যুবন্'

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনি উক্ত সূত্রে 'গোত্র' সংজ্ঞার বিধান করিয়াছেন মাত্র। তৎপরবর্ত্তী তিন সূত্রানুসারে 'যুবন্' সংজ্ঞা প্রপৌত্রাদি হইতে আরব্ধ হইবে। 'পৌত্র' উক্ত সংজ্ঞার বিষয়াক্রান্ত নহে।

বঙ্গদর্শন। প্রথম খণ্ড। ২৭০ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৭ কারিকা :—'সর্ব্বে সর্ব্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ'।

'অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি, পাণিনীয়ং মতং যথা ॥

শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে।

বাঙ্ময়েভ্যঃ সমাহৃত্য দেবীং বাচমিতি স্থিতিঃ ॥'

Comp. Monier Williams's 'Indian Wisdom.' P. 172.

১৮ ১।২।৬৫ : বৃদ্ধো যূনা তল্লক্ষণশ্চেদেব বিশেষঃ। ১।২।৬৬ : স্ত্রী পুংবচ্চ।

কাশিকা :—বৃদ্ধো যূনেতি চ সর্ব্বম্। স্ত্রী বৃদ্ধা যূনা সহ বচনে শিষ্যতে। তল্লক্ষণশ্চেদেব বিশেষো ভবতি। পুংস ইবাস্যাঃ কার্য্যং ভবতি। স্ত্র্যর্থঃ পুমর্থবদ্ভবতি। গার্গী চ গার্গ্যায়ণশ্চ গার্গী। বাৎসী চ বাৎসায়নশ্চ বাৎসী। দাক্ষী চ দাক্ষায়ণশ্চ দাক্ষী *।

---

* আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর-প্রণীত পাণিনি-বিচারে "গার্গীচ গার্গ্যায়ণশ্চ গার্গ্যৌ। বাৎসীচ বাৎস্যায়নশ্চ বাৎস্যৌ। দাক্ষীচ দাক্ষায়ণশ্চ দাক্ষ্যৌ" এইরূপ লিখিত আছে। পুংলিঙ্গবৎ কার্য্য হইলে "গার্গ্যৌ" প্রভৃতি পদত্রয় কিরূপে সিদ্ধ হইবে, বুঝিতে পারিলাম না। Goldstücker's Pāṇini. P. 211. note. 239.

শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এস্থলে কেবল প্রপৌত্র অবধি করিয়াই পাণিনি ও ব্যাড়ির সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম। পাণিনি যে ব্যাড়ির পূর্ব্ববর্ত্তী ও আত্মীয় কেবল তাহারই প্রমাণ প্রদর্শন করা আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রপৌত্র অপেক্ষা অধস্তন পুরুষ ধরিয়া গণনা করিলে পাণিনি ব্যাড়ির আরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, পাঠকবর্গের সুস্পষ্ট বোধ ও গণনার বৈশদ্যসম্পাদনার্থ উক্ত বংশাবলি নিম্নে যথাযথ প্রদর্শিত হইল ঃ—
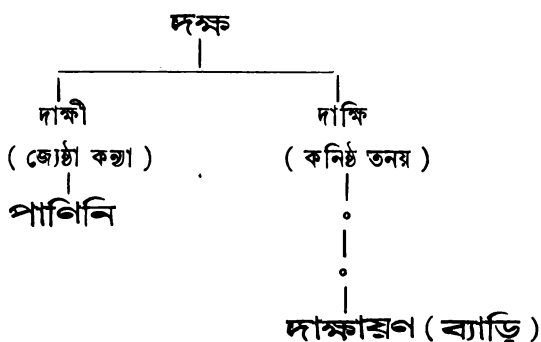
পাণিনি যে ব্যাড়ির পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে অন্য একটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। পাণিনি ৬।২।৩৬ সংখ্যক সূত্রে এই বিধান করিয়াছেন যে, দ্বন্দ্বসমাসে আচার্য্যের নামানুসারে বিশেষিত অন্তেবাসিদিগের পূর্ব্বপদ যথাবৎ স্বরে উচ্চারিত হইবে। কাত্যায়ন এই সূত্রের বার্ত্তিকে উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে অনেকগুলি আচার্য্যশিষ্যের নাম একত্র গ্রথিত হইবে, সেখানে অনেকের পূর্ব্ব-পদত্বের সম্ভাবনা হেতু কোন্‌টী যথাবৎ স্বরে উচ্চারিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। পতঞ্জলি কাত্যায়নের পোষকতা করিয়া 'আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গোতমীয়াঃ' এই অনেক আচার্য্য-শিষ্যসম্ভাবান্বিত বাক্যটী উদাহরণস্বরূপ উপন্যস্ত

করিয়াছেন [৯৯]। পতঞ্জলি-প্রদর্শিত এই উদাহরণে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, আপিশলি, পাণিনি, ব্যাড়ি ও গোতম পরস্পর পর্য্যায়ক্রমসম্বদ্ধ। আপিশলি যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে পতঞ্জলির উদাহরণানুসারে আপিশলি-শিষ্যের পরবর্ত্তী পাণিনি-শিষ্য, তৎপরবর্ত্তী ব্যাড়ি-শিষ্য ও সর্ব্ব-পশ্চাৎ গোতম-শিষ্যের স্থান নিরূপিত হইতেছে। অতএব পাণিনি যে ব্যাড়ির পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না [১০০]। পূজ্য ব্যক্তি ও কালগণনায় যে পূর্ব্ববর্ত্তী সচরাচর তাহার নামই পূর্ব্বে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। পাণিনির ২।২।৩৪ সংখ্যক সূত্রের বার্ত্তিকে ও সবার্ত্তিক সূত্রের ভাষ্যে ইহার যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইতেছে। পাণিনি এই সূত্রে কেবল অল্পতর স্বরবিশিষ্ট শব্দের পূর্ব্বসন্নিবেশের বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পূজ্য ব্যক্তির নাম পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইবে, পরন্তু আনুপূর্ব্যানুসারে ঋতু, নক্ষত্র ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণের প্রয়োগ থাকিবে, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামও পূর্ব্বে প্রয়োজিত হইবে [১০১]। পতঞ্জলি-প্রদর্শিত উদাহরণে যখন পাণিনির পরে ব্যাড়ির সন্নিবেশ হইয়াছে তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি অবশ্যই দ্বিতীয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী।

---

৯৯ ৬।২।৩৬ : আচার্য্যোপসর্জনশ্চান্তেবাসী।

বার্ত্তিক :—আচার্য্যোপসর্জনেঽনেকস্যাপি পূর্ব্বপদত্বাৎ সন্দেহঃ।

ভাষ্য :—আচার্য্যোপসর্জনেঽনেকস্যাপি পদস্য পূর্ব্বপদত্বাৎ সন্দেহো ভবতি। আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ।

১০০ Goldstücker's Pāṇini. p. 212-213.

১০১ ২।২।৩৪ : অল্পাচ্‌তরম্‌।

বার্ত্তিক :—অভ্যর্হিতঞ্চ।

পাণিনির পৌর্ব্বসাময়িক যে কয়েকজন বৈয়াকরণ ছিলেন, যথাস্থলে তাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে যাস্ক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ব্যাড়ি ও কাত্যায়ন পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ইহাতে বৈয়াকরণ-ব্যূহের মধ্যে পাণিনির স্থান নিরূপিত হইল বটে, কিন্তু তদীয় আবির্ভাব-সময়ের রহস্যোদ্ভেদ হইল না। বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে পাণিনির আবির্ভাব-সময় নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভাবিত। যে দেশের ইতিহাস নাই, ইতিহাস-স্থানীয় বিষয়-পরম্পরা নাই, তদ্দেশীয় লোকের জীবনী-সঙ্কলনের প্রয়াস অন্ধকারে লোষ্ট্রনিক্ষেপের ন্যায় অদৃষ্টলক্ষ্যানুসারী। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত বিষয়-সম্বন্ধে যতদূর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া একটা স্থূল গণনার অবতারণায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ভারতীয় ঐতিহাসিক স্রোতঃ একটী নবীকৃত পথে প্রবাহিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত-সমূহের সঙ্কলন আরব্ধ হয়।

ভাষ্য :—অভ্যর্হিতং পূর্ব্বং নিপততীতি বক্তব্যম্। মাতা-পিতরৌ, শ্রদ্ধামেধে।

বার্ত্তিক :—ঋতুনক্ষত্রাণামানুপূর্ব্যেণ সমানাক্ষরাণাম্।

ভাষ্য :—ঋতুনক্ষত্রাণামানুপূর্ব্যেণ সমানাক্ষরাণাম্ পূর্ব্বনিপাতো বক্তব্যঃ। শিশির-বসন্তৌ।

বার্ত্তিক :—বর্ণানামানুপূর্ব্যেণ।

ভাষ্য :—বর্ণানাঞ্চানুপূর্ব্যেণ পূর্ব্বনিপাতো ভবতীতি বক্তব্যম্। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রাঃ।

বার্ত্তিক :—ভ্রাতুশ্চ জ্যায়সঃ।

ভাষ্য :—ভ্রাতুশ্চ জ্যায়সঃ পূর্ব্বনিপাতো ভবতীতি বক্তব্যম্। যুধিষ্ঠিরার্জ্জুনৌ।

বস্তুতঃ ভারতের সুবিশাল ঐতিহাসিক মরুভূমির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়, একমাত্র শ্যামল শস্য-পরিশোভিত ক্ষেত্র। ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের সমকালীন ভারত-পুরাবৃত্ত অতি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর কিংবদন্তী-সমূহে পরিপূর্ণ ছিল। এই অস্পষ্ট সময়ে মহামতি শাক্যসিংহ কেবল সাম্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভারতে নূতন জীবনের সঞ্চার করেন। ভারতবর্ষ যেন দেহ-সঞ্চালিত তাড়িত-তেজে অপূর্ব্ব গতিবিশিষ্ট হইয়া নূতন পথে প্রধাবিত হয়। ফলে সে সময়ে প্রতীপ বায়ুর উচ্ছ্বাসে তটিনী-হৃদয়ের ন্যায় ভারতের হৃদয়ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। এই পরিবর্ত্তনে ভারতীয় ইতিহাস ক্ষেত্রের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা সংশয়-শিলায় আবদ্ধ ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম-স্রোতঃ তাহা নূতন পথে লব্ধপ্রসর করিয়াছে, এবং যাহার পরবর্ত্তী মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহারও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাসিত হইবার উপায় করিয়া দিয়াছে।

আমরা এই বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব-সময়কেই সীমা স্থানীয় করিয়া প্রস্তাবিত গণনায় প্রবৃত্ত হইব। পাণিনীয় সূত্রের কোনও স্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তয়িতা শাক্যসিংহ অথবা কেবল শাক্যের নাম পরিদৃষ্ট হয় না[১০২]। এতদ্ব্যতিরিক্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসিদ্ধ ‘নির্ব্বাণ’ শব্দ ওপাণিনি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয় নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ এতদিন যোগরত হইয়া যে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন

---

১০২ পাণিনীয় সূত্রের গণানুসারে ‘শাক্য’ পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা ৪।১।১০৫ ও ৪।৩।৯২ সংখ্যক সূত্রের গণানুসারে ‘শক’ শব্দের উত্তর যথাক্রমে যঞ্ ও ঞ্য প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, পক্ষান্তরে ৪।১।১৫১ সূত্রের গণানুসারে ‘শাক্য’ শব্দও ণ্য প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

ছিলেন, মুক্তিই তাহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। এই মুক্তি, মোক্ষ, অপবর্গ, নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। ব্রাহ্মণ্য মতে মুক্তি প্রভৃতি, আত্মার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-নিবৃত্তি ও অনন্ত সুখ অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ এই দুঃখনিবৃত্তি ও অনন্ত সুখভোগের উদ্দেশ্যেই গভীর কাননে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মুক্তির সহিত ইহাদিগের চরম ফলের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। অনেকে বলেন, সাংখ্যদর্শন হইতে বৌদ্ধ-দর্শনের মূল আহৃত হইয়াছে। ইহা কতদূর যাথার্থ্য-প্রতিপাদক, তাহার বিচার করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সাংখ্য ও বৌদ্ধদর্শন যে অনেক বিষয়ে অভিন্ন মতের সমষ্টি, তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। কপিল ও শাক্যসিংহ উভয়েই নিরীশ্বর-বাদী; উভয়েই বৈদিক মতের মূলোৎপাটনে কৃত-হস্ত[১০৩]। এইরূপ সাদৃশ্য থাকিলেও চরম ফল-বিষয়ে সাংখ্য ও বৌদ্ধদিগের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। সাংখ্যদিগের চরম ফল অপবর্গ, অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ-বিনাশ। বৌদ্ধদিগের অন্তিম উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ, অর্থাৎ জীবাত্মার বিধ্বংস। অতএব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, 'নির্ব্বাণ' শব্দের এই অর্থ বৌদ্ধেরাই

---

১০৩ এই সাদৃশ্যদর্শনেই বোধ হয় অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব শাক্যসিংহের জন্মভূমি 'কপিলবস্তু'কে সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের বিষয় (অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শন-প্রতিপাদ্য সাংখ্যমত) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। See H. H. Wilson's "Buddha and Buddhism" in Journal of the R. Asiatic Society. Vol. XVI. or 'Religion of the Hindus.' Vol. II. P. 346.

প্রথমে প্রচারিত করেন [১০৪]। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে 'নির্ব্বাণ' শব্দ 'মোক্ষ', 'অপবর্গ' প্রভৃতির সহিত অভিন্নার্থক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে [১০৫]। বৌদ্ধযুগে প্রচারিত অর্থের সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। সংস্কৃত কোষ ইত্যাদিতে 'নির্ব্বাণ' শব্দের প্রদীপ-নির্ব্বাণ (নিভে যাওয়া) অর্থও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমাদিগের অনুমান হয়, বৌদ্ধগণ এই 'নিভে যাওয়া' অর্থ হইতেই 'জীবাত্মার বিধ্বংস' অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহা হউক ব্রাহ্মণ-মতের আত্মার দুঃখনিবৃত্তি ও অনন্ত সুখের সহিত বৌদ্ধমতের নির্ব্বাণ-গত অর্থের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। পাণিনি ৮।২।৫০ সংখ্যক সূত্রে বলিয়াছেন, অবাত (বায়ু-শূন্যতা, অর্থাৎ প্রবল রূপে বহন-শূন্য বায়ু) অর্থে 'নির্' এই উপসর্গের পরবর্ত্তী 'বা' ধাতুর নিষ্ঠার ত স্থানে ন হয়; যথা, নির্ব্বাণ। কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে লিখিয়াছেন, 'নির্ব্বাণ' শব্দ বায়ু-শূন্যতা ব্যতিরিক্ত অন্য অর্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। পতঞ্জলি এস্থলে কাত্যায়ন-কৃত বার্ত্তিকের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন, বহন-শূন্য বায়ু ব্যতীত অন্য অর্থেও 'নির্ব্বাণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা বায়ু কর্ত্তৃক অগ্নি-নির্ব্বাণ, বায়ু কর্ত্তৃক প্রদীপ-নির্ব্বাণ [১০৬]। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, 'নির্ব্বাণ' শব্দের বৌদ্ধ মতানুযায়ী

---

[১০৪] মোক্ষমূলরের মতে বুদ্ধ-শিষ্য কাশ্যপ-প্রণীত অভিধর্ম্ম নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রে জীবাত্মার বিধ্বংস-বাচক অর্থে 'নির্ব্বাণ' শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। 'Chips from a German Workshop.' Vol. I. 284.

[১০৫] 'Chips from a German Workshop.' Vol. I. 283.

[১০৬] ৮।২।৫০ : নির্ব্বাণোঽবাতে।

বার্ত্তিক :—অবাতাভিধানে।

ভাষ্য :—অবাতাভিধান ইতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ। নির্ব্বাণোঽগ্নির্ব্বাতেন। নির্ব্বাণঃ প্রদীপো বাতেনেতি।

জীবাত্মার বিধ্বংস-বাচক অর্থ দূরে থাকুক, সামান্য 'নিভে যাওয়া' অর্থও পাণিনির পরিজ্ঞাত ছিল না। 'নির্ব্বাণ' শব্দ পরে অন্যার্থ-দ্যোতক হওয়াতেই কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে উহার সংশোধন করিয়াছেন। অতএব যে 'নিভে যাওয়া' হইতে বৌদ্ধগণ আত্মার বিধ্বংস-বাচক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পাণিনি সেই অর্থ প্রচর-দ্রূপ হইবারও বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যথা তিনি কেবল বায়ু-শূন্যতা অর্থে 'নির্ব্বাণ' শব্দের উল্লেখ করিয়াই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন না। অতএব পাণিনি যে শাক্য-সিংহ বুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। ভট্ট মোক্ষমূলর বলেন, খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয় [১০৭]। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য পুরাবৃত্তজ্ঞদিগের অনুমোদনীয় হয় নাই। তাঁহারা খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দ, বুদ্ধের তিরোভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাবংশের মতানু-সারে এই গণনাই যাথার্থ্য-প্রতিপাদক [১০৮]। অধ্যাপক লাসেনও ইহার পোষকতা করিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ-ভাগের 'আরণ্যক' অধ্যায় পাণিনির অপরিজ্ঞাত ছিল। মোক্ষ-মূলর লিখিয়াছেন, 'আরণ্যক' ব্রাহ্মণ-ভাগের শেষ সময়ে বিরচিত হইয়াছে [১০৯]। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ

কৈয়ট (কৈয্যট) :—অবাতাভিধান ইতি। তেন নির্ব্বাতো বাত ইত্যত্রৈব নত্ব-নিষেধো ন তু ভাবে নিষ্ঠায়ামিতি নির্ব্বাণং বাতেনেতি ভাব্যমিতি বার্ত্তিককারস্য দর্শনম্। অন্যে তু বাত-কর্ত্তৃকে ধাত্বর্থে সর্ব্বত্র নিষেধমিচ্ছন্তি। নির্ব্বাতো বাতঃ। নির্ব্বাতং বাতেনেতি। নির্ব্বাণঃ প্রদীপো বাতেনেত্যত্র তু বাতঃ করণমিতি প্রতিষেধাভাবঃ।

১০৭ An. San. Lit. P. 298.

১০৮ Turnour's 'Mahawanso.' Appendix. P. lx.

১০৯ An. San. Lit. P. 341.

পর্য্যন্ত এই ভাগের সময় নিরূপণ করিয়াছেন [১১০]। পাণিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০ ও ৭০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

কেবল একটী সামান্য গণনানুসারে পাণিনির আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করিতেই আমাদিগকে এতদূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ইহার পর তদীয় জীবনী-মধ্যে কি কি ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ সজীব পাণিনির চরিত্র চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাওয়া অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে অভীষ্ট দ্রব্যানুসন্ধানের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন অলক্ষ্যানুসারিতার পরিচায়ক। প্রথিত আছে, পাণিনি 'পণিন'বংশোদ্ভব। বোধ হয় স্বীয় বংশের নামানুসারেই পাণিনির নামকরণ হইয়াছে। দেবল নামক জনৈক ব্যবস্থা-প্রণেতা তাঁহার পিতামহ। গন্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) প্রদেশস্থ সলাতুর [১১১] নগর তদীয় জন্মভূমি।

---

[১১০] *Ibid.* pp. 313, 435 and 'Chips from a German workshop' Vol. I. P. 15.

[১১১] জেনারেল কানিংহাম বর্ত্তমান লাহোরকেই পাণিনির জন্ম-ভূমি 'শলাতুর' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কানিংহামের মতে, 'শলাতুর' প্রথমে 'হলাতুর' উচ্চারিত হইয়া ক্রমে 'অলাতুর' ও পরিশেষে 'লাহোর' নামে পরিণত হইয়াছে। কানিংহাম খ্রীষ্টীয় ১৮৪৮ অব্দে লাহোরের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে কয়েকটী গ্রীক্ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন। এগুলি তাঁহার মতে অতি প্রাচীন, এমন কি খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ অব্দের (কানিংহামের লিখনানুসারে ইহাই পাণিনির আবির্ভাব সময় বলিয়া বোধ হয়) সাময়িক বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা কানিংহামের এই মতে আস্থাবান্ হইতে পারি না। সুপ্রসিদ্ধ হোয়েন্থসাঙ্গ 'শলতুলো' নামক একটী স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তদীয় নির্দ্দেশানুসারে এই 'শলতুলো' ওহিন্দ প্রদেশের ২০ লি অর্থাৎ ৩½ মাইল উত্তর-পশ্চিমে

এতন্নিবন্ধন পাণিনি 'শালাতুরীয়' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, এবং মাতার নাম দাক্ষী বলিয়া তাঁহাকে 'দাক্ষেয়'ও বলা গিয়া থাকে [১১২]। কেবল শব্দবিত্মার প্রসাদেই পাণিনির বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে [১১৩]।

অবস্থিত ছিল। হোয়েন্থসাঙ্গর নির্দ্দিষ্ট 'শলতুলো' পাণিনির জন্ম-স্থান 'শলাতুর' বলিয়াই বোধ হয়। শলাতুরের সহিত লাহোরের অভেদকল্পনা করা যাইতে পারে না। Vide Cunningham's 'Ancient Geography of India.' P. 57-58.

[১১২] 'Indian Wisdom.' P. 172.

[১১৩] শাস্ত্র-প্রবীণ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'এসিয়াটিক্ সোসাইটী জরনাল' নামক সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন যে, মোক্ষমূলর ও গোল্ডষ্টু-কর উভয়ই পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু মোক্ষমূলরের মতানুসারে পাণিনি যে শাক্যসিংহের পারসাময়িক তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। মোক্ষমূলর বলেন, পাণিনি খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন, এদিকে তদীয় মতানুসারে খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। অতএব মোক্ষমূলরের মতে পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। আমাদিগের মতে গোল্ডষ্টুকরই পাণিনিকে বুদ্ধের পৌর্ব্বসাময়িক স্থির করিয়াছেন। See 'Journal of the Asiatic Society of Bengal.' Vol. XLIII. P. 254.

কাঠিওয়াড় প্রদেশে বল্লভিবংশীয়দিগের একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর এই তাম্রলিপির অর্থোদ্ধার করেন। ইহাতে লিখিত আছে, 'দ্বিতীয় ধর সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুবসেন শালাতুরীয় গ্রন্থে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।' পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, 'শালাতুরীয়' পাণিনির নামান্তর। ইহাতে কেহ কেহ পাণিনিকে বল্লভিবংশের সাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু কর্ণেল টডের মতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লভবংশীয়-দিগের রাজত্ব আরব্ধ হয়। পরন্তু উক্ত তাম্রফলের লিপি অনুসারে খ্রীষ্টীয়

পাণিনি ব্যাকরণ-বিজ্ঞানে অসাধারণ দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঈদৃশ নৈপুণ্য-প্রদর্শন অল্প ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। এই অলোকসামান্য বুদ্ধির জন্যই তিনি অদ্যাপি লোকসমাজে ঈশ্বরানুগৃহীত ঋষি বলিয়া পূজিত হইতেছেন। কেবল ইহাই নয়, ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও পাণিনিতে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। উপমন্যুতনয় 'দৃশ' ধাতু হইতে ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন ১১৪। এই মতানুসারে ঋষি শব্দের অর্থ 'দ্রষ্টা' অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর-কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া মন্ত্রসমূহ দর্শন করেন ১১৫। পাণিনিতে এই 'দৃশ' ধাতু-মূলক ঋষি শব্দ প্রয়োজিত হয় বলিয়া টীকাকারগণের সকলেই

---

৩৫০ অব্দ দ্বিতীয় ধর সেনের রাজত্ব-কাল নিরূপিত হইয়াছে। ঈদৃশ আধুনিক সময়ে প্রাচীন ঋষি পাণিনির আবির্ভাব একান্ত অসম্ভাবিত। কোন প্রাচীন গ্রন্থে এক জন ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেই সেই গ্রন্থ তৎসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করা একান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকে পাণিনির গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন হইতেছেন বলিয়া পাণিনি অবশ্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। *Vide* 'Indian Antiquary.' Vol. I. pp. 16, 17, 45.

১১৪ 'ঋষির্দর্শনাৎ। স্তোমান্ দদর্শেতি ঔপমন্যবঃ।' নিরুক্ত।

১১৫ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবু স্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। নিরুক্ত।

'সাক্ষাৎকৃতো যৈ ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ্দৃষ্টঃ প্রতিবিশিষ্টেন তপসা। ত ইমে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ। কে পুন স্ত ইতি। উচ্যতে। ঋষয়ঃ। অমুষ্মাৎ কর্ম্মণ এবমর্থবতা মন্ত্রেণ সংযুক্তাদমুনা প্রকারেণৈবং লক্ষণ-ফল-বিপরিণামো ভবতীতি ঋষয়ঃ। ঋষির্দর্শনাৎ।' ইত্যাদি। দুর্গাচার্য্য-কৃত নিরুক্ত-ব্যাখ্যা। Comp. Muir's 'Sanskrit Texts.' Part II, p. 174-175.

'আচার্য্য বলিতেছেন' এই বাক্যের পরিবর্ত্তে 'আচার্য্য দেখিতেছেন' এইরূপ বাক্য-বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন[১১৬]। ফলে পাণিনির অভিজ্ঞতা ও প্রাচীনত্বের বিষয় বিবেচনা করিলে পূর্ব্ববতন বৈদিক ঋষি-সমাজে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করা বিস্ময়াবহ বলিয়া প্রতীত হইবে না।

পাণিনির সূত্র-পাঠ আট অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। এতন্নিবন্ধন ইহা 'অষ্টাধ্যায়ী' ও 'অষ্টকম্ পাণিনীয়ম্' নামে কথিত হইয়া থাকে। এই সূত্রপাঠের প্রত্যেক অধ্যায়ে অনধিক চারিটী করিয়া 'পাদ' (পরিচ্ছেদ) আছে। সমগ্র গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯৯৬টী সূত্র পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ ইহার মধ্যে ৩ কি ৪টী সূত্র

'তদ্ধৈতৎপশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদে। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি, ইত্যাদি।

শতপথ ব্রাহ্মণ—বেবের সাহেব প্রকাশিত শুক্ল যজুর্ব্বেদ, দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

'য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যদিতি।'

ঋগ্বেদসংহিতা। দ্বিতীয় মণ্ডল। সায়নাচার্য্যধৃত-অনুক্রমণিকাবচন।

'ঋষয়ো মন্ত্র-দ্রষ্টারঃ।' ঋক্-প্রাতিশাখ্য।

'যজ্ঞকাণ্ড-দ্রষ্টার ঋষয়ঃ।' নাগোজী ভট্ট।

'ঋষিশব্দেনাত্র মন্ত্র-দ্রষ্টারঃ।' ঐ।

[১১৬] 'পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাকারস্থস্যাতো লোপো ভবতীতি।' ইত্যাদি। এই পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় ৪১ সংখ্যক টিপ্পনী দেখুন।

[১১৭] অধ্যাপক বোত্‌লিঙ্গ প্রথমে এই বিষয় প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে ৪।১।১৬৬, ১৬৭; ৪।৩।১৩২; ৫।১।৩৬; ৬।১।৬২, ১০০, ১৩৬; এই ৭টী আদৌ বার্ত্তিকের মধ্যে পরিগণিত

পাণিনির প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং ইঁহাদিগের মতানুসারে ৩৯৯২ কি ৩৯৯৩টী সূত্রে পাণিনির সূত্রপাঠ সম্পূর্ণ হইয়াছে ১১৭।

এক্ষণে পাণিনি-প্রণীত গ্রন্থই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ব্যাকরণের মধ্যে পরিগণিত। অধিক কি ইহাকে পৃথিবীস্থ সমুদয় জাতির ব্যাকরণের মধ্যে প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও অতিবাদদোষে দূষিত হইতে হয় না। লণ্ডন নগরস্থ ইণ্ডিয়া হাউসের ও মান্দ্রাজস্থ পরীক্ষক-সমাজের পুস্তকাগারে একখানি ব্যাকরণ আছে। ইহা পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী শাকটায়ন-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু এই ব্যাকরণ বাস্তবিক শাকটায়ন-প্রণীত কি না, তদ্বিষয় সংশয়-জালে আচ্ছন্ন আছে। প্রমাণানুসারে এখানিকে আধুনিক বলিয়াই বোধ হয় ১১৮।

প্রথিত আছে 'মাহেশ' নামক একখানি ব্যাকরণ সমুদয় ব্যাকরণের আদি। এই ব্যাকরণে যাহা আছে, পাণিনির ব্যাকরণে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। এতৎসম্বন্ধে

ছিল, পরে পাণিনির সূত্রপাঠে স্থান-পরিগ্রহ করিয়াছে (Otto Boehtlingk's Pāṇini, Preface, p. XX, Note.)। কিন্তু আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে বোত্‌লিঙ্গের প্রদর্শিত সপ্ত সূত্রের মধ্যে কেবল ৪।৩।১৩২; ৫।১।৩৬; ও। ৬।১।৬২—এই সূত্রত্রয় সন্দেহযুক্ত। কারণ পাতঞ্জলমহাভাষ্যে প্রথমটী ৪।৩।১৩১ সূত্রের, দ্বিতীয়টী ৫।১।৩৫ সূত্রের ও তৃতীয়টী ৬।১।৬১ সূত্রের বার্ত্তিকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। See Goldstücker's Pāṇini, p. 29-30, Note 28. Comp., 'Indian Wisdom.' p. 173, and Chambers's 'Encyclopædia,' Vol. VII, p. 232, Article Pāṇini.

১১৮ Chambers's 'Encyclopædia.' Vol. VII, p. 232.

একটী উদ্ভট কবিতাও ইদানীন্তন ভট্টাচার্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে[১১৯]। পরন্তু পাণিনির ব্যাকরণের প্রথম চতুর্দ্দশটী সূত্র শিব-সূত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন 'শিক্ষা' নামক প্রসিদ্ধ বেদাঙ্গে ইহার আভাস উপলক্ষিত হয়[১২০]। সাধারণের বিশ্বাস, পাণিনি একজন মহেশ্বরানুগৃহীত ঋষি। বোধ হয় সোমদেবের পাণিনি-সম্বন্ধিনী উপকথাই এই বিশ্বাসের প্রসূতি। এই অন্ধভক্তি-সুলভ আত্ম-প্রত্যয় হইতেই যে উক্ত কিংবদন্তীদ্বয় প্রচরদ্রূপ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র ব্যতীত পাণিনি-বিরচিত 'ধাতুপাঠ' সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত যে উণাদি দৃষ্ট হয়, আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের মতে তাহাও পাণিনির বিরচিত। মোক্ষমূলর এই উণাদি ও উণাদিসূত্র পাণিনির পৌর্ব্বসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[১২১]। ডাক্তার অফ্রেটও এই মতাবলম্বী। তিনি স্বপ্রকাশিত উণাদি-সূত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'উণাদি-সূত্রের প্রকৃত রচয়িতা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয়েন নাই। কিন্তু উহা পাণিনির পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে[১২২]।' নাগোজী ভট্টের মতে উণাদি-সূত্র শাকটায়ন-প্রণীত[১২৩]। বস্তুতঃ উণাদি অনেক।

---

১১৯ 'যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিন্তানি পদরত্নানি সন্তি পাণিনি-গোষ্পদে॥'

১২০ 'যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥'

১২১ An. San. Lit., p. 151.

১২২ Ujjvaladatta's Commentary on the Uṇādi Sūtras. Edited by Theodor Aufrecht, Preface. p. viii.

১২৩ *Ibid.*

রূপমালাগ্রন্থে উণাদি-সূত্র বররুচি (কাত্যায়ন)-প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে[১২৪]। যাহা হউক, উণাদি-সূত্র বহু ও বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন জনের প্রণীত হইলেও, পাণিনীর ব্যাকরণে যে উণাদি আছে, তাহা পাণিনির রচিত বলিয়াই বোধ হয়[১২৫]। ভট্ট মোক্ষমুলর স্বপ্রণীত 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের ইতিহাসে' শান্তন (শান্তনব)-প্রণীত ফিট্‌সূত্রকেও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[১২৬]। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর প্রদর্শিত প্রমাণানুসারে ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় নাই। বস্তুতঃ ফিট্-সূত্র যে পাণিনির অনেক পরে রচিত হইয়াছে, তাহা নাগোজী ভট্ট-কৃত ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ পাইতেছে[১২৭]।

কেহ কেহ ফিট্‌সূত্রের ন্যায় প্রাতিশাখ্য-সমূহকেও পাণিনির ব্যাকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া থাকেন। বেদের উচ্চারণ ও স্বর-পদ্ধতি-জ্ঞাপক সূত্রসমূহ প্রাতিশাখ্যে বিবৃত হইয়াছে। প্রতি বৈদিকশাখায় ভিন্ন ভিন্ন সূত্রসমূহ উপন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা 'প্রাতিশাখ্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্বর-পদ্ধতি-জ্ঞাপক সূত্রসমূহ বিন্যস্ত থাকিলেও প্রাতি-

---

[১২৪] উণাদয়ো বহুলম্। সংজ্ঞাবিষয়ে স্যুঃ। তাভ্যামন্যত্রেণাদয়ঃ। সম্প্রদানাপাদানাভ্যামন্যস্মিন্নেবার্থে স্যুঃ। লক্ষ্যানুসারণোন্নেয়া। অনুবন্ধা উণাদিষু। বহুলোক্ত্যা প্রসাধ্যানি তেষু কার্য্যান্তরাণি চ। উণাদিস্ফুটী-করণায় বররুচিনা পৃথগেব সূত্রাণি প্রণীতানি। Dr. Aufrecht's 'Uṇādi Sūtras', p. lx.

[১২৫] Goldstücker's Pāṇini, p. 181.

[১২৬] An. San. Lit., p. 152.

[১২৭] 'যদ্বা ফিট্‌সূত্রাণি পাণিন্যপেক্ষয়া আধুনিককর্ত্তৃকাণীতি পরস্তং বোধ্যম্।'

শাখ্য ব্যাকরণস্থানীয় নহে। সুতরাং প্রাতিশাখ্য-দ্বারা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। আচার্য্য গোলড্ষ্টুকরের মতে সমুদয় প্রাতিশাখ্য পাণিনির পরে বিরচিত হইয়াছে [১২৮]। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের মতের সহিত ইহার ঐক্য দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদের শাকল-প্রাতিশাখ্য শৌনক-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে [১২৯]। এই শৌনক যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা তদীয় সূত্র-দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে [১৩০]। অতএব আপাততঃ ঋক্-প্রাতিশাখ্য পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয় [১৩১]। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়-

---

১২৮ Goldstücker's Pāṇini, pp. 195-213.

১২৯ 'শৌনকীয়া দশ গ্রন্থাস্তদা ঋগ্বেদ-গুপ্তয়ে।
আর্য্যানুক্রমণীত্যাদ্যা ছান্দসী দৈবতী তথা॥
অনুবাকানুক্রমণী সূক্তানুক্রমণী তথা।
ঋক্‌পাদয়োর্ব্বিধানে চ বহ্নির্দৈবতমেব চ॥
প্রাতিশাখ্যং শৌনকীয়ং স্মার্ত্তং দশমমুচ্যতে।
সসূত্রদশকং জ্ঞাত্বা তথা সাকৃতগোত্রজঃ॥'

ষড়্‌গুরুশিষ্য।

১৩০ ৪।৩।১০৫: পুরাণ-প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু।৪।৩। ১০৬; শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি।

শৌনক যে অতি প্রাচীন বৈদিক ঋষি, সায়নাচার্য্যোদ্ধৃত অনুক্রমণিকাবচনে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

'য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গব-শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যদিতি।'

১৩১ ভট্ট মোক্ষমূলর অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্ প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। * কিন্তু আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর ইহার প্রতিকূল যুক্তি-দ্বারা

---

* Müller's An. San. Lit,, p. 120. Monier Williams's Indian Wisdom. p. 160.

প্রাতিশাখ্য পাণিনির পারসাময়িক, সন্দেহ নাই। কাত্যায়ন এই প্রাতিশাখ্যের প্রণেতা। এই কাত্যায়ন যে, পাণিনির পরবর্ত্তী তাহা আমরা যথাস্থলে প্রদর্শন করিয়াছি।

পাণিনির সময়ে লিপিকার্য্য প্রচলিত ছিল কি না, তদ্বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলেন, পাণিনির সময়ে সমুদয় বিষয়ই মুখে মুখে অভ্যস্ত হইত। আমরা এই মতের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহি। যিনি ব্যাকরণ-বিজ্ঞতা-প্রভাবে অদ্যাপি সমুদয় জাতির সমক্ষে সর্ব্বপ্রধান ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তাঁহার সময়ে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল না, এরূপ নির্দ্দেশ করা স্থূল-দর্শিতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। লিপিকার্য্য প্রচলিত না থাকিলে পাণিনি কখনও এত সূক্ষ্মরূপে বৈয়াকরণ নিয়মসমূহ উপন্যস্ত করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতে পারিতেন না। বস্তুতঃ যে সময়ে বিজ্ঞান ও শিল্পচাতুরী-প্রভাবে সভ্যতা-স্রোতঃ শতধা প্রসৃত হইতেছিল, সুবর্ণময় আভরণ, যুদ্ধোপযোগী বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া ক্রমোন্নতির পরিচয় দিতেছিল, এবং যে সময়ে প্রভাববতী চিকিৎসা-বিদ্যা অনুশীলিত হইয়া উৎপৎস্যমান জাতির শোকসন্তাপের প্রতীকার-বিধানে নিয়োজিত ছিল, ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবস্থা, বাণিজ্য-যাত্রা,

---

মোক্ষমূলরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ঋক্-প্রাতিশাখ্যে ব্যাড়ির নাম দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই ব্যাড়ি পাণিনির পরবর্ত্তী। ইহাতে ঋক্-প্রাতিশাখ্য পাণিনির পারসাময়িক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। শৌনক ঋক্-প্রাতিশাখ্যের কর্ত্তা নহেন। এই প্রাতিশাখ্যের টীকাকার লিখিয়াছেন, শৌনকের নাম উক্ত প্রাতিশাখ্যে স্মরণার্থ উল্লিখিত হইয়াছে (নামগ্রহণং স্মরণার্থম্)। Vide Goldstücker's Pāṇini, p. 208, Note 231. Comp., Ṛk-P. in Journal Asiatique, Vol. VII.

উত্তরাধিকার-নিয়ম প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার সমাজে বদ্ধমূল হইতেছিল [১৩২], সে সময়ে লিপিকার্য্যরূপ একটী অত্যাবশ্যক বিষয় প্রচরদ্রূপ ছিল না, ইহা কোন্ দূরদর্শী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন ?

মোক্ষমূলর স্বপ্রণীত 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের ইতিহাসের' এক স্থলে লিখিয়াছেন,—'পাণিনি এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথমাবির্ভাবের পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে লিখনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল তদ্বিষয়ে বলবৎ প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। পাণিনির সময়ে লিপিকার্য্য প্রচলিত থাকিলে তদীয় বৈয়াকরণ সংজ্ঞা-সমূহ অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে বিবৃত হইত [১৩৩]।' মোক্ষমূলরের এই লিখন-ভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, লিপিকার্য্য কেবল পাণিনির পূর্ব্বে নয়, পাণিনির সময়েও প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, মোক্ষমূলরের মতে পাণিনি খ্রীঃ পূঃ সার্দ্ধ ত্রিশত অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব তদীয় নির্দ্দেশানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন গ্রীসদেশে প্লেতো কাল-কবলিত ও আরিস্ততল আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষে লিপিকার্য্য রূপ একটী প্রয়োজনীয় বিষয় প্রচারিত হয় নাই।

আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর প্রভৃতি এই অসঙ্গত মতের প্রতিবাদ করাতে মোক্ষমূলর পরিশেষে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, পাণিনির সময়ে লিপিকার্য্য প্রচলিত ছিল [১৩৪]। ফলে প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে।

---

১৩২ Wilson's Introduction to Rigveda, p. xli.
১৩৩ Müller's San. Lit., p. 507.
১৩৪ Preface to Rigveda, Vol. IV, p. lxxiii.

পাণিনীয় সূত্রের অনেক স্থলে ‘গ্রন্থ’ শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মোক্ষমূলর এই ‘গ্রন্থ’ শব্দ কেবল রচনা-বাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন [১৩৫]। কেবল ব্যুৎপত্তি-অনুসারে বিবেচনা করিতে হইলে ‘গ্রন্থ’ যে এই অর্থেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। কিন্তু পাণিনীর সময়ে যে উহা ‘লিখিত পুস্তক’ অর্থে ব্যবহৃত হইত, ৪।৩।১১৬ সংখ্যক সূত্রেই তাহার স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হয় [১৩৬]। মোক্ষমূলর একস্থলে বলিয়াছেন, যে কৈয়টের নির্দ্দেশানুসারে এই সূত্রটী পাণিনির বিরচিত নয় [১৩৭]। কিন্তু কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি যখন এই সূত্র লইয়া বিচার করিয়াছেন, (এই প্রস্তাবের ৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন) তখন উহা পাণিনি-প্রণীত নয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না [১৩৮]।

পাণিনির ৭।৪।৫৩ সংখ্যক সূত্রে ‘বর্ণ’ শব্দের নির্দ্দেশ আছে। ‘বর্ণ’ লিখিত অক্ষরেরই দ্যোতক। কাত্যায়ন ৩।৩।১০৮ সংখ্যক সূত্রের বার্ত্তিকে বর্ণের উত্তর ‘কার’ প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন ; যথা, ‘অকার’, ‘ইকার’, ‘উকার’ ইত্যাদি। লিখন-প্রণালী

---

[১৩৫] History of An. San. Lit., p. 522.

[১৩৬] ৪।৩।১১৬ : কৃতে গ্রন্থে।

[১৩৭] An. San. Lit., p. 361, Note.

[১৩৮] মোক্ষমূলর স্বপ্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড ঋগ্বেদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, কৈয়টের নির্দ্দেশানুসারে ৪।৩।১৩২ সংখ্যক সূত্রই পাণিনির রচিত নয়। ৪।৩।১১৬ সংখ্যক সূত্র কেবল টীকায় ব্যাখাত হয় নাই। কিন্তু তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের ইতিহাসের ৩৬১ পৃষ্ঠার প্রথম টীপ্পনীতে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, কৈয়টের মতে ৪।৩।১১৬ সংখ্যক সূত্র পাণিনি-কর্ত্তৃক প্রণীত হয় নাই। Preface to Rigveda, Vol. IV, p. lxxiv.

প্রচলিত না থাকিলে কখনও 'অকার' 'ইকার' প্রভৃতি লিপি-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত না।[১৩৯]।

পাণিনীয় ৪।১।৪৯ সংখ্যক সূত্রানুসারে 'যবনানী' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই 'যবনানী' শব্দের যবন-লিপি অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেবর এই 'যবন' শব্দ গ্রীক অথবা সেমিতিক জাতির দ্যোতক বলিয়াছেন[১৪০]। মোক্ষমূলরের মতে 'যবনানী' সেমিতিক জাতির বর্ণমালা। এই বর্ণমালা সেকন্দর সাহের ভারতাক্রমণ ও পাণিনির আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল[১৪১]। যাহা হউক, এস্থলে 'যবন' শব্দ সম্ভবতঃ আর্য্যেতর পারসীক জাতির দ্যোতক[১৪২]। হিস্তাস্পেস-তনয় দেরায়সের ভারতাক্রমণের বহু পূর্ব্বেও পারস্য দেশে যে লিখিত বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, অবশ্যই তাহা পাণিনির পরিজ্ঞাত ছিল, অন্যথা তিনি 'যবনানী' শব্দের প্রয়োগ করিতেন না।

৩।২।২১ সংখ্যক সূত্রানুসারে 'লিপিকর' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পাণিনি যখন 'লিপিকর' শব্দটী জানিতেন, তখন

---

১৩৯ বার্ত্তিক ঃ—(৩।৩।১০৮) বর্ণাৎ কারঃ।

ভাষ্য ঃ—বর্ণাৎ কার-প্রত্যয়ো বক্তব্যঃ। আকারঃ ইকারঃ।

১৪০ Indische Studien, I, 144.

১৪১ An. San. Lit., 521.

১৪২ সংস্কৃত কাব্যাদিতেও পারস্যদেশীয়গণ 'যবন' সংজ্ঞায় বিশেষিত হইয়াছে ; যথা রঘুবংশে—

'পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥
যবনী-মুখপদ্মানাং * * *

তদানীন্তন সময়ে যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইয়া উঠে। ক্রিয়া ও কর্ত্তা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ। জনসমাজে একটী অপ্রচলিত থাকিলে কখনও অন্যটী লব্ধপ্রসর হইতে পারে না। লিপিকর পাণিনির সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে অবশ্যই তৎক্রিয়া লিপি-কার্য্যেরও অস্তিত্ব ছিল।

পাণিনির সময়ে যে বৈদিক গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ হইত, তদীয় সূত্রসমূহে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬।৪।৭৩ সংখ্যক সূত্রে লিখিত হইয়াছে যে, 'বেদেতেও অনৃজাদির বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে' এবং ৭।১।৭৬ সংখ্যক সূত্রে লিখিত আছে, 'বেদেতেও অস্থ্যাদির স্থানে অনঙ্ আদেশ দেখা যায়[১৪৩]।' বৈদিক গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ না থাকিলে পাণিনি কখনও ঈদৃশ নিয়ম-বিধান করিতেন না। যদি বেদ কেবল মুখে মুখেই প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বৈদিক গ্রন্থ দৃষ্ট হইবে কি প্রকারে? দর্শনজ্ঞান ব্যতীত 'বৈদিক গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে,' এরূপ বাক্য-বিন্যাস করা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভাবিত[১৪৪]।

পাণিনি কেবল বৈয়াকরণ বিজ্ঞান-প্রদর্শন করিয়া সাহিত্য-সংসারের উপকার করেন নাই,—পূর্ব্বতন সময়-প্রসিদ্ধ স্থানাদির উল্লেখ করিয়াও প্রাচীন ভারত ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভৌগোলিক তত্ত্বের পথ অনেকাংশে আলোকিত

---

[১৪৩] ৬।৪।৭৩ } ৭।১।৭৬ } :—ছন্দস্যপি দৃশ্যতে।

[১৪৪] বাহুল্যভয়ে এই বিষয়ের সমুদয় যুক্তি উল্লিখিত হইল না। কুতূহলপর পাঠকবর্গ আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর-কৃত পাণিনি-বিচারের ১৫ হইতে ৬৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিবেন।

করিয়া গিয়াছেন। পাণিনীয় সূত্রে আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্জাবের অনেক প্রাচীন নগরাদির নাম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই স্থলে অতি সংক্ষেপে পাণিনীয়-সময়-প্রসিদ্ধ নগরাদির বিষয় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রীক্‌ ও রোমীয় ভূগোল-বিদ্‌গণ আফ্‌গানিস্থানের সর্ব্বোত্তর-বর্ত্তী নগরকে 'কপিসেনে' নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ্‌ সাঙ্গ্‌ ইহা 'কৈপিসে' নামে অভিহিত করিয়াছেন। পাণিনির ৪।২।৯৯ সংখ্যক সূত্রে 'কাপিশী' নগরের নাম দৃষ্ট হয়। এই সূত্রানুসারে উক্ত নগর-জাত-মদ্য 'কাপিশায়ন' ও দ্রাক্ষা 'কাপিশায়নী' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কাবুলের নিকটবর্ত্তী স্থান এক্ষণেও উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারসের নিমিত্ত সর্ব্বত্র বিখ্যাত। অতএব উক্ত স্থানবিশেষই যে গ্রীক্‌ ও রোমীয়দিগের নিকট 'কপিসেনে', হোয়েন্থ সাঙ্গের নিকট 'কৈপিসে' এবং পাণিনির নিকট 'কাপিশী' নামে পরিচিত ছিল, তদ্বিষয়ে বোধ হয় সংশয় হইতে পারে না। হোয়েন্থ সাঙ্গ্‌ কর্ত্তৃক আফ্‌গানিস্থানের অন্য একটী নগর 'ফলনু' নামে কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ 'ফলনু' ও আধুনিক 'ওয়ান' অভিন্ন জ্ঞান করেন। জেনারেল কানিঙ্গ্‌হাম্‌ এই 'ফলনু' ও 'ওয়ান', 'বানু' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ ইহার সংস্কৃত নামের উল্লেখ করেন নাই। পাণিনীয় সূত্রে (৪।২।১০৩; ৪।৩।৯৩) 'বর্ণু' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শব্দ ৪।২।১০৩ সংখ্যক সূত্রে স্বনাম প্রসিদ্ধ নদ ও 'তৎসমীপবর্ত্তী দেশ' অর্থে প্রয়োজিত হইয়াছে। হোয়েন্থ-সাঙ্গের 'ফলনু' ও কানিঙ্গ্‌হামের 'বানুর' সহিত এই বর্ণুর অভিন্নতা কল্পনা করা যাইতে পারে। পাণিনি ৪।২।৭৭ সংখ্যক

সূত্রে 'সুবাস্তু' নামে একটী নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সুবাস্তুই এক্ষণে সোয়াট (কাবুল্ নদীর শাখা) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সেকন্দর সাহ 'অর্ণস' নামক যে পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিতে অতুল সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সন্নিবেশ-স্থান অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। ইহার সংস্কৃত নামও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। অধ্যাপক উইলসন্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত 'আবরণ' শব্দ হইতে এই 'অর্ণস' নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে[১৪৫]। জেনারেল কানিঙ্গ্-হামের মতে 'বর' নামক নৃপতি হইতে অর্ণসের নামকরণ হইয়াছে। পাণিনি ৪।২।৮২ সংখ্যক সূত্রে 'বরণ' নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় পাণিনির এই 'বরণ' হইতেই 'অর্ণস্' নাম সিদ্ধ হইয়াছে। সিন্ধু নদীর দক্ষিণ তীরে (আটকের ঠিক অপর পার্শ্বে) 'বরণস্' নামক একটী স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য দুর্গ 'অর্ণস্' এই স্থানেই অবস্থিত ছিল[১৪৬]।

পুরাবৃত্তজ্ঞগণ প্রাচীন 'ওর্ত্তস্পান্' ও বর্ত্তমান 'কাবুল' অভিন্ন স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই 'ওর্ত্তস্পানের' সংস্কৃত নাম অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। অধ্যাপক উইলসন্ বলেন, সংস্কৃত 'উর্দ্ধস্থান' হইতে 'ওর্ত্তস্পান' নাম সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনুমান যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। হোয়েন্থ্ সাঙ্গের মতানুসারে প্রস্তাবিত নগর

---

১৪৫ Ariana Antiqua.

১৪৬ Indian Antiquary. Vol. I, p. 22.

'ফোলিষিসতঙ্গন' নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী। পাণিনির ৫।৩।১১৭ সংখ্যক সূত্রে 'পর্শু' নামক একটী যোদ্ধৃ—জাতির উল্লেখ আছে। অতএব ওর্ত্তস্পানের সহিত পর্শুদিগের আবাসক্ষেত্র পর্শুস্থানের অভিন্নতা কল্পনা করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

পাণিনি পঞ্জাবকে বাহীক নামে অভিহিত করিয়াছেন[১৪৭]। পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, প্রসিদ্ধ সেকন্দর সাহ বৈজয়ন্তী সেনা সমভিব্যাহারে পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হইয়া ইরাবতী নদী উত্তরণ-পূর্ব্বক 'সাঙ্গল' নগর বিধ্বংস করেন। ইউরোপীয় পুরাবৃত্তজ্ঞগণ এই 'সাঙ্গল' নগরের সহিত সংস্কৃত 'শাকল' জনপদের অভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারত ও হোয়েন্থ্ সাঙ্গের নির্দ্দেশানুসারে 'শাকল' জনপদ ইরাবতী নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। সেকন্দর সাহ যখন পশ্চিম দিক্ হইতে আগমনপূর্ব্বক ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া 'সাঙ্গল' নগর ধ্বংস করেন, তখন উহা পশ্চিম তটবর্ত্তী 'শাকল' জনপদ বলা যাইতে পারে না। অধ্যাপক উইলসন প্রস্তাবিত বিষয়সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পূর্ব্ব তটবর্ত্তী 'শাকল' নগর সেকন্দর-কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে, উহা পুনর্ব্বার পশ্চিম তটে স্থাপিত হয়। জেনারেল কানিঙ্গ্হাম্ বিবেচনা করেন, সেকন্দর একবার নদী উত্তরণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উক্ত নগর বিনষ্ট করেন। উভয় মতই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত ও কুহকিনী কল্পনার কুপোষ্য। হোয়েন্থ্সাঙ্গ স্বয়ং 'শাকল' নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; পরন্তু শাকল নগর, একজন নৃপতি-দ্বারা শাসিত,

[১৪৭] ৪।২।১১৭ } ৫।৩।১১৪

এদিকে সেকন্দরের বিধ্বস্ত 'সাঙ্গল' অরাজক জনপদ—সুতরাং এতদুভয়ের অভেদ কল্পনা করা নিরবচ্ছিন্ন স্থূল-দর্শিতার পরিচায়ক।

পাণিনির ৪।২।৭৫ সূত্রে সঙ্কলাদিগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই 'সঙ্কল' স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের দ্যোতক। সঙ্কল-কর্ত্তৃক স্থাপিত জনপদ 'সাঙ্কল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সাঙ্কলের সহিত ইরাবতী নদীর পূর্ব্বতটবর্ত্তী সাঙ্গলের বিশিষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শাকলের সহিত সাঙ্গলের অভেদ কল্পনা না করিয়া পাণিনির সাঙ্কলকে সাঙ্গল নামে অভিহিত করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এরূপ করিলে উইলসন ও কানিংহামের ন্যায় কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেকন্দর সাহ সাঙ্গল নগর ধ্বংস করেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, পাণিনি সেকন্দরের বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন অন্যথা উক্ত নগরের অস্তিত্ব তাঁহার পরিজ্ঞাত থাকিত না।

হোয়েন্থ্‌সাঙ্গ্‌ পঞ্জাবের মধ্যপ্রদেশকে 'পলফেটো' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জুলিয়েন হোয়েন্থ্‌সাঙ্গের পলফেটোকে 'পর্ব্বত' নামে অভিহিত করেন। জেনারেল কানিংহাম পর্ব্বতের পরিবর্ত্তে 'সোর্ব্বত' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনীয় ৪।২।১৪৩ সংখ্যক সূত্রে 'পর্ব্বত' নামক স্থানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং কানিংহামের মত যে ভ্রান্তি-বিলসিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেকন্দর সাহ পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হইয়া 'মালী' ও 'অক্ষিদ্রক' নামক দুটী রণ-প্রিয় জাতি পরাজিত করেন। শাস্ত্রদর্শী উইলসন শেষোক্তটীকে 'শূদ্রক' নামে বিশেষিত করিয়াছেন।

কিন্তু পাণিনি ৫।৩।১১৪ সংখ্যক সূত্রে এই বিধান করিয়াছেন যে, পঞ্জাব-দেশীয় যোদ্ধৃ—জাতি বুঝাইতে তাহাদিগের নামের উত্তর 'য' আদেশ ও পূর্ব্ব স্বরের বৃদ্ধি হয়। টীকাকারগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে 'মালব্য' ও ক্ষৌদ্রক্য' এই দুটী পদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব 'মালব' ও 'ক্ষুদ্রক' নামে যে পঞ্জাব দেশে দুটী রণনিপুণ জাতি বাস করিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মালব ও ক্ষুদ্রকের সহিত অনায়াসে সেকন্দরের পরাজিত 'মালী' ও 'অক্ষিদ্রক' জাতি তুলনীয় হইতে পারে [১৪৮]।

কাত্যায়ন।

আমরা ঋষি-প্রধান পাণিনির বিষয় যথাকথঞ্চিৎ রূপে বিবৃত করিয়া এক্ষণে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির প্রতি মনোযোগ বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাণিনীয় গ্রন্থের যত সমলোচন বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে কাত্যায়ন-কৃত বার্ত্তিকই সর্ব্বপ্রধান-রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কাত্যায়নের পূর্ব্বে কেহই পাণিনীয় সূত্রের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাত্যায়ন পাণিনি-সমালোচনে অসাধারণ দক্ষতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাণিনির ন্যায় ইঁহার জীবনীসংক্রান্ত বিষয় পরম্পরাও গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। কথাসরিৎসাগর যে পাণিনি ও কাত্যায়নকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই

---

১৪৮ See 'Indian Antiquary,' Vol. I, p. 21-23.

প্রদর্শন করিয়াছি। কথাসরিৎসাগর উপন্যাস গ্রন্থ, সুতরাং তাহাতে আস্থাবান্ হইতে পারা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইদানীন্তন শাস্ত্র-প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই উপন্যাসে আস্থাবান্ হইয়া স্বীয় গ্রন্থ অসার পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ করিতেছেন। অন্ধকে পথ-প্রদর্শকের কার্য্যে নিয়োজিত করিলে যেরূপ দিশাহারা হইতে হয়, উল্লিখিত ব্যক্তিগণও সেইরূপ দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়া, পদে পদে লক্ষ্যচ্যুত হইতেছেন। এটী ভারতের দুর্ভাগ্য ও বিদ্বৎ-সমাজের কলঙ্কের বিষয় সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র-দর্শী শ্রীযুত মণিয়ার উইলিয়াম্‌স্ লিখিয়াছেন, কাত্যায়ন সম্ভবতঃ পাণিনির এক শত বৎসর পরে বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন [১৪৯]। মোক্ষমূলর, বার্ত্তিককার কাত্যায়ন বররুচি ও 'প্রাকৃত প্রকাশ' নামক প্রসিদ্ধ প্রাকৃত ব্যাকরণকার বররুচিকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়াছেন [১৫০]। ইণ্ডিয়া হাউসের পুস্তকালয়স্থ সর্ব্বানুক্রমণীতে 'অত্র শৌনকাদিমতসংগ্রহীতুর্ব্বররুচেরনুক্রমণিকা,' এই বচন পাঠ করিয়াই বোধ হয় তিনি এইরূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন। মেদিনীকোষে কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি বলিয়া উল্লিখিত [১৫১] থাকাতে তাঁহার ভ্রম অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াছে। শ্রীযুত ফিট্‌জ্ এডবার্ড হল সাহেবও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন [১৫২]। কথিত আছে প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি বাসবদত্তা-প্রণেতা সুবন্ধুর মাতুল [১৫৩]। পুরাবৃত্তজ্ঞদিগের মতে এই বররুচি হর্ষ

---

১৪৯ Indian Wisdom, p. 176.

১৫০ Müller's An. San. Lit., p. 239-240.

১৫১ 'কাত্যায়নো বররুচৌ বিশেষে চ মুনেঃ পুমান্॥' মেদিনী।

১৫২ হল-সাহেব-প্রকাশিত বাসবদত্তা-ভূমিকার ২৩ পৃষ্ঠা।

১৫৩ ঐ ৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

বিক্রমাদিত্যের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু পাণিনির বার্ত্তিককার ইহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং এই কাত্যায়নের সহিত বররুচির অভেদকল্পনা করা যাইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের মতে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ভাষ্যকার পতঞ্জলির সমসাময়িক [১৫৪]। কেহ কেহ আবার কাত্যায়নকে পতঞ্জলির আচার্য্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন [১৫৫]। আমরা এই উভয় মতেই আস্থাবান্ হইতে পারিলাম না। কাত্যায়ন পাণিনির একজন মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক স্থলে পাণিনির দোষ-প্রদর্শনার্থই তদীয় বার্ত্তিক প্রণীত হইয়াছে। বস্তুতঃ কাত্যায়নের ন্যায় কেহই বিদ্বেষ-বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া পাণিনি-সমালোচনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। পক্ষান্তরে পতঞ্জলির ভাষ্য অন্যবিধ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। পতঞ্জলি অনেক স্থলে পাণিনিকে কাত্যায়নের প্রবল আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বার্ত্তিক-কৃত আক্রমণ নিবারণের জন্য পতঞ্জলির মহাভাষ্য একটী সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিতে গুরু-শিষ্য-ভাব নিবদ্ধ থাকিলে পতঞ্জলি কদাপি কাত্যায়নের মতবিরোধী হইয়া পাণিনির পোষকতা করিতেন না। অন্তেবাসী কখনও

---

১৫৪ Chambers's Encyclopædia, article Kātyāyana.

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন স্বপ্রণীত 'ঐতিহাসিক রহস্যস্থ বররুচি'-শীর্ষক প্রস্তাবেও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গোল্‌ড্‌ষ্টুকর কোথায় কাত্যায়নকে পতঞ্জলির সমকালবর্ত্তী বলিয়াছেন, আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না।

১৫৫ See Chambers's Encyclopædia, Vol. VII, p. 232, article, Pāṇini.

পূজ্যপাদ আচার্য্যকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ঈদৃশ বিচারমল্লতা প্রদর্শন করেন না।

যদিও কাত্যায়নের আবির্ভাবকাল-নির্ণয়সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তথাপি দৃঢ়তা-সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, তিনি পাণিনির পরে ও পতঞ্জলির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মণিয়ার উইলিয়ামস্ যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

কাত্যায়ন নামে কেবল একজন ব্যক্তি ভারত-ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ শাক্য-সিংহের শিষ্যশ্রেণীর মধ্যেও একজন কাত্যায়নের নাম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু খ্যাতনামা বৈদিক ঋষি কাত্যায়নের সহিত এই বুদ্ধ-শিষ্য কাত্যায়নের কোনও সংস্রব লক্ষিত হয় না।

কাত্যায়ন পাণিনীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিকব্যতীত শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্য, সর্ব্বানুক্রমণী ও বৈদিক কল্পসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। আচার্য্য গোল্ড্ষ্টুকরের নির্দ্দেশানুসারে কাত্যায়ন মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্যের পরে পাণিনীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিক রচনা করেন।

আচার্য্য গোল্ড্ষ্টুকর ও অধ্যাপক বেবের উভয়েই কাত্যায়নকে পূর্ব্বদেশ-বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[১৫৬]। কিন্তু অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর মহাভাষ্য হইতে একটী বাক্য উপন্যস্ত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাত্যায়ন দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। তাঁহার মতে কাত্যায়নের শব্দানুশাসন

---

[১৫৬] Goldstücker's Pāṇini, p. 205.

সম্বন্ধীয় একটী বার্ত্তিক এই ঃ—'যথা লৌকিক-বৈদিকেষু (যেমন লোক-প্রসিদ্ধ ও বেদ-প্রসিদ্ধ বাক্য)।' পতঞ্জলি এই বার্ত্তিক লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ্য-সহকারে লিখিয়াছেন, "প্রিয়তদ্ধিতা হি দাক্ষিণাত্যাঃ। যথা লোকে বেদে চেতি প্রয়োক্তব্যে লৌকিক-বৈদিকেম্বিতি প্রযুঞ্জতে (দাক্ষিণাত্য-বাসিগণ তদ্ধিত-প্রিয়। 'লোকে' ও 'বেদে' প্রয়োগের স্থলে ইহারা 'লৌকিক' ও 'বৈদিক' প্রয়োগ করিয়া থাকে)।" পতঞ্জলি যখন কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকের রচনা-ভঙ্গী দেখিয়া দাক্ষিণাত্য-বাসিগণের প্রতি এইরূপ পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন দাক্ষিণাত্যের স্থানবিশেষই যে কাত্যায়নের জন্ম-ভূমি ছিল, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে [১৫৭]।

পতঞ্জলি।

পাণিনি ও কাত্যায়ন যেমন ইতিহাসক্ষেত্রে দুশ্ছেদ্য সংশয়-জালে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, পতঞ্জলি তাদৃশ দশাপন্ন নহেন। মহাভাষ্যের প্রসাদে আমরা তদীয় আবির্ভাব-কালসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারি। বস্তুতঃ পতঞ্জলির মহাভাষ্য যেমন বৈয়াকরণ-ব্যাখ্যার শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছে, সেইরূপ গ্রন্থকর্ত্তার সময় নিরূপণসম্বন্ধেও আংশিক সাহায্য করিয়া জীবন-বৃত্তের সম্মানিত পদে সমাসীন রহিয়াছে।

যদিও মহাভাষ্যের উপন্যস্ত দৃষ্টান্তসমূহের সার নিষ্কর্ষ করিলে পতঞ্জলির আবির্ভাব-কালবিনির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারা যায়,

---

১৫৭ 'Indian Antiquary', Vol. II, p. 71.

তথাপি ব্যাখ্যাকারকের প্রমাদবশতঃ উহা সংশয়-তিমিরের বহিশ্চর হয় নাই। আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর এতৎসম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, অধ্যাপক বেবের তাহাতে আস্থাবান্ হইতে পারেন নাই; এবং শাস্ত্র-প্রবীণ রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর গোলড্‌ষ্টুকরকৃত সিদ্ধান্তের পোষকতা করিয়া যে সমস্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, বেবেরও আবার তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্বাভিপ্রায় দৃঢ়তর করিতে প্রয়াসবান্ হইয়াছেন। আমরা এই পণ্ডিতত্রয়ের যুক্তির বৈধাবৈধতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্তাবিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পাণিনি ৩।২।১১১ সংখ্যক সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, অনন্থতন ঘটনার ক্রিয়াস্থলে লঙ্ বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কাত্যায়ন এই সূত্রের বার্ত্তিকে লিখিয়াছেন, এই ঘটনা দর্শন-বিষয়াতীত হইলেও যদি লোক-প্রসিদ্ধ হয়, এবং ক্রিয়াপ্রয়োগ-কর্ত্তার দর্শন-ক্ষমতার আয়ত্ত হইতে পারে, তাহা হইলেও লঙ্ বিভক্তি ব্যবহৃত হইবে। ভাষ্যকার পতঞ্জলি কাত্যায়ন-কৃত এই বার্ত্তিকের পোষকতা করিয়া 'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্' ও 'অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্' এই দুটী উদাহরণ উপন্যস্ত করিয়াছেন[১৫৮]। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যবনকর্ত্তৃক

---

১৫৮ ৩।২।১১১; অনন্থতনে লঙ্।

বার্ত্তিক:—পরেক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্তুর্দর্শনবিষয়ে।

ভাষ্য:—পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্তুর্দর্শনবিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ। অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্। অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্॥ পরোক্ষ ইতি কিমর্থম্। উদগাদাদিত্যঃ। লোকবিজ্ঞাত ইতি কিমর্থম্। চকার কটং দেবদত্তঃ। প্রয়োক্তুর্দর্শনবিষয় ইতি কিমর্থম্। জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ।

সাকেত ও মাধ্যমিকের অবরোধ পতঞ্জলি না দেখিয়া থাকিলেও দেখিতে পারিতেন; অর্থাৎ পতঞ্জলি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিলেও উক্ত অবরোধ তদানীন্তন সময়ে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর কেবল পতঞ্জলির এই উদাহরণদ্বয় অবলম্বন করিয়াই বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যসহকারে তদীয় আবির্ভাব-সময় নিরূপণ করিয়াছেন। যদিও হিন্দুগণ আর্য্যেতর ম্লেচ্ছ-দিগকেই সচরাচর যবন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তথাপি সেকন্দরের ভারতাক্রমণের পর প্রধানতঃ গ্রীক্ জাতিই 'যবন' সংজ্ঞায় বিশেষিত হইত[১৫৯]। অধ্যাপক লাসেনের নির্দ্দেশা-নুসারে এই গ্রীকদিগের নয় জন রাজা খ্রীঃ পূঃ ১৬০ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত বাহ্লীক দেশে রাজত্ব করেন[১৬০]। ইহাদিগের মধ্যে মেনান্দ্রই সমধিক পরাক্রমশালী ও দিগ্বিজয়-কুশল ছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক-ইতিহাসবেত্তা স্ত্রাবো লিখিয়াছেন মেনান্দ্র যমুনা নদী পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মথুরানগরীতে ইঁহার নামাঙ্কিত একটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। লাসেনের মতানুসারে এই মেনান্দ্র খ্রীঃ পূঃ ১৪৪ অব্দ হইতে অন্যূন বিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন[১৬১]। এদিকে পতঞ্জলির উল্লিখিত 'সাকেত' অযোধ্যার নামান্তর। মেনান্দ্র যখন মথুরা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন তৎকর্ত্তৃক অযোধ্যাবরোধ অসম্ভাবিত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে

কৈয়ট (কৈয্যট):—পরোক্ষেচেতি অনমুভূতত্বাৎ পরোক্ষোঽপি প্রত্যক্ষযোগ্যতামাত্রাশ্রয়েণ দর্শনবিষয় ইতি বিরোধাভাবঃ।

১৫৯ W. W. Hunter's 'Orissa,' Vol. I, p. 209.

১৬০ Indische Alterthumskende, Vol. II, p. 322.

১৬১ *Ibid*, Vol. II, p. 328.

না। যদি লাসেনের গণনা সত্য হয়, তাহা হইলে ইঁহারই রাজত্ব-সময়ে পতঞ্জলি বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং অবশ্যই খ্রীঃ পূঃ ১৪০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১২০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পতঞ্জলিকর্ত্তৃক সবার্ত্তিক ৩।২।১১১ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল [১৬২]।

গোল্ডষ্টুকর যেরূপ সূক্ষ্মতাসহকারে পতঞ্জলির প্রথম উদাহরণের সহিত গ্রীক-রাজ মেনান্দ্রকৃত অযোধ্যাবরোধের সমতা-বিধান করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণটীকে তাদৃশদশাপন্ন করিতে পারেন নাই। তিনি 'মাধ্যমিক' শব্দ নাগার্জ্জুন-স্থাপিত বৌদ্ধসম্প্রদায় অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নাগার্জ্জুন কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর সমকালীন ব্যক্তি। রাজতরঙ্গিণীতে এ বিষয়ে স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে [১৬৩]। বর্ত্তমান প্রস্তাবের স্থলান্তরে ব্যক্ত হইয়াছে, অভিমন্যু খ্রীষ্টীয় ৪০ ও ৬৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং নাগার্জ্জুন কখনই মেনান্দ্রের সমসাময়িক হইতে পারেন না। নাগার্জ্জুন যখন অভিমন্যুর সমকালীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎস্থাপিত

---

১৬২ Goldstücker's Pāṇini, p. 234.

১৬৩ "অথ নিষ্কণ্টকো রাজা কণ্টকোৎসাগ্রহারদঃ।
আবির্বভুবাভিমন্যুঃ শতমন্যুরিবাপরঃ।

*　　*　　*　　*

তস্মিন্নবসরে বৌদ্ধা দেশে প্রবলতাং যযুঃ।
নাগার্জ্জুনেন সুধিয়া বোধিসত্বেন পালিতাঃ॥"

রাজতরঙ্গিণী। ১।১৭৪, ১৭৭।

Comp. As. Res., Vol. XV, pp. 113-114.

মাধ্যমিক সম্প্রদায়ও ঐ সময়ে অথবা উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ১৪৪ অব্দের জনৈক গ্রীকরাজ-কর্ত্তৃক ইহাদিগের অবরোধ সর্ব্বথা অসম্ভাবিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে[২৬৪]।

গোল্ডষ্টুকর-নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ের এইরূপ বৈষম্য দেখিয়া অধ্যাপক বেবের পতঞ্জলিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি স্বপ্রণীত 'ভারতবর্ষীয় পাঠ' নামক পুস্তকে গোল্ডষ্টুকর-কৃত 'পতঞ্জলির সময় নিরূপণের' সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছেন, 'নাগার্জ্জুন কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর রাজত্বসময়ে বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী ও গণনীয় লোক হইয়া উঠেন। ইহাতে বোধ হয়, তৎকর্ত্তৃক মাধ্যমিক-সম্প্রদায় ইহার বহুপূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ধর্ম্মসম্প্রদায়-সংস্থাপন পূর্ব্বতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও আমরা উহা অভিমন্যুর রাজ্যপ্রাপ্তির চত্বারিংশৎ বর্ষ অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে নিবেশিত করিতে সম্মত নই। কারণ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে নাগার্জ্জুন বাল্যলীলা-তরঙ্গে দোলায়িত ছিলেন। ঈদৃশ অপরিণত বয়সে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-রূপে খ্যাতিলাভ করা একান্ত অসম্ভাবিত। লাসেনের গণনানুসারে অভিমন্যু খ্রীষ্টীয় ৫-৪? অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কাশ্মীরের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। অতএব এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই

---

[২৬৪] গোল্ডষ্টুকর কেবল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া নাগার্জ্জুনকে বুদ্ধের পরলোকপ্রাপ্তির ৪০০ বৎসর পরবর্ত্তী অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৪৩ অব্দের লোক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী ইহার বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিতেছে। প্রামাণিক ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীকে উপেক্ষা করিয়া কেবল জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস-স্থাপন করা যাইতে পারে না।

নিম্নলিখিত ঘটনা-চতুষ্টয় সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, ১ম, যবনকর্ত্তৃক সাকেতাবরোধ ; ২য়, এই অথবা অন্য কোন যবনকর্ত্তৃক মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ের নিপীড়ন ; ৩য়, মহাভাষ্য-প্রণয়ন এবং ৪র্থ, ৪৫-৬৬ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে উক্ত গ্রন্থের প্রতি অভিমন্যুর যত্ন-প্রদর্শন। * * ঃ এক্ষণে যদি আমরা গ্রীকরাজাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম ঘটনাসংস্পৃষ্ট যবন শব্দের অর্থ করি, তাহা হইলে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইব। কারণ লাসেনের নির্দ্দেশানুসারে খ্রীঃ পূঃ ৮৫ অব্দে ভারত-ক্ষেত্রে গ্রীক-রাজত্বের অবসান হয়। যাহা হউক 'যবন' সংজ্ঞা গ্রীকদিগের পরবর্ত্তী ইণ্ডো-সিথিয়ান্ নৃপতিদিগের প্রতিও প্রয়োজিত হইয়া থাকে। পরন্তু 'সাকেত' যখন নিশ্চয়ই বর্ত্তমান অযোধ্যার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন প্রসিদ্ধ ইণ্ডোসিথিয়ান্ নৃপতি কনিষ্ক-ব্যতিরিক্ত অন্য কেহই এই যবন-সংজ্ঞার বাচ্য হইতে পারেন না। লাসেনের গবেষণানুসারে এই কনিষ্কের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ১০-৪০ অব্দ নিরূপিত হইয়াছে। ইঁহার ন্যায় এতদ্বংশীয় কোন নৃপতিই সমধিক পরাক্রান্ত ও সামন্ত-বহুল ছিলেন না। লাসেন বলেন, কনিষ্ক ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। অতএব তৎকর্ত্তৃক অযোধ্যাবরোধ অসম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয় ঘটনাটীকে কনিষ্কের সহিত সংস্পৃষ্ট করা আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হয়। কারণ কনিষ্ক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং তিনি যে উক্ত সম্প্রদায়বিশেষকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু হোয়েন্থ্‌সাঙ্গের নির্দ্দেশানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, কনিষ্ক প্রথমাবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষ্টা ছিলেন, ইহাতে তৎকর্ত্তৃক উক্ত সম্প্রদায়ের নিপীড়ন অসঙ্গত বোধ হয় না। অতএব স্পষ্ট

প্রতীত হইতেছে, পতঞ্জলির দৃষ্টান্তদ্বয় কনিষ্কের অনুষ্ঠিত কার্য্য লক্ষ্য করিয়াই উপন্যস্ত হইয়াছে। এদিকে এই দুই দৃষ্টান্ত বিরচিত হইবার অনেক পরে যে পাতঞ্জল মহাভাষ্য অভিমন্যুর আদেশে চন্দ্রাচার্য্যকর্ত্তৃক কাশ্মীররাজ্যে নীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ৫-৪৫ ও ৪৫-৬৫ অব্দের মধ্যগত দুইটী সময় প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দুই সময়ের মধ্যেই উক্ত ঘটনাদ্বয় সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব খ্রীষ্টীয় ২৫ অব্দ মহাভাষ্যের রচনা ও ৫৫ অব্দ উহার কাশ্মীররাজ্যে প্রেরণের সময় বলা যাইতে পারে। * * * যদি লাসেনের গণনা যথার্থ হয়, তাহা হইলে গোল্ডষ্টুকরের নির্দ্দিষ্ট খ্রীঃ পূঃ ১৪০-১২০ অব্দের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্টীয় ২৫ অব্দ পতঞ্জলির আবির্ভাব-সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সর্ব্বথা সঙ্গত [১৬৫]।'

অধ্যাপক বেবের বিশিষ্ট ধীরতাসহকারে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পতঞ্জলির দৃষ্টান্তদ্বয়ের সহিত স্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। এ বিষয়ে গোল্ডষ্টুকর অপেক্ষা বেবেরের পাণ্ডিত্য সমধিক প্রশংসনীয়। যে পথ অবলম্বন করিয়া গোল্ডষ্টুকরকে স্খলিত-পদ হইতে হইয়াছে, বেবের সে পথেই শনৈঃ শনৈঃ পদ-সঞ্চারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন। এটী তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু গোল্ডষ্টুকর যদিও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটীকে প্রথম দৃষ্টান্তের সহিত এক সময়ে সন্নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি প্রথম-দৃষ্টান্তগত 'যবন' শব্দ লক্ষ্য করিয়া যে নৃপতিদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত

---

১৬৫ Idische Studien, Vol. V.

বোধ হয়। 'অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্' পতঞ্জলির এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে যে ঐতিহাসিক ঘটনা অনুস্যূত রহিয়াছে, গোল্ডষ্টুকর পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের ন্যায় ধীরতাসহকারে তাহার পর্য্যালোচনা করেন নাই। এতন্নিবন্ধনই তাঁহার গবেষণা মধ্যস্থলে বিকলাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। এই বিকলাঙ্গতা-দর্শনেই অধ্যাপক বেবের পতঞ্জলির আধুনিকত্ব-প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বেবেরের সিদ্ধান্ত অনবদ্য হয় নাই। গোল্ডষ্টুকর 'মাধ্যমিকান্' পদ যে অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বেবের তাহারই অনুমোদন করিয়া চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এ অংশে গোল্ডষ্টুকর ও বেবের উভয়েই তুল্যরূপ অনবহিত, উভয়েই 'মাধ্যমিকান্' পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তুল্যরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন[১৬৬]। পতঞ্জলির উপন্যস্ত 'মাধ্যমিক' নাগার্জ্জুন-স্থাপিত প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্যোতক নহে। ইহা মধ্যদেশনামক প্রসিদ্ধ জনপদ-বিশেষের অধিবাসি-বাচক[১৬৭]। অধ্যাপক বেবের 'অরুণৎ' পদ নিপীড়ন অর্থে

---

[১৬৬] স্বনামপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় ব্যতিরিক্ত 'মাধ্যমিক' শব্দের যে অন্য অর্থ আছে, তাহা অধ্যাপক বেবের স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এস্থলে গোল্ডষ্টুকরের অনুসরণপূর্ব্বক 'মাধ্যমিক' শব্দের প্রথম অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *Vide* Indian Antiquary, Vol. II, p. 62.

পরন্তু হাণ্টার সাহেবও গোল্ডষ্টুকরের মতাবলম্বী হইয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎকৃত মাধ্যমিক শব্দের ব্যাখ্যা যে বিশুদ্ধ হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। W. W. Hunter's "Orissa", Vol. I, p. 213.

[১৬৭] *Vide* Preface to the Bṛihat Saṃhitā—Edited by Dr. H. Kern, p. 38, *note*.

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু 'রুধ্' ধাতু পীড়ার্থবাচক নহে। ইহা সচরাচর অবরোধ অর্থেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, প্রস্তাবিত স্থলে 'মাধ্যমিক' শব্দ স্বনামপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায়-বিশেষের দ্যোতক না বলিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ জনপদবাসী বলাই অধিকতর সঙ্গত। বৃহৎ সংহিতাতে 'মাধ্যমিক' শব্দের উল্লেখ আছে [১৬৮]। মহাভারতের বর্ণনানুসারে বোধ হয় এই মধ্যদেশ ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত[১৬৯]। অতএব নাগার্জ্জুনের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের ন্যায় মধ্যদেশের অস্তিত্ববিষয়েও বোধ হয় কেহই সন্দিহান হইবেন না।

এক্ষণে এই মধ্যদেশ কোন যবন-নৃপতিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। গার্গীসংহিতাতে ভবিষ্যদ্বাণীব্যপদেশে অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা নিবেশিত রহিয়াছে। ইহাতে আমরা অবগত হইতে পারি, যবনগণ একদা সাকেত হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। এই মধ্যদেশই 'মাধ্যমিক'গণের নিবাসভূমি। গার্গীসংহিতাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে, পাটলীপুত্রের অধিপতি শালিশূকের পর যবনগণ সাকেত প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া মধ্যদেশে উপস্থিত হয় [১৭০]। এই শালিশূক খ্রীঃ পূঃ

---

[১৬৮] "ভদ্রারিমেদমাণ্ডব্য-সাল্বনীপোজ্জিহানসংখ্যাতাঃ।
মরুবৎসঘোষয়ামুন-সারস্বত-মৎস্য-মাধ্যমিকাঃ॥"
—বৃহৎসংহিতা। ১৪।২।

[১৬৯] Preface to the Bṛihat Saṃhitā, p. 38, *note*.

[১৭০] "তস্মিন্ পুষ্পপুরে রম্যে জনরাজশতাকুলে।
ঋতুক্ষা কর্ম্মসুতশ্চ শালিশূকো ভবিষ্যতি॥

২২৬-১৭৮ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন[১৭১]। এদিকে লাসেনের নির্দ্দেশানুসারে বাহ্লীকস্থ গ্রীক নৃপতিগণের মধ্যে দেমেত্রিয়স্ ও মেনান্দ্র উভয়ই সমধিক পরাক্রমশালী ও দিগ্‌বিজয়-কুশল ছিলেন। এই দেমেত্রিয়স্ খ্রীঃ পূঃ ২০৫-১৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ মেনান্দ্রের পূর্ব্বদিগ্‌-বিজয় আরম্ভ হয়। ফলে দেমেত্রিয়স্ ও মেনান্দ্র উভয়ই ভারত-বর্ষের অনেক স্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ১৬৫ অব্দে দেমেত্রিয়স্‌কর্ত্তৃক সাকেত ও মাধ্যমিকদিগের

স রাজা কর্ম্মস্থতো দুষ্টাত্মা প্রিয়বিগ্রহঃ।
স্বরাষ্ট্রং মর্দতে ঘোরং ধর্ম্মবাদী অধার্ম্মিকঃ॥
স জ্যেষ্ঠভ্রাতরং সাধুং হত্বা বিপ্রথিতং গুণৈঃ।
স্থাপয়িষ্যতি মোহাত্মা বিজয়ং নাম ধার্ম্মিকম্॥
ততঃ সাকেতমাক্রম্য পঞ্চালান্ মথুরাং স্তথা।
যবনা দুষ্টবিক্রান্তাঃ প্রাপ্‌স্যন্তি কুসুমধ্বজম্॥
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে কর্দমে প্রথিতে হি তে (?)।
অকুলা বিষয়াঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
*   *   *   *
মধ্যদেশে ন স্থাস্যন্তি যবনা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥
তেষামন্যোন্যসংভাবা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
আত্মচক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং পরমদারুণম্॥
ততো যুগবশাত্তেষাং যবনানাং পরিক্ষয়ে।
সংকেতে (?) সপ্ত রাজানো ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥”
—গার্গীসংহিতা।

[১৭১] Preface to the Bṛihat Saṃhitā—Ed. by Dr. H. Kern, p. 39.

অধ্যুষিত জনপদ আক্রান্ত হইয়াছিল, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় আমরা ভ্রমে পতিত হইব না। এই আক্রমণের বিষয় উল্লেখ করিয়াই যে পতঞ্জলি উল্লিখিত দুইটী উদাহরণ নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা সম্ভাবিত বলিয়াই প্রতীত হয়।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় ব্যতীত পাতঞ্জল মহাভাষ্যে আরও কতিপয় ঐতিহাসিক সত্য নিবেশিত রহিয়াছে। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর তৎসমুদয়ের উল্লেখ করেন নাই। পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর উহার আলোচনা করিয়া পতঞ্জলিকে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের অধিকতর স্পষ্টীকৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। আমরা এই স্থলে ভণ্ডারকর-প্রদর্শিত মতের সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পাণিনি ৩।২।১২৩ সংখ্যক সূত্রে বর্ত্তমান কালে 'লট্' প্রয়োগের বিধান করিয়াছেন। কাত্যায়ন এই সূত্রের বার্ত্তিকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রবৃত্ত কার্য্যের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত 'লট্' ব্যবহৃত হইবে। পতঞ্জলি কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকের অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন, প্রবৃত্ত কর্ম্মের অবিরাম পর্য্যন্ত 'লট্' প্রয়োজিত হওয়া উচিত, যথা—'এই স্থানে আমরা অধ্যয়ন করিতেছি। এই স্থানে বাস করিতেছি। এই স্থানে পুষ্পমিত্রের জন্য যজ্ঞ করিতেছি' [১৭২]। পরন্তু পাণিনির ৩।১।২৬ সংখ্যক

---

[১৭২] ৩।২।১২৩ :—বর্ত্তমানে লট্।

বার্ত্তিক :—প্রবৃত্তস্যাবিরামে শিষ্যা ভবন্ত্যবর্ত্তমানত্বাৎ।

ভাষ্য :—প্রবৃত্তস্যাবিরামে শাসিতব্যা ভবন্তী। ইহাধীমহে। ইহ বসামঃ। ইহ পুষ্পমিত্রং যাজয়ামঃ। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি? অবর্ত্তমানত্বাৎ।

সূত্রে উক্ত হইয়াছে, যদি কোন কার্য্য অপর দ্বারা সম্পাদিত হয়, তবে সেই স্থলে ণিজন্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। 'যজ্' প্রভৃতি কতিপয় ধাতুও পাণিনির এই নিয়মে উপগত হইয়া ণিজন্ত-রূপে পরিণত হইতে পারিত। কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে এরূপ স্থলে উক্ত ধাতুসমষ্টির কোন বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইবে না বলিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। পতঞ্জলি এ স্থলে কাত্যায়নের পোষকতা করিয়া এই দৃষ্টান্তটী উপন্যস্ত করিয়াছেন, যথা—'পুষ্পমিত্র যজ্ঞ করিতেছেন, যাজকগণ তাঁহাকে যজ্ঞ করাইতেছেন।' এস্থলে পাণিনির উক্ত সূত্রানুসারে কার্য্য হইলে 'পুষ্পমিত্র যাগ করাইতেন, যাজকগণ যাগ করিতেছেন' এইরূপ প্রয়োগ হইত [১১৩]।

মহাভাষ্যোক্ত এই দৃষ্টান্তদ্বয়ে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, পতঞ্জলি পুষ্পমিত্রের সমকালীন ব্যক্তি। অন্যথা তিনি বর্ত্তমান

কৈয়ট :—প্রবৃত্তস্যেতি। ইহাধীমহ ইত্যধ্যয়নং প্রবৃত্তং প্রারব্ধং ন চ তদ্বিরতম্। যদা চ ভোজনাদিকাং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তো নাধীয়তে তদাধীমহ ইতি প্রয়োগো ন প্রাপ্নোতীতি বচনম্।

[১১৩] ৩।১।২৬ :—হেতুমতি চ।

বার্ত্তিক :—যজ্যাদিষু চাবিপর্য্যাসঃ।

ভাষ্য :—যজ্যাদিষু চাবিপর্য্যাসো বক্তব্যঃ। পুষ্পমিত্রো যজতে, যাজকা যাজয়ন্তীতি। তত্র ভবিতব্যং পুষ্পমিত্রো যাজয়তে। যাজকা যজন্তীতি।

বার্ত্তিক :—যজ্যাদিষু চাবিপর্য্যাসো নানাক্রিয়াণাং যজ্যর্থত্বাৎ।

ভাষ্য :—যজ্যাদিষু চাবিপর্য্যাসঃ সিদ্ধঃ। কুতঃ?—নানাক্রিয়াণাং যজ্যর্থত্বাৎ। নানাক্রিয়া যজেরর্থাঃ। নাবশ্যং যজির্হবিঃপ্রক্ষেপণ এব বর্ত্ততে। কিং তর্হি? ত্যাগেঽপি বর্ত্ততে।

ক্রিয়াস্থলে পুষ্পমিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠান-বিষয়সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত করিতেন না। এই পুষ্পমিত্র কোন সাধারণ কি বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্দেশবাচক, পতঞ্জলি স্থলান্তরে তাহার একরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পাণিনি ২।৪।২৩ সংখ্যক সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজ-পর্য্যায়-বাচক শব্দের সহিত 'সভা' শব্দের তৎপুরুষ সমাসে উক্ত সমাসান্ত 'সভা' পদ নপুংসক লিঙ্গে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু 'রাজা' এই শব্দ ও রাজ-উপাধিতে বিশেষিত ব্যক্তির সহিত 'সভা' শব্দের তৎপুরুষ সমাস হইলে নপুংসক লিঙ্গ হয় না। পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যে এই সূত্রের অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'রাজন্' শব্দের সহিত 'সভা' শব্দের তৎপুরুষ সমাসে নপুংসক লিঙ্গ হয় না, যথা—রাজসভা। তদুপাধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত 'সভা' শব্দের সমাস সঙ্ঘটিত হইলেও হয় না, যথা—পুষ্পমিত্রসভা। চন্দ্রগুপ্তসভা[১৭৪]। এতদ্দারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পতঞ্জলির উদাহৃত পুষ্পমিত্র কোন বিশেষ রাজার নির্দ্দেশ-বাচক। এক্ষণে যদি ইতিহাস ও পুরাণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলেও পতঞ্জলির উপন্যস্ত দৃষ্টান্ত উহার সহিত বিলক্ষণ সমঞ্জসীভূত হইয়া উঠে। যে মগধ সাম্রাজ্য ঐতিহাসিক আলেখ্যে সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত রহিয়াছে, সেই মগধের সিংহাসন ক্রমান্বয়ে বিভিন্নবংশীয় নৃপতিদিগের বিলাস-ক্ষেত্র ছিল। তন্মধ্যে

---

১৭৪ ২।৪।২৩ :—সভা রাজাঽমনুষ্যপূর্ব্বা।

পতঞ্জলি :—ইনসভম্, ঈশ্বরসভম্। তস্যৈব ন ভবতি—রাজসভা। তদ্বিশেষাণাঞ্চ ন ভবতি—পুষ্পমিত্রসভা, চন্দ্রগুপ্তসভা।

এক শ্রেণীর ভূপতিগণ মৌর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। হিন্দু-দিগের চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীকদিগের সান্দ্রকোতস্ এই বংশের শিরোভূষণ ও আদি রাজা [১৭৫]। চন্দ্রগুপ্তের পর আর নয় জন রাজা ক্রমান্বয়ে মগধের সিংহাসনে বিরাজ করেন। দশম অথবা অন্তিম রাজার নাম বৃহদ্রথ। এই বৃহদ্রথের সেনাপতি স্বীয় প্রভুকে নিহত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। বিষ্ণুপুরাণের নির্দ্দেশানুসারে এই সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় বলিয়া পরিচিত [১৭৬]। আদৌ বৃহদ্রথের সেনাপতি পশ্চাৎ [১৭৭] মাগধ

[১৭৫] চন্দ্রগুপ্ত ও সান্দ্রকোতস যে অভিন্ন-ব্যক্তি ইহা প্রথমে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ স্যর উইলিয়াম জোন্স প্রদর্শন করেন। As. Res., Vol. IV, p. 11.

চন্দ্রগুপ্তকে স্ত্রাবো, এরিয়ান, জষ্টিন, 'সান্দ্রকোতস্', দিও দোরস্ সিকুলস্ 'ক্সান্দ্রমস্' ও প্লুতার্ক 'অন্দ্রকোতস্' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। —Vide Turnour's Mahawanso. Appendix. p. i xxxiii-lxxxiv; 'Preface to the Mudra Rakshasa.' in Wilson's 'Theatre of the Hindus.' Vol II; Comp. Elphinstone's History of India, p. 152.

[১৭৬] " * * তস্যাপ্যন্যু বৃহদ্রথনামা ভবিতা। * * * তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষ্যন্তি। ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি।"

—বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৮,৯

[১৭৭] ডাক্তার বুলারের নির্দ্দেশানুসারে এই শুঙ্গবংশীয় নৃপতি পুষ্যমিত্র নামে প্রসিদ্ধ। *Vide* 'Indian Antiquary' Vol, I, p. 362.

পরন্তু কালিদাস-প্রণীত (এই কালিদাস রঘুবংশাদির প্রণেতা কালিদাস কিনা তদ্বিষয় বিচার্য্য) মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে পুষ্পমিত্রের নাম দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক লাসেনের মতে এই পুষ্পমিত্র অগ্নিমিত্রনামক

সিংহাসনের এই শুঙ্গবংশীয় প্রথম নৃপতিই 'পুষ্পমিত্র' নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পুরাবৃত্তের নির্দ্দেশানুসারে পূর্ব্বোক্ত

স্বীয় তনয়ের সেনাপতি (Ind. Alter thumsk, Vol. II, pp. 271, 346)। লাসেন বলেন, মালবিকাগ্নিমিত্রের পঞ্চমাঙ্কস্থ 'দেবস্য সেনাপতেঃ পুষ্পমিত্রস্য সকাশাৎ সোত্তরীয়-প্রাভৃতকো লেখঃ প্রাপ্তঃ' এই বাক্যে 'দেব' শব্দ অগ্নিমিত্রের দ্যোতক। কিন্তু পিতা স্বয়ং তনয়ের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ ঘটনা কোথাও শ্রুতিগোচর হয় না। উল্লিখিত বাক্যের 'দেব' ও 'সেনাপতি' উভয় শব্দই পুষ্পমিত্রকে নির্দ্দেশ করিতেছে। 'দেব' শব্দ থাকাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে পুষ্পমিত্র রাজা ছিলেন। কারণ, রাজা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিতে 'দেব' শব্দ প্রয়োজিত হয় না ('দেবঃ স্বামীতি নৃপতির্ভৃত্যৈ-র্ভট্টেতি চাহধমৈঃ।' ডাক্তার হল সাহেব-প্রকাশিত দশরূপের ১০৯ পৃষ্ঠা)। অপিচ পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথের সৈন্যাধক্ষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সেনাপতি বলা অসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ মালবিকাগ্নিমিত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে, অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন। বিদিশা এই অগ্নিমিত্রের রাজধানী ছিল। এদিকে পুষ্পমিত্রের রাজধানী পাটলিপুত্র। পুষ্পমিত্র বিদিশায় কখনও রাজত্ব করেন নাই। কারণ, মালবিকাগ্নিমিত্রে লিখিত আছে, পুষ্পমিত্র বিদিশানগরে পত্র পাঠাইয়া অগ্নিমিত্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে সস্ত্রীক উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যদি বিদিশাই পুষ্পমিত্রের রাজধানী হইত, তাহা হইলে তিনি কখনও বিদিশায় পত্র পাঠাইয়া অগ্নিমিত্রকে আহ্বান করিতেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, পুষ্পমিত্র স্বতনয় অগ্নিমিত্রকে বিদিশার শাসন-ভার দিয়া স্বয়ং পাটলীপুত্র নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুষ্পমিত্র যে রাজা ছিলেন, তাহা অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনায় দৃঢ়তর হইতেছে। স্বাধীন নরপতি ভিন্ন অন্য কাহারও এই যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার নাই। বোধ হয় পতঞ্জলি পুষ্পমিত্রের এই অশ্বমেধ-যজ্ঞের সম্বন্ধেই পাণিনির ৩।২।১২৩

মৌর্য্যবংশীয় দশ জন নৃপতি ১৩৭ বৎসর রাজ্যভোগ করেন [১৭৮]। সর্ব্বপ্রথম নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ (পৌরাণিক মতে খ্রীঃ পূঃ ২৮৩) অব্দ নিরূপিত হইয়াছে [১৭৯]। সুতরাং এই গণনানুসারে পুষ্পমিত্রের রাজত্ব খ্রীঃ পূঃ ১৭৮ অব্দে আরব্ধ হয়। মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণানুসারে ইনি যড়ধিক-ত্রিংশৎ বর্ষকাল রাজত্ব করেন [১৮০]। অতএব খ্রীঃ পূঃ ১৭৮ হইতে ১৪২ অব্দ পর্য্যন্ত পুষ্পমিত্রের রাজত্বকাল নিরূপিত হইতেছে।

সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে 'ইহা পুষ্পমিত্রং যাজয়ামঃ' এই উদাহরণটী নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Comp. "Indian Antiquary", Vol. I, p. 301.

১৭৮ 'এবং মৌর্য্যা দশ ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অব্দশতং সপ্ত-ত্রিংশদুত্তরম্'।—বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৮

বায়ুপুরাণানুসারে মৌর্য্যবংশীয় নয় জন নৃপতি ১৩৭ বৎস কাল রাজত্ব করেন ঃ—

'ইত্যেতে নব মৌর্য্যাস্তু যে ভোক্ষ্যন্তি বসুন্ধরাম্।
সপ্তত্রিংশচ্ছতং পূর্ণং তেভ্যঃ শুঙ্গো ভবিষ্যতি॥'

কিন্তু মৎস্য, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে দশ জন মৌর্য্যবংশীয়ের রাজত্বকাল ১৩৭ বৎসর নিরূপিত হইয়াছে। See Wilson's 'Vishṇupuraṇa' Vol. IV, p. 190. Comp. Asiatic Dissertation, Vol. I, p. 315; Turnour's Mahawanso—Introduction, p. xv, Indian Antiquary, Vol. I, p. 302.

১৭৯ *Vide* S. W. Jone's 'Chronology of the Hindus' in Asiatic Dissertation, Vol. I, p. 315. Comp. Wilson's Vishṇupurāṇa, Vol. IV, p. 187; As. Res., Vol. IX, p. 96.

১৮০ বায়ুপুরাণে ইঁহার রাজত্বকাল ৬০ বৎসর নিরূপিত হইয়াছে। *Vide* Wilson's Vishṇupurāṇa, Vol. IV, p. 190.

পতঞ্জলি যে ইহারই মধ্যবর্ত্তী সময়ে পাণিনির ৩।২।১২৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, ইহা অবশ্যই প্রমাণসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

এদিকে অধ্যাপক লাসেনের নির্দ্দেশানুসারে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক-রাজ দেমেত্রিয়স্ খ্রীঃ পূঃ ২০৫-১৬৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বাহ্লীকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দেমেত্রিয়স্ কর্ত্তৃকই যে সাকেত ও মাধ্যমিকদিগের অধ্যুষিত জনপদ আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা স্থলান্তরে প্রতিপন্ন করিয়াছি। ডাক্তার কার্ণ্ ও স্বপ্রকাশিত বৃহৎসংহিতার ভূমিকায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন [১৮১]। দেমেত্রিয়সের রাজত্ব শেষ হইবার ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে পুষ্পমিত্রের রাজত্ব আরব্ধ হয়। অতএব এই ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যেই দেমেত্রিয়স্ সাকেত প্রভৃতি জনপদ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার কার্ন্ খ্রীঃ পূঃ ১৯৫ অব্দ এই আক্রমণের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন [১৮২]। কিন্তু আমরা ইহাতে আস্থাবান্ হইতে পারিতেছি না। গার্গীসংহিতাতে লিখিত আছে, শালিশূকের পরে যবনগণ সাকেত প্রভৃতি জনপদ আক্রমণ করে, এই শালিশূক মৌর্য্যবংশের সপ্তম নৃপতি। ডাক্তার কার্ণ্ লিখিয়াছেন, শালিশূক খ্রীঃ পূঃ ২২৬-১৭৮ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন [১৮৩]। যবনাক্রমণ খ্রীঃ পূঃ ১৯৫ অব্দে সঙ্ঘটিত হইলে গার্গীসংহিতার সহিত উহার একতা রক্ষিত হয়

---

১৮১ Preface to the Bṛihat Saṃbitā, (Edited by Dr. H. Kern) p. 39.

১৮২ *Ibid*, p. 39.

১৮৩ *Ibid*, p. 39.

না [১৮৪]। আমাদিগের বিবেচনায় পুষ্পমিত্রের রাজত্বের প্রারম্ভে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৭৮ অব্দে দেমেত্রিয়স্ ভারত-দিগ্‌বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়েন। এই ঘটনার সহিত পাণিনীয় ৩।২।১১১সংখ্যক সূত্রে পতঞ্জলি-প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং পতঞ্জলি এই যবনাক্রমণ লক্ষ্য করিয়াই যে 'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্' ও 'অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্' এই দৃষ্টান্তদ্বয় উপন্যস্ত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সংশয় হইতেছে না। অতএব এই সকল প্রমাণানুসারে আমরা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, পতঞ্জলি যবন-রাজ দেমেত্রিয়স্ ও শুঙ্গ নৃপতি পুষ্পমিত্রের সমকালে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৯৫-১৪২ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তিনি দেমেত্রিয়স্‌কৃত দিগ্‌বিজয়ের সমকালে পাণিনীয় ৩।২।১১১সংখ্যক সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শাস্ত্রদর্শী

---

[১৮৪] বায়ুপুরাণানুসারে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ (মহাবংশের মতে ৩৪), তৎপুত্র বিন্দুসার ২৫ ও তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল নির্দ্দিষ্ট হইলে এই গণনানুসারে খ্রীঃ পূঃ ২৬৬-২৩০ অব্দ অশোকের রাজত্বসময় নিরূপিত হইতেছে। আবার পৌরাণিক মতে চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ২৮৩ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এতদনুসারে খ্রীঃ পূঃ ১৩৪-১৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত অশোকের রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যাহা হউক, এই অশোক-বর্দ্ধনের পর সুযশা, দশরথ ও সঙ্গত নামে তিন জন রাজা রাজ্যভোগ করেন। ইহার পর শালিশূকের রাজত্ব আরম্ভ হয়। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ১৯৫ অব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব কি পরবর্ত্তী সময়েই যে শালিশূক মগধের সিংহাসন গ্রহণ করেন, তাহা উল্লিখিত দুই গণনানুসারেই প্রতিপন্ন হইতেছে। *Vide* Wilson's Vishṇupurāṇa, Vol. IV, pp. 186-190.

রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর মহাভাষ্যস্থ এই অংশের রচনা-কাল খ্রীঃ পূঃ ১৪৪-১৪২ অব্দ নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু এই মত যে সমীচীন নহে তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি।

আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর ও অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর পতঞ্জলির প্রদর্শিত যবনকে গ্রীকরাজ মেনান্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন [১৮৫]। কিন্তু তাঁহারা দেমেত্রিয়সের প্রতি কেন উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। স্ত্রাবোর নির্দ্দেশানুসারে মেনান্দ্র ভারতবর্ষের অনেক স্থান অধিকার করেন বটে, কিন্তু বাহ্লীকস্থ গ্রীক্ রাজগণের মধ্যে দেমেত্রিয়স্ই ইহার পথ-প্রদর্শক। পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, দেমেত্রিয়স্ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিক্ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন [১৮৬]। কালক্রমে আত্ম-বিদ্রোহিতানিবন্ধন দেমেত্রিয়স্ রাজ্যভ্রষ্ট হয়েন ও ইউক্রেতিদস্ বাহ্লীকের সিংহাসন অধিকার করেন [১৮৭]। গার্গীসংহিতালিখিত যবন-দিগ্বিজয় বৃত্তান্তের সহিত ইহার বিশিষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে [১৮৮]। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মগধরাজ পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালেই পতঞ্জলি মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। দেমেত্রিয়সের বাহ্লীক-শাসনসময়েই পুষ্পমিত্রের মাগধ

---

১৮৫ Goldstücker's Pāṇini, p. 234; Indian Antiquary, Vol. I, p. 302.

১৮৬ *Vide* Elphinstone's History of India, p. 267.

১৮৭ *Ibid*, p. 267.

১৮৮ গার্গীসংহিতাতে স্পষ্ট লিখিত আছে, এই যুদ্ধ-দুর্ম্মদ যবন রাজগণের মধ্যে পরিশেষে নিশ্চয়ই আত্ম-চক্রোত্থিত ভীষণ যুদ্ধ সমুপস্থিত হইবে। তথাহি,

রাজত্ব সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব দেমেত্রিয়স্‌কেই পতঞ্জলির উদাহৃত সাকত ও মাধ্যমিক-বিজয়ী যবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা অধিকতর সঙ্গত।

অধ্যাপক বেবের যেরূপ অদ্ভুত যুক্তিসহকারে পতঞ্জলির আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা যথাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। বেবের-প্রদর্শিত যুক্তি কত দূর ফলোপধায়িনী একবার তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত হইতেছে। বেবের পতঞ্জলির প্রদর্শিত 'যবন' শব্দ অভিমন্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী কনিষ্কের নির্দ্দেশক বলিয়াছেন। আর্য্যেতর জাতিসমূহ যে ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি নামে বিশেষিত হইয়া থাকে তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লন কনিষ্ক প্রভৃতিকে তুরুষ্ক-বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[১৮৯]। পতঞ্জলি যদি তদানীন্তন সময়ে বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই যবনের পরিবর্ত্তে 'তুরুষ্ক' শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাইতেন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কনিষ্ক বৌদ্ধদিগের পৃষ্ঠ-পূরক ছিলেন, তিনি যে বেবেরের নির্দ্দিষ্ট মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার করিবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। পরন্তু ইতিহাসে কনিষ্ক তাদৃশ দিগ্বিজয়-

---

'তেষামন্যোন্যসংভাবা (?) ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
আত্মচক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং পরমদারুণম্‌॥'

১৮৯ 'অথাভবন্‌ স্বনামাঙ্কপুরত্রয়বিধায়িনঃ।
হুষ্ক-জুষ্ক-কনিষ্কাখ্যাস্ত্রয় স্তত্রৈব পার্থিবাঃ॥

* * * *

তে তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়া নৃপাঃ।
শুষ্কলেত্রাদিদেশেষু মঠচৈত্যাদি চক্রিরে॥'

—রাজতরঙ্গিণী ১।১৬৮, ১৭০।

কুশল বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক অযোধ্যা-বিজয় সম্ভবপর বোধ হয় না। বেবের লিখিয়াছেন, কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের উৎসাহ-দাতা হইবার পূর্ব্বে তৎপ্রতি অসদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এরূপ যুক্তি অভীষ্ট মতের সমর্থনকারিণী নয়। ঈদৃশ কুহকিনী কল্পনার আশ্রয়-গ্রাহী না হইয়া ঘটনা বিশেষের সহিত ঐতিহাসিক সত্যের সামঞ্জস্য-রক্ষণই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, অভিমন্যুর রাজত্বসময়ে চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক পাতঞ্জল মহাভাষ্য কাশ্মীর দেশে নীত হয়[১২০]। এই অভিমন্যু কনিষ্কের পরে কাশ্মীরের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। অধ্যাপক লাসেন কনিষ্ক ও অভিমন্যুর রাজত্বকাল ক্রমান্বয়ে খ্রীষ্টীয় ১০-৪০ ও ৪০-৬৫ অব্দ স্থির করিয়াছেন। বেবেরের নির্দ্দেশানুসারে কনিষ্কের রাজত্বসময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ২৫ অব্দে মহাভাষ্য প্রণীত হইলে বিংশতি কি পঞ্চবিংশতি বর্ষের মধ্যে তাহা এত দূর গৌরব সহকারে কাশ্মীর দেশে নীত হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না এই সমস্ত কারণে আমরা বেবেরের মতে আস্থাবান্ না হইয়া মতান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

নাগোজী ভট্টের মতে পতঞ্জলির মাতার নাম গোণিকা[১২১]। কিম্বদন্তী অনুসারে পূর্ব্ব ভারতবর্ষের 'গোনর্দ্দ' নামক স্থান

---

১২০ চন্দ্রাচার্য্যাদিভির্লব্ধ্বা দেশং তস্মাত্তদাগমম্।
প্রবর্ত্তিতং মহাভাষ্যং স্বঞ্চ ব্যাকরণং কৃতম্॥
—রাজতরঙ্গিণী ১।১৭৬।

১২১ '১।৪।৫১ গোণিকাপুত্রো ভাষ্যকার ইত্যাহুঃ'
নাগোজী ভট্ট।

তাঁহার জন্মভূমি। এতন্নিবন্ধন পতঞ্জলি 'গোনর্দ্দীয়' নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন[১২২]।

জন-প্রবাদে যে 'গোনার্দ্দ' পতঞ্জলির জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহার অবস্থান-সন্নিবেশ অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর এই স্থান বর্ত্তমান গোণ্ডার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়াছেন[১২৩]। 'গোণ্ডা' অযোধ্যা হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সংস্কৃত 'র্দ্দ' শব্দ 'দ্দ' অথবা কখন কখন 'ড্ড' তে পরিণত হইয়া থাকে[১২৪]। সুতরাং প্রাকৃত ভাষায় 'গোনর্দ্দ' 'গোনড্ড' বলিয়াও উচ্চারিত হয়। কালক্রমে এই 'গোনড্ড' লৌকিক-উচ্চারণ-বৈষম্য-বশতঃ গোণ্ডারূপ ধারণ করিয়াছে। জেনারেল কানিংহাম্ লিখিয়াছেন, 'গোণ্ডা' নাম সংস্কৃত গৌড় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে[১২৫]। কিন্তু প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুসারে ঈদৃশ অনুমানের কোন সার্থকতা উপলব্ধ হয় না। সম্ভবতঃ সংস্কৃত গোনর্দ্দই কালক্রমে গোণ্ডা নামে পরিণত হইয়াছে। এরূপ হইলে পতঞ্জলিকে এই স্থানের

---

[১২২] ১। ১। ২১ 'গোনর্দ্দীয়স্ত্বাহ। কৈয়ট :—ভাষ্যকারস্ত্বাহ। নাগোজী ভট্ট :—গোনর্দ্দীয়পদং ব্যাচষ্টে। ভাষ্যকার ইতি।

[১২৩] Indian Antiquary, Vol. II, p. 70.

[১২৪] ই, বি, কাউএল সাহেব-প্রকাশিত প্রাকৃতপ্রকাশের ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

[১২৫] Cunningham's 'Ancient Geography of India,' p. 408, and Arch., Vol. I, p. 327.

অধিবাসী বলিয়াই বোধ হয়। কাশিকা বৃত্তিতে পাণিনির ১৷১ ৭৫ সংখ্যক সূত্রের উদাহরণ স্বরূপ 'গোনর্দ্দীয়,' 'ভোজকটীয়' প্রভৃতি কতিপয় পদ প্রদর্শিত হইয়াছে; উক্ত সূত্রানুসারে এই 'গোনর্দ্দ' প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের নির্দ্দেশ বাচক। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 'গোনর্দ্দীয়' পতঞ্জলির নামান্তর। সুতরাং পতঞ্জলি প্রাচ্য বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ[১২৬]।

অধ্যাপক বেবের এই মতের অনুমোদন করেন নাই। মহাভাষ্যের এক স্থলে লিখিত আছে, 'ব্যবহিতেঽপি পূর্ব্বশব্দো বর্ত্ততে, তদ্‌যথা পূর্ব্বং মথুরায়াঃ পাটলীপুত্রম্।' বেবের এই বাক্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'পূর্ব্ব' শব্দ ব্যবহিত অর্থাৎ 'দূরতা' অর্থ দ্যোতক। তিনি এই সংস্কৃত বাক্যার্দ্ধের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, 'পাটলীপুত্র মথুরার অগ্রে অবস্থিত। ইহাতে স্পষ্টপ্রতীত হইতেছে, বক্তা পাটলীপুত্রের পরবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিয়া এই বাক্যটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এ স্থলে পতঞ্জলি বক্তা। সুতরাং পতঞ্জলি মথুরার পূর্ব্ব দিক্‌বর্ত্তী কোন স্থানে অধিবাস করিতেন। কারণ পতঞ্জলি প্রাচ্য বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ[১২৭]। বেবেরের এই ব্যাখ্যা নিরবচ্ছিন্ন স্বকপোলকল্পিত। 'ব্যবহিত' শব্দ দূরতা অর্থ-প্রকাশক নহে। ইহা 'মধ্যবর্ত্তী কোন বিষয় দ্বারা পৃথগ্‌ভূত' অর্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে, যেমন, কলিকাতা হইতে লণ্ডন কতিপয় সমুদ্র, দেশ, নদী প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত। 'রামায়ণ' শব্দের আদ্যক্ষর 'রা' ও শেষাক্ষর

---

[১২৬] ১৷১৷৭৫ এঙ্ প্রাচাং দেশে। কাশিকা:—এণীপচনীয়ঃ। গোনর্দ্দীয়ঃ। ভোজকটীয়ঃ। গোনরীয়ঃ।

[১২৭] Indian Antiquary, Vol. II, p. 63.

'ণ' যথাক্রমে 'মা ও য়' অক্ষরদ্বয় দ্বারা ব্যবহিত। এস্থলে 'ব্যবহিত' শব্দ দূরতা অর্থ বহন করিতেছে না। প্রত্যুত 'কলিকাতা' ও 'লণ্ডন' মধ্যবর্ত্তী সাগর প্রভৃতি দ্বারা এবং 'রা' ও 'ণ' মধ্যবর্ত্তী 'মা' ও 'য়' অক্ষর দ্বারা পৃথগ্‌ভূত এইরূপ অর্থই প্রকাশ করিতেছে। অতএব পতঞ্জলির উক্ত বাক্যে কেবল ইতাই প্রতীত হইতেছে যে, মথুরা ও পাটলীপুত্র মধ্যবর্ত্তী কতিপয় স্থান দ্বারা পৃথগ্‌ভূত। সুতরাং সাধারণতঃ 'পূর্ব্বং মথুরায়াঃ পাটলীপুত্রম্' এই বাক্য, পাটলীপুত্র মথুরার পূর্ব্ববর্ত্তী, এই অর্থেরই প্রকাশক। অতএব পতঞ্জলি পাটলীপুত্রের পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী দেশের অধিবাসী ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহার সমর্থন হইতেছে না। পতঞ্জলি বৈয়াকরণ ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গ-সঙ্গতি-ক্রমে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। 'ঘোটক শকটের অগ্রে অবস্থিত আছে' এই কথা বলিলে বক্তা শকটের পশ্চাৎ ভাগে আছেন, ইহা কখনও প্রকাশ পায় না। 'পূর্ব্ব শব্দ' যে অগ্রবর্ত্তিতার দ্যোতক তাহা অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু যখন স্থানাদির অবস্থান-সন্নিবেশের প্রসঙ্গে 'পূর্ব্ব' শব্দ প্রয়োজিত হয়, তখন উহা স্বনামপ্রসিদ্ধ সূর্য্যোদয়ের দিকই প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, 'গোনর্দ্দ' অযোধ্যার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। কিন্তু এদিকে পতঞ্জলি প্রাচ্য বৈয়াকরণ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পাটলীপুত্রের পূর্ব্ব দিক্‌বর্ত্তী না হইলে তাঁহার প্রাচ্যত্ব রক্ষিত হয় না, এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। 'প্রাগ্‌দেশ', 'উদগ্‌দেশ' প্রভৃতি কএকটী নির্দ্ধারিত সংজ্ঞা মাত্র।

অমর সিংহ স্বপ্রণীত কোষে শরাবতীর [১৯৮] দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশকে 'প্রাগ্‌দেশ' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন [১৯৯]; এই প্রাগ্‌দেশ-বাসিগণই প্রাচ্য নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং পতঞ্জলি অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমদেশস্থ হইলেও তাঁহাকে 'প্রাচ্য' বলা যাইতে পারে। শব্দ-বিস্তার প্রমাণানুসারে ইহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে না [২০০]।

কৈয়ট কতিপয় স্থলে পতঞ্জলিকে 'আচার্য্য দেশীয়' বলিয়াছেন। গোল্ডষ্টুকর ও বেবেরের মতানুসারে আচার্য্যদেশীয়ের অর্থ 'আচার্য্যের দেশস্থ ব্যক্তি' এবং এই আচার্য্য কাত্যায়নের নির্দ্দেশবাচক। পতঞ্জলি প্রাচ্য দেশীয়; সুতরাং এই সিদ্ধান্তানু-

---

[১৯৮] শরাবতী স্বনাম প্রসিদ্ধ নদী। অমর-কোষে এই নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় ('শরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী। কাবেরী সরিতোঽন্যাশ্চ সম্ভেদঃ সিন্ধুসঙ্গমঃ ॥' অমর-কোষ)। মেজর উইলফোর্ড সাহেব বলেন, এই নদী গঙ্গার উত্তরে অবস্থিত ছিল। রোহিলখণ্ডস্থ বদায়ুন বিভাগে ইহার অবস্থান-সন্নিবেশ অনুমিত হইয়াছে। *Vide* Wilford's 'Ancient Geography of India' in As. Res., Vol. XIV, pp. 409-410.

রঘুবংশে শরাবতী নামে একটী নগরেরও নির্দ্দেশ আছে। যথা—

স নিবেশ্য কুশাবত্যা রিপুনাগাঙ্কুশং কুশম্।
শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জনিতাশ্রুলবং লবম্ ॥

—রঘুবংশ ১৫।৯৭ ॥

[১৯৯] লোকোঽয়ং ভারতং বর্ষং শরাবত্যাস্তু যোঽবধেঃ।
দেশঃ প্রাগ্দক্ষিণঃ প্রাচ্য উদীচ্যঃ পশ্চিমোত্তরঃ।

—অমরকোষ।

[২০০] Indian Antiquary, Vol. II, p. 239.

সারে কাত্যায়নও তদ্দেশ-সম্ভূত। কিন্তু কাত্যায়ন যে দাক্ষিণাত্য-বাসী, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। গোল্ডষ্টুকর ও বেবের 'আচার্য্যদেশীয়' শব্দের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বোধ হয় না। এস্থলে আচার্য্য-দেশীয়ের অর্থ কনিষ্ঠাচার্য্য। পাণিনির ৫।৩।৬৭ সংখ্যক সূত্রানুসারে এই অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পতঞ্জলি যখন পাণিনি ও কাত্যায়নের পরবর্ত্তী এবং তৃতীয় ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তখন কৈয়ট যে তাঁহাকে কনিষ্ঠাচার্য্য নামে বিশেষিত করিবেন, তাহা অসঙ্গত বোধ হয় না।

প্রথিত আছে, পতঞ্জলি কিয়ৎকাল কাশ্মীর দেশে বাস করিয়াছিলেন। মহাভাষ্য ব্যতীত তৎপ্রণীত পাণিনীয় ব্যাকরণের কতকগুলি বার্ত্তিক আছে। এগুলি 'ইষ্টি' নামে প্রসিদ্ধ।

পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যে অসাধারণ বিচার-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কাত্যায়নকৃত পাণিনি-সমালোচনের বৈধাবৈধতা নিরূপণার্থই মহাভাষ্য প্রণীত হইয়াছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক প্রণীত হইবার পরে সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অঙ্গহীনতা ছিল, পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্য প্রচার করিয়া তাহার সম্পূর্ণ প্রতীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ পাতঞ্জল মহাভাষ্যের নিমিত্তই সংস্কৃত ব্যাকরণ পূর্ণাবয়ব ও গুণবহুল হইয়া পৃথিবীস্থ সমুদয় জাতির ব্যাকরণশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে।

কৈয়ট-কৃত ভাষ্যপ্রদীপ নামে মহাভাষ্যের একখানি টীকা বিদ্যমান আছে। আবার নাগোজী ভট্ট ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত নামে কৈয়টপ্রণীত ভাষ্য প্রদীপের আর একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কালক্রমে পরবর্ত্তী বৈয়াকরণব্যূহ এই

ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ অবলম্বনপূর্ব্বক অনেকগুলি টীকা ও উপটীকার সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে অন্য একজন পতঞ্জলির নাম দৃষ্ট হয়। ইনি যোগদর্শন নামক প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা। এই পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য দর্শননামেও কথিত হইয়া থাকে।

ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত বাক্যপদীয় (বাক্যপ্রদীপ) নামে মহাভাষ্য-সংক্রান্ত আর একখানি টীকা আছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ছন্দোময়ী রচনা দৃষ্ট হয়। ইহা 'কারিকা' নামে আখ্যাত। সাধারণে ভর্ত্তৃহরিকেই এই কারিকাসমূহের রচয়িতা বলিয়া থাকেন। বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয় কাণ্ডে লিখিত আছে, ভগবান্ পতঞ্জলি ব্যাড়ি প্রণীত 'সংগ্রহ' বিলুপ্তপ্রায় দেখিয়া সবার্ত্তিক পাণিনীয় সূত্রের মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। কালক্রমে অকৃতবুদ্ধি লোকদিগের আলস্য-দোষপ্রযুক্ত এই মহাভাষ্যেরও বিলোপদশা সমুপস্থিত হয়, কেবল একখানি পুস্তক দাক্ষিণাত্যে সংরক্ষিত থাকে। চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি পর্ব্বত হইতে এই মূল পুস্তক সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করেন। ভর্ত্তৃহরি এই চন্দ্রাচার্য্য ও বসুরাত প্রভৃতির আদেশে মহাভাষ্যের তাৎপর্য্যজ্ঞাপিকা কারিকা প্রণয়ন পূর্ব্বক বাক্যপদীয় নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিবদ্ধ করেন [২০১]।

---

২০১ প্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্পবিদ্যাপরিগ্রহান্।
সংপ্রাপ্য বৈয়াকরণান্ সংগ্রহেঽস্তমুপাগতে॥
কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্ব্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে॥
অলব্ধগাধে গাম্ভীর্য্যাদুত্তান ইব সৌষ্ঠবাৎ।
অস্মিন্নকৃতবুদ্ধীনাং নৈবাবাস্থিত নিশ্চয়ঃ॥

আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর ভর্ত্তৃহরিকে কারিকাসমূহের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে কারিকাগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত ও মহাভাষ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে [২০২]।

উপসংহার

এ পর্য্যন্ত পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির বিষয় যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, আমরা তাহারই সার সঙ্কলন করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে এই পুস্তক উপস্থাপিত করিলাম। প্রস্তাব-প্রতিপাদ্য বিষয়-পরম্পরার সংগ্রহে যত্নের ত্রুটী হয় নাই; ঘটনান্তরাগত কূট তর্কের মীমাংসাতেও যথাসাধ্য প্রয়াস বিহিত হইয়াছে। এরূপ কষ্ট-প্রসূত সংগ্রহ সহৃদয়গণের চিত্তহারী হইলেই সমুদয় পরিশ্রম সফল মনে করিব।

যঃ পতঞ্জলিশিষ্যেভ্যো ভ্রষ্টো ব্যাকরণাগমঃ।
কালেন দাক্ষিণাত্যেষু গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিতঃ॥
পর্ব্বতাদাগমং লব্ধ্বা ভাষ্য-বীজানুসারিভিঃ।
স নীতো বহুশাখত্বং চন্দ্রাচার্য্যাদিভিঃ পুনঃ॥

* * * * *

আচার্য্যবসুরাতেন ন্যায়মার্গান্ বিচিন্ত্য চ।
প্রণীতো বিধিবচ্চায়ং মম ব্যাকরণাগমঃ॥
ময়াপি গুরুনির্দ্দেশাদ্ভাষ্যাম্নায়াবিলুপ্তয়ে।
কাণ্ডত্রয়ক্রমেণায়ং নিবন্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

—বাক্যপদীয়।

Comp. Goldstücker's Pāṇini, pp. 237-238.

২০২ Goldstücker's Pāṇini, pp. 93–99.

সকলের রুচি সমান নহে। বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে লোকে বিভিন্ন রুচির অধিকারী হইয়া থাকে। কেহ উত্তাল-তরঙ্গমালা-সমাকীর্ণ জলধির ফেনায়িত অট্টহাস্য অথবা হিমাদ্রির অভ্রংলিহ শৃঙ্গশোভিত মেঘ-পটলের ভীষণ নীলিমা-দর্শনে প্রীত হয়; কেহ বা ঈদৃশ ভয়ঙ্কর দৃশ্য হইতে শত হস্ত দূরে থাকিয়া মলয়-বাতান্দোলিত বল্লীরাজির অঙ্গবিলাস, অথবা ভ্রমরচুম্বিত প্রভাত-কমলের লাবণ্য দেখিয়া চিত্ত পরিতৃপ্ত করে। গ্রন্থাদির পাঠেও এইরূপ রুচিগত বৈষম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ অমৃতময় কাব্য অথবা গবেষণাপূর্ণ পুরাবৃত্তপাঠে আমোদিত হয়েন, কেহ বা তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া জুগুপ্সিত নাটকাদি লইয়া সময়-ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। ঈদৃশ রুচিবৈষম্য নিবন্ধন অস্মদ্দেশে নাটকাদির যেরূপ বহুল প্রচার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। এই নাটকাদির অধিকাংশই কুরুচি ও কুভাবের উদ্দীপক। রসভাবসমন্বিত নাটক অতি অল্পই বাঙ্গালীর লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-স্রোতে প্রক্ষালিত হইয়াও অদ্যাপি বঙ্গদেশের রুচি পরিমার্জ্জিত হয় নাই। যে পঙ্ক দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বসময়ে ইংলণ্ডীয়গণের হৃদয় মলিন করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বাঙ্গালী-সমাজের মহিমা বিস্তার করিতেছে। ইহা বঙ্গদেশের অনল্প কলঙ্কের বিষয়, সন্দেহ নাই।

নিয়তি-নেমির অধোগমন-নিবারণে কেহই সমর্থ নহে। যে আর্য্যজাতি একদা অতুল সাহস ও বিক্রম-প্রভাবে ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই জাতি অবনতমস্তকে অপরের পাদাভিঘাত সহ্য করিতেছে। সে সাহস, সে বীর্য্যবত্তা, সে রণোন্মাদ এক্ষণে কেবল আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে।

আর্য্যজাতির এই তেজস্বিতার সঙ্গে সঙ্গে মনস্বিতাও অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় মনীষী বুধগণ আর্য্যজাতির গৌরব-রক্ষার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছেন না। যে বিষয়গুলি অদ্যাপি তালপত্রে সংরক্ষিত আছে, ইদানীন্তন আর্য্য-গৌরবস্পর্দ্ধী ব্যক্তিগণ শিশিরকালে গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবর হইয়াও তাদৃশ কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আর্য্যজাতি বস্তুতঃই এক্ষণে অপদার্থ ও হতমান হইয়া কলঙ্কের ডালি বহন করিতেছে।

পৌর্ণমাসী রজনীর নীলিম-রঞ্জিত গগনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আনন্দ-হিল্লোলে তোমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবে। শত শত হীরকখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার হাস্য দেখিয়া তুমিও হাসিতে থাকিবে। যদি কবি হও, অসংখ্য ফেনবিন্দু-পরিশোভিত অনন্ত বিস্তীর্ণ সুনীল বারিধির সহিত এই অনন্ত নীলাকাশের তুলনা করিবে। প্রকৃতি যেখানে এইরূপ কমনীয় শোভার ভাণ্ডার সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, সেইখানেই তোমার নেত্র প্রধাবিত হয়। "দিব্য লাবণ্য-শোভিত" পূর্ণচন্দ্র অমৃতরসবর্ষী কিরণে চতুর্দ্দিক্ হাস্যময় করে, তুমি তাহা অনিমেষ-লোচনে দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব কর। মলয়-সমীরণ স্পর্শে স্পর্শে মধুগন্ধ হরণ করিয়া তোমার দেহযষ্টি আলিঙ্গন করে, তুমি তাহাতে পরিতুষ্ট হও, সায়ংকালীন দীপ-শ্রেণী সহস্রধা বিভক্ত হইয়া তরঙ্গিণী-হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে ক্রীড়া করে, অমনি তোমার নয়নযুগল তাহার সহিত রজ্জুবদ্ধ হয়। কিন্তু লোকারণ্যের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তোমার হৃদয় আকর্ষণ করে না; উহাতে যে জাতীয় জীবনের সজীবতা সম্পাদন করে, তাহা তুমি একবারও ভাবিয়া দেখ না; প্রতীপ বায়ুর উচ্ছ্বাসে স্রোতস্বতী বীচিমালায়

পরিশোভিত হয়, তুমি তাহা দেখিবামাত্র ভয়-বিকম্পিত হইয়া নয়ন মুদ্রিত কর; উহা যে অসীম জড়জগতের অসীম শক্তি বিকাশ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া তোমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয় না। তুমি নির্জ্জীব ভারতের নির্জ্জীব সন্তান; তোমার অধিক দূরে উঠিবার সাধ্য নাই। তুমি কোমলতামিশ্র সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদনেই ব্যাসক্ত থাক, অনন্ত জড়শক্তির গুরুত্বাবধারণে তোমার প্রয়োজন নাই। আশুসুখপ্রদ নাটক-উপন্যাসেই তোমার উৎসাহ ও সুখ। ভারত-গৌরবের নিদান-ভূত পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমার মূলান্বেষণে তোমার উৎসাহ ও সুখ হওয়া সম্ভবপর নয়।

আর্য্য-বাসভূমি যদি সভ্যতালোকে উদ্দীপিত না হইত, আর্য্যগণ যদি একদা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত না হইতেন, তাহা হইলে ইদানীন্তন তদ্বংশীয়দিগের এইরূপ জাড্যদোষ সহনীয় হইত। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণের সভ্যতা ও মনস্বিতা স্মরণ করিয়া এক্ষণে তৎসন্তানদিগের ঈদৃশ শোচনীয় অধঃপতনদর্শনে কে না ব্যথিতচিত্ত হইবেন? এবং কে বা না ইহাদিগকে অমানুষপ্রকৃতি বলিয়া শতবার ধিক্কার প্রদান করিবেন? আমাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যাঁহাদিগের জন্য আমরা অদ্যাপি সভ্যসমাজে সম্মানসহকারে পরিগৃহীত হইতেছি—যাঁহাদিগের মহিমপ্রভাবে অদ্যাপি ভারতবর্ষ ইতিহাস-ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানে বিরাজমান রহিয়াছে, তাঁহাদিগের বিষয় একবারও অনুসন্ধান করি না। বাল্মীকি প্রভৃতি যে এ দেশের কবি, পাণিনি প্রভৃতি যে এদেশের বৈয়াকরণ, বৃহস্পতি প্রভৃতি যে এদেশের উপদেষ্টা, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে এদেশের ধর্ম্ম-প্রচারক, তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। বিলুপ্ত গৌরবের

উদ্ধারসাধনার্থ অতীতসাক্ষী ইতিহাসকে সাক্ষী মানিতেও আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। যদি দেহের প্রত্যেক স্থানে তাড়িতবেগ প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলেও আমাদিগের এই জড়তা অবিলুপ্ত থাকিবে। এরূপ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারতবর্ষের পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তর্হিত হওয়াই বিধেয়।

যে ইউরোপখণ্ড প্রাচ্য বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই ইউরোপের পণ্ডিতদিগকে আমরা অভিবাদন করি। তাঁহাদিগের অবিচলিত যত্নে ভারতের আশা পুনর্জ্জীবিত হইতেছে। এই পণ্ডিতদিগের অনুকরণে এক্ষণে অনেকে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। রুচির ঈদৃশ পরিবর্ত্তনদর্শনেই আমার এই স্বর সমুত্থিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষীণ ধ্বনি এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠক-বর্গের শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলেই চরিতার্থ হইব। 'পণ্ডিতগণ বক্তার তারতম্য বিবেচনা করেন না, তাঁহারা তদীয় বচনের গুণগ্রাহী মাত্র।'—ইহাতে আশা করি, আমার স্বর কেবল প্রতিধ্বনিমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে না।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

(১)

মাহেশ ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। উহা এই স্থলে যথাযথ বিবৃত হইল। মহামহোপাধ্যায় পাণিনি স্বীয় অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের রচনাকালে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত পুরাণের পদসমূহ ব্যাকরণ-দুষ্ট বলিয়া খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে, একদা নিশীথ সময়ে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একজন তেজস্বী মহাপুরুষ নিতান্ত রোষ-কষায়িত লোচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিন্তানি পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে॥"

বেদব্যাস অর্ণব স্বরূপ মাহেশ ব্যাকরণ হইতে যে সমস্ত পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, গোষ্পদ স্বরূপ পাণিনীয় ব্যাকরণে কি তৎসমুদয় বিদ্যমান আছে ?

মধুসূদন সরস্বতী পাণিনি ব্যাকরণকেই মাহেশ ব্যাকরণ বলিয়াছেন। কিন্তু কলাপ ব্যাকরণের মতে মাহেশ ব্যাকরণ পাণিনি-ব্যাকরণ হইতে স্বতন্ত্র। যাহা হউক এ পর্য্যন্ত মাহেশ ব্যাকরণ আমাদিগের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই, সুতরাং উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অসন্দিগ্ধ হইতে পারি না।

(২)

রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর যে বাক্যটী (যথা লৌকিক-বৈদিকেষু) বার্ত্তিকের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, অধ্যাপক বেবের তাহা পতঞ্জলির উদাহরণ-বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ পতঞ্জলি দাক্ষিণাত্যবাসিদিগের শব্দপ্রয়োগ-প্রদর্শনার্থই 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু' এই বাক্যটী উপন্যস্ত করিয়াছেন। বেবের ইহার অনুরূপ অন্য একটী বাক্য পাতঞ্জল মহাভাষ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন ; যথা—"অস্তি চ লোকে সরসী শব্দস্য প্রবৃত্তিঃ। দক্ষিণাপথে হি মহান্তি সরাংসি সরস্য ইত্যুচ্যন্তে (লোকে সরসী শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ-দেশে 'মহৎ সরোবর' এই বাক্যে 'সরস্য' পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে)।" এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, দক্ষিণদেশ-প্রচলিত বাক্যের উদাহরণ প্রদর্শনার্থই পতঞ্জলি 'সরস্য' পদের ন্যায় 'লৌকিকবৈদিকেষু' পদদ্বয়ের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভণ্ডারকর ইহার পোষকতা করেন নাই। বস্তুতঃ মহাভাষ্যে যখন "যথা লৌকিকবৈদিকেষু" এই বাক্যটী ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত হইয়াছে তখন উহা বার্ত্তিকের মধ্যে পরিগণিত করাই বিধেয়। বার্ত্তিকের দোষ-গুণ বিচারার্থই পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ নাগোজী ভট্ট ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ আর দুটী বাক্য (১। সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে, ২। লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মঃ) বার্ত্তিকের মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয়টী যখন বার্ত্তিকে স্থান লাভ করিল, তৃতীয়টী কেন উহার মধ্যে পরিগণিত হইবে না * ?

---

* *Vide* Indian Antiquary, Vo. II, pp. 208, 239.

(৩)

মাধ্যমিক ব্যাকরণানুসারে মধ্যম শব্দ হইতে 'মাধ্যমিক' পদ (মধ্যম+ষ্ণিক) সিদ্ধ হইয়াছে। অমর সিংহ স্বপ্রণীত কোষে মধ্যদেশকেই 'মধ্যম' নামে উল্লেখ করিয়াছেন *। সুতরাং মধ্যদেশবাসিগণ যে 'মাধ্যমিক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয় না।

(৪)

মোক্ষমূলর মহাভাষ্যের সময়-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, পতঞ্জলি কোন সময়ে স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করেন তাহা নিরূপণ করা অসম্ভাবিত। কিন্তু কেহ কেহ পতঞ্জলিকে পিঙ্গল নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ষড়্‌গুরুশিষ্যের মতে এই পিঙ্গল পাণিনির অনুজ †। এতদনুসারে বোধ হয় খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহাভাষ্য প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু পিঙ্গল ও পতঞ্জলি যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহা সম্ভাবিত বলিয়া পরিগণিত হওয়া দুরূহ। সুতরাং এতদ্বিষয়কে অন্যান্য গণনার মূল ভিত্তি করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না ‡।

আমরা এস্থলে মোক্ষমূলরের লিখনভঙ্গী প্রদর্শন করিলাম মাত্র। পতঞ্জলির সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, যথাস্থলে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

---

* 'প্রত্যন্তো ম্লেচ্ছদেশঃ স্যাৎ মধ্যদেশস্তু মধ্যমঃ' ॥ অমরকোষ।

† 'তথাচ সূত্রাতে হি ভগবতা পিঙ্গলেন পাণিন্যনুজেন।'

‡ Max Müller's "Ancient Sanskrit Literature", p. 244.